অমিতাভ।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন
প্রণীত।

কলিকাতা

ভারতমিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২৬ নং স্কটস্ লেন।

TO

The Hon'ble H. J. S. Cotton, C. S. I

Chief Secretary to the Government of Bengal

A Member of the Bengal Legislative Council

AND

Formerly District Officer of

CHITTAGONG

THE PLACE OF MY BIRTH

I

RESPECTFULLY DEDICATE THIS VOLUME

AS

A Tribute of Gratitude and Love

FROM

ITS PEOPLE

FOR HIS KIND AND SYMPATHETIC RULE

AND

Never-failing Interest in their Welfare.

অমিতাভ।

যাঁহার অমিত আভায় সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর কাল-বক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে, এবং এখনও ইউরোপ, আমেরিকা পর্য্যন্ত যাঁহার আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, সেই বুদ্ধদেব শাক্যসিংহকে আমি নমস্কার করি। তাঁহারই অন্যতর নাম অমিতাভ।

এ কাব্যখানির প্রণয়নসম্বন্ধে আমি পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারদের কাছে বিশেষরূপে ঋণী। তবে তাঁহারা প্রায় সকলেই বুদ্ধদেবকে অল্পাধিক অতিমানুষিক ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহাকে মানুষিক ভাবাপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছি। এ অবতারদিগকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতি লাভ করে, তাঁহাদিগকে অধিক আমাদের আপনার বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মও সম্পূর্ণরূপে দর্শনমূলক। অতএব তাঁহাকে অতি-মানুষিক ভাবে চিত্রিত করিবার প্রয়োজনও বিশেষ নাই।

এই কাব্যের কয়েক অধ্যায় "জন্মভূমি" নামক মাসিক

পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য "জন্মভূমি" "বঙ্গবাসী"-প্রমুখ হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখ-পত্রিকা। শুনিয়াছি উক্ত কয়েক অধ্যায় তাহার অধ্যক্ষগণের ও সাধারণ হিন্দু পাঠকগণের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। যদি তাহা সত্য হয়, তবে আমার পক্ষে ততোধিক সুখের ও সৌভাগ্যের কথা আর কিছুই হইতে পারে না। কারণ এ পর্য্যন্ত বুদ্ধদেব হিন্দুদিগের কাছে ঘোরতর বিদ্বেষভাজন ছিলেন। বিদ্বেষ এতদূর যে, পশ্চিমদেশীয় হিন্দুগণ বুদ্ধদেবের নাম করিলেই তাঁহাদের সকল পুণ্য ক্ষয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত যে, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম এবং এতাদৃশ বিপরীত মতাবলম্বী যে, ব্রাহ্মণগণ যষ্টির আঘাতে তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। এ বিশ্বাসের যে মূল কি তাহা আমি বড় বুঝিতে পারি নাই।

প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্ম্ম কি—তৎসম্বন্ধে বহু বৌদ্ধ সম্প্রদায়-ভেদে ঘোরতর মতভেদ। শ্রীবুদ্ধদেব আমি ক্ষীণবুদ্ধি মানবকে যেরূপ তাঁহার মহাধর্ম্ম বুঝিবার শক্তি দিয়াছেন, সেরূপ এই কাব্যের শেষ অধ্যায়ে সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বঙ্গ-সন্তানদের মধ্যে শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র দাসের মত কেহই বৌদ্ধদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোচনা করেন

নাই। তিনি এ অধ্যায়টিকে আদিষ্ট (inspired) বলিয়াছেন। তাহা যদি হয়, তবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের বিরোধ কোথায়?

বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র দর্শনের উপর প্রোথিত। তাহার দু'খানি প্রধান ইষ্টক,—কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ। ইহা কি হিন্দুরা বিশ্বাস করেন না, এবং ইহা কি হিন্দুধর্ম্মের দুইটি মূল তত্ত্ব নহে? তবে একটি বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মে ও বৌদ্ধধর্ম্মে আপাততঃ মতভেদ বলিয়া বোধ হয়। হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। বুদ্ধদেব এ সম্বন্ধে নীরব। হিন্দুধর্ম্ম বলেন, কর্ম্মফল নিবন্ধন জন্মান্তর ও তজ্জনিত দুঃখ হউক, কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপায় তাহা হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারে।

"তেয়াগিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম লও তুমি একমাত্র
শরণ আমার।
করিও না শোক পার্থ! সর্ব্ব পাপ হ'তে আমি
করিব উদ্ধার!"

গীতা ১৭শ অধ্যায় ৬৬ শ্লোক।

বুদ্ধদেবের মতে কেবল সুকর্ম্মের দ্বারা কুকর্ম্মফল ক্ষয় হইলে পুনর্জন্মের এবং তজ্জনিত দুঃখের **নির্ব্বাণ** হয়।

যাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন

তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব ভগবৎকৃপার কথা কিছুই বলেন নাই। অথচ শ্রীভগবান্ নাই, তাঁহার কৃপায় কিছুই হইতে পারে না, এমন কথাও-তিনি বলেন নাই। যদি এ উভয়ে তিনি বিশ্বাসহীন হইতেন, তবে তাঁহার মত স্পষ্টবাদীর তাহা না বলিবারও বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। তবে এ সম্বন্ধে নীরব থাকিবার কোনও কারণ ছিল কি?

আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখিতে পাই তাঁহার দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর-বিশ্বাস-মূলক কর্ম্মপ্রধান ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বজ্র-গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

"ত্রিগুণো বিষয়া বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জ্জুন।"

কিন্তু দুই সহস্র বৎসরে সেই মহাবাক্য লুপ্তপ্রায় হইয়া কর্ম্ম আবার বুদ্ধদেবের সময়ে নির্ম্মম জীবঘাতী বৈদিক যজ্ঞে পরিণত হইয়াছিল। কেন? মানুষ এত ক্ষুদ্র, মানব-হৃদয় এত দুর্ব্বল যে, সে "অবাঙ্মনসগোচর" ব্রহ্মকে ধারণ ও গ্রহণ করিতে পারে না। সে কেবল তাঁহাকে মানুষের অবয়বে গঠিত করে তাহা নহে, তাঁহাতে মানব-প্রকৃতিও আরোপ করে। মানুষ যেরূপ পূজায় পরিতৃপ্ত হয়, তাঁহাকেও সেরূপ পূজার দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে চাহে। বুদ্ধদেব বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরে ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন

করিলেই ধর্ম্মের এরূপ শোচনীয় পরিণাম হইবে; মানুষ কষ্টসাধ্য প্রকৃত পুণ্যকর্ম্ম ছাড়িয়া সহজসাধ্য যাগ যজ্ঞকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে। বুদ্ধদেবের তিরোধানের সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পরে আজ আবার তাহাই হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বুদ্ধদেব, অদৃষ্ট, অজ্ঞের অচিন্ত্য কোন বিষয়ের প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতেন না। তাঁহার মতে ওরূপ বিষয় মনুষ্য-চিন্তার অতীত। ঈশ্বরও সেরূপ মানব-জ্ঞানের ও চিন্তার অতীত। অতএব ধর্ম্ম ঈশ্বর-বিমুক্ত হওয়া উচিত। এবম্বিধ কোনও কারণে কি ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি নীরব ছিলেন? এই নীরবতাই ব্রহ্মতত্ত্ব-পিপাসু ভক্তি-প্রাণ ভারতে তাঁহার মহাধর্ম্মের অধঃপতনের ও অপলাপের কারণ।

কিন্তু ভগবৎকৃপায় মুক্তিলাভ—এ কথাটা কি, একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মহাপাপীও একবার তাঁহার শরণ লইলে মুক্ত হইবে। খৃষ্টও তাহা বলেন। কিন্তু এ কথাটার অর্থ কি? মহাপাপী যদি কেবল একবার শ্রীভগবানের শরণ লইলেই মুক্ত হয়, তবে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার কোথায় রহিল? তবে এ শরণ লওয়ার কোন তাৎপর্য্য আছে কি? কিরূপে শ্রীভগবানের শরণ লইলে তাঁহার কৃপা পাওয়া যাইবে?

"মদ্ভক্ত, মদ্গত-চিত্ত, হও মম উপাসক,
কর নমস্কার।
যুক্তাত্মা, মৎপরায়ণ,—এরূপ হইলে পাবে
একত্ব আমার!"

গীতা ৯ম অধ্যায় ৩৪ শ্লোক।

যে এরূপ ভাবে তাঁহাকে ভজনা করিতে পারে, তাঁহাকে ডাকিতে পারে, তাহার আর পাপে প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। সে ক্রমশঃ পুণ্যপথে অগ্রসর হইবে এবং তদনুরূপ তাহার পাপকর্ম্ম-ফল ক্ষয় হইবে। এরূপে উহা সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, সে মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ করিবে। অতএব একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রচলিত হিন্দুমত ও বৌদ্ধমত প্রকৃত মুক্তি সম্বন্ধে যে বড় বিভিন্ন তাহা বোধ হয় না। গীতার বহুস্থানে নির্ব্বাণ ও মুক্তি অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবৎ হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান ভক্তিগ্রন্থ। তাহার দশম স্কন্ধের ২৪শ অধ্যায়ের বঙ্গবাসী কৃত বঙ্গানুবাদ হইতে নিম্নলিখিত শ্রীকৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত হইল :—

"জন্তু কর্ম্মবশেই জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্মবশেই লয় পায়, এবং কর্ম্মবশেই সুখ, দুঃখ, ভয় ও মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। আর যদি অন্যের কর্ম্মের ফলদাতা একজন ঈশ্বর থাকেন,

তাহা হইলে তিনিও কর্ম্ম-কর্ত্তাকেই ভজনা করেন; কারণ যে কর্ম্ম না করে, তিনি তাহাকে ফলদান করিতে পারেন না। অতএব জীবগণকে যখন কর্ম্মেরই অনুবর্ত্তন করিতে হইতেছে তখন তাহাদের ইন্দ্রে প্রয়োজন কি? প্রাক্তন সংস্কার অনুসারে মনুষ্যদিগের ভাগ্যে যাহা বিহিত হইয়াছে, তিনি তাহার কখনই অন্যথা করিতে পারেন না। মনুষ্য স্বভাবেরই অধীন, স্বভাবেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। দেবতা, অসুর ও মনুষ্য সকলেই স্বভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। জীব কর্ম্মবশে উচ্চ, নীচ দেহ লাভ করিয়া কর্ম্মবশেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কর্ম্মবশেই শত্রু, মিত্র বা উদাসীন হইতে দেখা যায়। সুতরাং **কর্ম্মই ঈশ্বর।** অতএব স্বভাবস্থ, স্বকর্ম্মকারী জীব **কর্ম্মেরই** পূজা করিবে।"

ইহাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। এবং ইহাই প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম নহে কি? বুদ্ধদেব ইহার অধিক নিরীশ্বরবাদ কি কোথায়ও শিক্ষা দিয়াছিলেন?

আমরা আরও দেখিতেছি বুদ্ধদেব আমাদের দশাবতারের মধ্যে নবম অবতার। তিনিই শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথরূপে পূজিত হইতেছেন। বঙ্গের কৃতী পুত্র রাজেন্দ্রলাল দেখাইয়াছেন শ্রীক্ষেত্রের অদ্ভুত জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম মূর্ত্তি, বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, ও সঙ্ঘ নামক তিনটি

মণ্ডল ছিল, তাহারই প্রতিরূপ মাত্র। তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন বুদ্ধগয়ার সমীপবর্ত্তী বিষ্ণুপদ বুদ্ধপদ মাত্র। বুদ্ধ আমাদের বিষ্ণু অবতার, কাযেই উহা বিষ্ণুপদ। বৌদ্ধ ধর্ম্মের "মা হিংসা সর্ব্বভূতানি" মহাবাক্য, হিন্দুধর্ম্মের একটি মূলমন্ত্র। অতএব কে বলিল বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নিরাকৃত হইয়াছে? বুদ্ধ-মত সার্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্মের একটি মত মাত্র। এখন যেরূপ এক পরিবারে কেহ ব্রাহ্ম, কেহ বৈষ্ণব, কেহ শাক্ত দেখা যায়, প্রাচীন ভারতেরও এক পরিবারে কেহ ব্রাহ্মণ-মতাবলম্বী, কেহ বৌদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন।

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধমতে অনুপ্রাণিত। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বৌদ্ধধর্ম্ম অনুপ্রবিষ্ট ও নিবিষ্ট। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দুধর্ম্মের বহুশাখার একটি শাখা বিশেষ। অতএব মানব-জাতির তৃতীয়াংশেরও অধিক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী।—ইহা একবার মনে হইলেও কোন্ মানব-হৃদয়, কোন্ হিন্দু-হৃদয়, হিন্দু-ধর্ম্মের মহত্ত্বে ও সার্ব্বভৌমত্বে স্তম্ভিত না হয়! এ পতিত অবস্থায়ও ভারত জগতের ধর্ম্মগুরু। এস হিন্দুগণ! হিন্দু-ধর্ম্মের সেই বিশ্বরূপ একবার দর্শন করি এবং কোটি কোটি ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে গগন কম্পিত করিয়া সেই হিন্দুধর্ম্মের স্তুতি গান করি—

"নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।"

স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানবের উদ্ধারের জন্য তিনটি মহৎ পথ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার গীতায় দেখাইয়া দেন—জ্ঞান-পথ, কর্ম্মপথ ও ভক্তি-পথ। তিনি তিনেরই সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন করিয়া যান। কিন্তু দুর্ব্বল মানব শ্রীভগবানের প্রতিভা কোথায় পাইবে? তাঁহার শিক্ষা কেমন করিয়া ধারণ করিবে? এ কারণে কালে সকল ধর্ম্মশিক্ষকের ধর্ম্ম-শিক্ষা মানবচরিত্রের বিকৃতি অনুসারে বিকৃত হইয়া পড়ে। ক্রমে ভারতে সেই কৃষ্ণশিক্ষার অবনতি ঘটিয়া ধর্ম্ম কেবল আবার জীবঘাতী যাগযজ্ঞে পরিণত হইল। তখন শ্রীবুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মপথ সম্প্রসারিত করিয়া যান। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার নীরবতা নিবন্ধন, কালে তাঁহার পরবর্ত্তী বৌদ্ধ-যাজকগণ সে পথে ঘোরতর নিরীশ্বরত্ব ও জড়ত্ব উপস্থিত করিলে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞান-পথের সম্প্রসারণ সাধন করেন, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের জড়ত্ব ঘুচাইয়া উহাকে তাঁহার সার্ব্বভৌম জ্ঞানবাদে বিলীন করেন।

কালে তাঁহার শিক্ষাও মায়াবাদের কাষ্ঠবৎ কঠোরতায় পরিণত হইলে শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিপথ সম্প্রসারিত করিয়া প্রেমে ধর্ম্মের সেই কঠোরতা ভাসাইয়া দেন। গীতামূলক সম্প্রসারিত এই তিন মতের সম্মিলনেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম। কালে ইহাতে, এবং জগতের সকল ধর্ম্মে, জড়ত্ব প্রবেশ করিয়া ভারতে ও জগতে ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে। আবার ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। কাল পূর্ণ, এখন সেই মহা-প্রতিজ্ঞা আমাদিগের একমাত্র আশা—"সম্ভবামি যুগে যুগে।" এস! এই মহা আশা-স্রোতে জাতীয় তরণী ভাসাইয়া দিয়া তাঁহার আবাহনের জন্য আমরা ভারত-সন্তানগণ অগ্রসর হই!

কলিকাতা
২৯ শে আষাঢ়,
১৩০২ সন।

নবীন।

অমিতাভ।

(২৩০০-২৪০০ কল্যব্দে আবির্ভাব ও তিরোধান)

অবতার।

প্লাবি সপ্ত স্বর্গ, শান্তির ত্রিদিব,
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠ-পতির শ্রবণে
জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-হাহাকার
পশিল নরের করুণ স্বনে।
কাঁদিল তাঁহার করুণ হৃদয়,
ব্যথিত হইল কোমল প্রাণ,
কহিলা—"লভিব এক জন্ম আর,
জগতের দুঃখ করিব নির্ব্বাণ।"

গাইল আনন্দে দেবতা সকল,
স্বর্গে, স্বর্গে, স্বর্গে ছুটিল গান,—
"লভিবেন হরি এক জন্ম আর
জগতের দুঃখ করিতে নির্ব্বাণ।"

---

(১)

শুভজন্ম।

হিমাচল পাদমূলে, শৈলজা "রোহিণী"-কূলে
ছিল যথা কপিল-আশ্রম,
নগর কপিলবস্তু, নরপতি শুদ্ধোদন,
শাক্য-রাজ্য শোভে নিরুপম।
শাক্য, সূর্য্যবংশ-শাখা ; প্রখর কিরণমাখা
সূর্য্য-রশ্মি লভি নির্ব্বাসন,
স্থাপিয়া শাকোট বনে পর্ব্বতীয় নব রাজ্য,
'শাক্য' নাম করেছে ধারণ।
হিমাবৃত হিমাচল উত্তরে মহিমাময়
নীলাকাশে তরঙ্গে বিস্তৃত,
পশ্চিমে কোশল-রাজ্য, শাক্যদের পিতৃভূমি,
রাম-পদ-রজে পবিত্রিত।

মগধের পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য পূরবে গর্ব্বে,—
প্রখর পূর্ব্বাহ্ন পরাক্রম ;
দক্ষিণে কাশী-কোশল, ভারতের মহাতীর্থ
কাশী হৃদে করিয়া ধারণ।
তিন দিকে রাজ্য ত্রয় ; উত্তরে হিমাদ্রিসুত
প্রকৃতির বীর পুত্রগণ ;—
তথাপিও শাক্যরাজ্য গর্ব্বে মৈনাকের মত
আত্ম-স্থান করিছে রক্ষণ।
বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদন ; মহামায়া, প্রজাবতী,—
মহিষী-যুগল পতিব্রতা,
শঙ্করের অঙ্কে যেন পার্ব্বতী ও ভাগীরথী
পুণ্য-অঙ্কে প্রীতি, পবিত্রতা।
শাক্য-রাজ্য সুখে ভরা, ধন ধান্যে প্রেম পুণ্যে
পরিপূর্ণ দেশ মনোহর,
ধন ধান্যে, প্রেম পুণ্যে পরিপূর্ণ রাজপুরী ;
পরিপূর্ণ রাজার অন্তর।
প্রেম পুণ্যে বিভাসিত শান্তির সুনীলাকাশে
তবু যেন হ'য়েছে সঞ্চার—
কোথা ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড, সুখ শান্তি জ্যোচ্ছনায়
পড়িয়াছে ছায়ার আঁধার।

পুত্রহীন শুদ্ধোদন ; মায়াময়ী মহামায়া,
পুণ্যবতী প্রজাবতী তথা,—
উভয়ের শূন্য অঙ্ক, পুষ্পহীন পুষ্প-পাত্র
সুধাহীন সুধাকর যথা।
আসিল বসন্তোৎসব, ভাসিল কপিলবস্তু
ছয় দিন উৎসবে মগন,
দেখিলা সপ্তম দিনে, পূর্ণিমা প্রভাতে সুখে,
মায়াদেবী অপূর্ব্ব স্বপন !—
চারি স্বর্গদূত আসি দেবীর পর্য্যঙ্ক খানি
হিমালয়ে করিয়া বহন,
সুবিশাল শালবনে নামাইল সসম্ভ্রমে,—
দিব্যালোকে উজ্জ্বল কানন।
সুররাণীগণ স্নান সুধাপূর্ণ সরোবরে
করাইল দেবীরে তখন ;
পার্থিবতা গেল ভাসি, হইল পবিত্র দেহ,
কিরণ-প্লাবিত পুষ্পবন।
রজত শেখর-শিরে, সুবর্ণ প্রাসাদে শোভে
পুষ্পশয্যা চারু-পুষ্পাবৃতা ;
নক্ষত্রখচিত-বাসে, স্বর্গীয় সৌরভে পুষ্পে
মায়াদেবী হইয়া সজ্জিতা

শুইলেন; দেখিলেন,— মাতঙ্গ তুষার-শ্বেত,
শুণ্ডে শ্বেত পদ্ম মনোহর,
প্রণমিয়া তিনবার, বিদারি দক্ষিণ পার্শ্ব
প্রবেশিল গর্ভে করিবর।
নিরমল চন্দ্র যেন, পুষ্পবন-অন্তরালে,
ধীরে ধীরে হইল সঞ্চার;
কি আনন্দে, কি আলোকে, ভাসিল দেবীর প্রাণ!
ভাসাইল পতিত সংসার!
জাগিলেন মহামায়া। ডাকিলেন শুদ্ধোদন
স্বপ্ন-বেত্তা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ;
কহে তারা—"মহারাজ! হইলেন পুত্রবতী
মহারাণী,—কি শুভস্বপন!
থাকে গৃহাশ্রমে পুত্র হবে রাজ-চক্রবর্ত্তী,
একছত্র করিবে ভুবন,
যায় যদি ধর্ম্মাশ্রমে, দুঃখপূর্ণ জগতের
পাপভার করিবে মোচন।"
উৎসব আনন্দ রঙ্গে ছুটিল তরঙ্গ-ভঙ্গে,—
মেঘ-ছায়া কোথা গেল ভাসি!
বসন্তের পৌর্ণমাসী, পূর্ণচন্দ্র হাসি হাসি,
উচ্ছ্বাসি ঢালিল সুধারাশি।

পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষে হইলেন মায়াদেবী—
পুত্রবতী অপূর্ব্ব স্বপনে,
কি প্রীতি, কি পবিত্রতা, কি গাম্ভীর্য্য, সরলতা,
কি আনন্দ জননীর মনে!
জগতের দুঃখে সদা কাঁদিত মায়ের প্রাণ,
মায়ার মূরতি মহামায়া,
কহিতেন—"নারায়ণ লভি এক জন্ম আর
দুঃখী জীবে দেহ পদছায়া!"
এইরূপে কালপূর্ণ। পৌষ-পূর্ণিমায় আসি
হ'লো পুষ্যানক্ষত্র মিলিত;
পুলকে পূরিল প্রাণ, আনন্দে "লুম্বিনী বনে"
চলিলেন সঙ্গিনী সহিত।
আসিছেন ঋতুপতি মধুরে মন্থরে পুনঃ
মৃদু মৃদু ঢালি মধুরিমা।
প্রকৃতি মেলিছে আঁখি, ভাসিছে নির্ম্মলাকাশে
বসন্তের প্রথম নীলিমা।
প্রথম মলয়ানিলে ফুটেছে প্রথম ফুল,
ফুটিছে প্রথম কিসলয়।
প্রথম পাখীর গান, পুষ্পের প্রথম ঘ্রাণ,
কানন করিছে সুধাময়।

অমিতাভ।

প্রথম বসন্তোন্মেষে দেবীর হৃদয়ে যেন
কিবা স্বর্গ খুলিল প্রথম,
অন্তরে বাহিরে দেবী দেখিলেন প্রেমালোক,
নারায়ণ প্রেম-প্রস্রবণ।
সে প্রেমে ভাসিল বুক, সে প্রেমে হাসিল মুখ,
সেই প্রেমে ভিজিল নয়ন;
স্বর্গীয় সঙ্গীতে ভাসি স্বর্গীয় সৌরভ রাশি,
দশদিক ছুটিল তখন।
আনন্দে মূর্চ্ছিতা দেবী পড়িতে, ধরিলা করে
এক শাল-শাখা সুশোভন,
প্রসূত হইল পুত্র, ত্রিদিব-লতায় যেন
ফুটিল প্রসূন মনোরম।
যেই আনন্দের ধ্বনি উঠিল সে শাক্য-রাজ্যে,
প্রতিধ্বনি তুলি হিমালয়ে,
সহস্র সহস্র বর্ষ প্লাবি আজি বাজিতেছে
অর্দ্ধাধিক নরের হৃদয়ে।
চন্দ্র অন্তরালে মেঘ, হাসি অন্তরালে অশ্রু,
নিয়ন্তার কি সূক্ষ্ম নিয়ম!
এই আনন্দের মাঝে, সপ্তম দিবসে হায়!
মায়াদেবী মুদিলা নয়ন।

যাও মা করুণাময়ি ! জগতের দুঃখভার
যুগে যুগে করিতে মোচন
প্রসবিয়া দেবপুত্র, অবতীর্ণা হও তুমি ;
পূর্ণ তব নিয়তি এখন।
যাও মা করুণাময়ি ! জরা-মৃত্যু দুঃখ-ভরা
এ জগত নহে তব স্থান ;
আছে মানবের আশা, আবার আসিবে তুমি,
নরদুঃখে কাঁদিলে পরাণ।

---

(২)

ভবিষ্যৎ।

হিমাদ্রির চারু অঙ্কে পবিত্র আশ্রমে
যোগস্থ অসিত ঋষি ; সিত জটারাশি
শোভিছে মস্তকে অতি বৃদ্ধ মহর্ষির,—
হিমানী-কিরীট ক্ষুদ্র শৃঙ্গে হিমাদ্রির !
দেখিলেন ধ্যানে ঋষি অপূর্ব্ব কুমার
হইয়াছে অবতীর্ণ কপিলনগরে,
অপূর্ব্ব আনন্দ প্লাবি মণ্ডল আকাশ

পুলকিত পবিত্রিত করিছে ভূতল।
শূন্যে যোগবলে ঋষি রাজহংস মত
আসিয়া কপিলপুরে মনোরথ-গতি
কহিলেন—"নরপতি! আসিয়াছি আমি
তব নব জাত শিশু করিতে দর্শন;
পূরাও বাসনা মম।" সম্ভ্রমে নৃপতি
আনি পুষ্পনিভ শিশু চরণে ঋষির
রাখিলেন স্বর্ণাসনে, শোভিল তখন
স্বর্ণ পুষ্পপাত্রে স্বর্ণ পুষ্প নিরুপম।
"অদ্ভুত—অদ্ভুত শিশু"—কহি ঋষিবর
ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিয়া শিশুরে
রহিলা—নীরবে ধ্যান-মগ্ন অবিচল,
বহিতে লাগিল অশ্রুধারা অবিরল।
ভীত রাজা শুদ্ধোদন, বিস্মিত-অন্তর
অমঙ্গল ছায়াচ্ছন্ন, মেঘাচ্ছন্ন যেন
হইল প্রফুল্ল শশী, জিজ্ঞাসিলা ত্রাসে—
"এ কি ভাব ঋষিশ্রেষ্ঠ! কেন এ রোদন?
এ দীর্ঘনিশ্বাস কেন? এ অশ্রু নিশ্বাস
করিছে হৃদয়ে মম ঝটিকা সঞ্চার
ঘোরতর। কহ দেব! দেখিলে কি তুমি

অমঙ্গল এ শিশুর ? কহ দয়া করি,
কাতর পিতার প্রাণ।"
মুছি অশ্রুধারা
উত্তরিলা মহাযোগী,—"এ কি ভ্রান্তি তব !
অমঙ্গল !——মহারাজ ! মঙ্গল-নিদান
শিশু তব, অমঙ্গল সম্ভবে কি তার ?
নাহি কাঁদিতেছি আমি শিশুর কারণ ;
আমার কারণ হায় ! কাঁদিতেছি আমি।
করিবেন প্রবর্ত্তিত এই শিশু তব
ধর্ম্মচক্র এ জগতে ;—এই শিশু তব
সর্ব্ব লোক হিত, সর্ব্ব লোক সুখ আর,
সাধিবেন মহাধর্ম্ম করিয়া প্রচার।
তাহার কল্যাণ মূলে, মধ্যেও কল্যাণ,
শেষেও কল্যাণ তার ; শুদ্ধ, নিরমল
সেই ধর্ম্ম সনাতন ;—শুদ্ধ, নিরমল
যথা নব বসন্তের আকাশমণ্ডল।
মানব পাইবে মুক্তি ; হবে ব্যাধি-জরা
পাপ-তাপ-মুক্ত জীব, জুড়াইবে ধরা।
রাগ-দ্বেষ-মোহ-দগ্ধ মানব হৃদয়ে
সুশীতল ধর্ম্মামৃত হইবে বর্ষিত,

হবে ধরাতল সুখ শান্তিতে পূর্ণিত।
উড়ুম্বর পুষ্প যথা ফুটে কদাচিত,
কত কল্পান্তরে নৃপ! সেইরূপে, হায়!
এ বুদ্ধ পুরুষোত্তম পুত্ররূপে তব
হইলেন অবতীর্ণ। হইবে উদ্ধার
সংসার-সমুদ্র-গর্ভে জীব নিমজ্জিত
লভিয়া নির্ব্বাণ-তরী, জীব সন্তাপিত।
বৃদ্ধ আমি; জীবনের এই ক্ষীণ দীপ
হইবে নির্ব্বাণ আশু, কাঁদিতেছি আমি,
সেই বুদ্ধরূপ নাহি দেখিব নয়নে।
কাঁদিতেছি আমি সেই বুদ্ধ-আরাধনা
ফলিল না ভাগ্যে মম; না শুনিব আমি
সেই সাম্য গীত, সেই শান্তির সঙ্গীত,
হবে যাহা প্রচারিত দেশ দেশান্তরে,
যুগ যুগান্তরে যাহা করিবে ঘোষিত
শৈল-বক্ষে শৈলমালা করিয়া অঙ্কিত।
কাঁদিতেছি আমি; যেই উৎস করুণার
প্লাবিয়া ভারতবর্ষ প্লাবিবে জগত,
আমি এক বিন্দু নাহি পাইব তাহার।
মন্ত্রশাস্ত্র বেদশাস্ত্র কহিছে আমায়

হইবেন বুদ্ধ এই কুমার তোমার।
সন্ন্যাস গ্রহণ করি জীবের উদ্ধার
সাধিবেন, করিবেন নির্ব্বাণ প্রচার।
হে রাজন্! দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণ মহান
মহাপুরুষের, অনুব্যঞ্জনা অশীতি,
দেখ কুমারের দেবদেহে বিদ্যমান।
নহে নৃপতির এই লক্ষণ সকল।
তুচ্ছ রাজছত্র; যেই ছত্র সুবিস্তার
স্থাপিবেন কাল বক্ষে, অমর অক্ষয়,
ব্যাপি অর্দ্ধ ধরাতল,—ছায়ায় তাহার
মানব লভিবে শান্তি,—কি পুণ্য তোমার!
সিদ্ধ তব মনোরথ; সিদ্ধ মনোরথ
মানবের এতদিনে; ভক্তিপূর্ণ মন
রাখিও সিদ্ধার্থ নাম পিতা শুদ্ধোদন।
বিমাতা গৌতমী, দেবী মহা প্রজাবতী,
পালিবেন শিশু,—নাম হইবে গৌতম।
শাক্যকুলে জন্ম,—নাম হবে শাক্য-মুনি
মানবের দুঃখভার হরিতে আগত
যথাকালে শিশু—নাম হবে তথাগত।
মহা তপস্যায়, ধ্যানে, লভি মহাজ্ঞান,

ধরিবেন বুদ্ধনাম—জ্ঞানের চরম,
জগতের অবতার জন্মিলা নবম।
জগতে করিবে এই পুণ্য নামচয়
অঙ্কিত কালের বক্ষে, অমর অক্ষয়।"
সমারোহপূর্ণ নামকরণ উৎসবে
আসিল দৈবজ্ঞ অষ্ট। অপূর্ব্ব লক্ষণ
নিরখি শিশুর দেহে, কহে সপ্তজন—
"থাকে গৃহাশ্রমে, হবে নৃপতি ধরার ;
হইবে সন্ন্যাসাশ্রমে বুদ্ধ-অবতার।"
কনিষ্ঠ কৌণ্ডিন্য কহে,—"কহিতেছি আমি ;
জরাজীর্ণ, রুগ্ন, মৃত, ভিক্ষু যেই দিন
নিরখিবে শিশু, গৃহ ছাড়িয়া সে দিন
নিশ্চয় হইবে বুদ্ধ ; করিবে মোচন
পৃথিবীর পাপ-তাপ, মোহ-আবরণ।"
নৃপতি-নয়নে অশ্রু উঠিল ভাসিয়া ;
ছায়ার উপরে ছায়া ভাসিল অন্তরে,—
গম্ভীর—গম্ভীরতর। রাখিলা প্রহরী
এই চারি দৃশ্য পুত্র নাহি দেখে যেন।
হায়! মুগ্ধ নরপতি! ডাকেন যাঁহারে
অন্তর্যামী ভগবান, কে রাখিতে পারে

রুদ্ধ করি গৃহ-দ্বার সেই পুণ্যাত্মারে ?
করে জলধিরে যদি চন্দ্র আকর্ষণ,
পারে কি রাখিতে আহা ! বালির বন্ধন !

---

(৩)

কৈশোর।

বিমাতা দেবীর স্নেহে বাড়িতে লাগিল শিশু,
বৈশাখের শুক্লপক্ষে যেন শশধর ;
কোন দেবমূর্ত্তি যেন দক্ষ দেব শিল্পকর
করিতে লাগিল ক্রমে পূর্ণ কলেবর।
মহোৎসবে বিদ্যারম্ভ করিলেন শুভক্ষণে
গুরু বিশ্বামিত্র সর্ব্বশাস্ত্রে সুনিপুণ।
কি আর শিখিবে শিশু, শিক্ষা দিতে জন্ম যার ?
শিখে কি সৌরভ-লাভ মন্দার-কুসুম ?
সর্ব্বশাস্ত্রে সুনিপুণ হইল কুমার আশু ;
ছিল যেন সর্ব্বশাস্ত্র প্রচ্ছন্ন অন্তরে,
পুষ্পবৃক্ষে পুষ্প যথা বসন্তের [illegible]শনে
উঠিল ফুটিয়া, যেন তারকা অম্বরে।
কত শিশু বিদ্যালয়ে, কপিল নগরে কত,
কিন্তু এই শিশু—এ ত নহে পৃথিবীর !—

শান্ত, স্থির, অচঞ্চল, কি মহিমা সমুজ্জ্বল
আলোকিছে স্বর্ণকান্তি, কি মূর্ত্তি প্রীতির !
ক্রীড়া-যুদ্ধে, মৃগয়ায়, নাহি সমকক্ষ কেহ,
নাহি সমকক্ষ অশ্ব, অস্ত্র, সঞ্চালনে ;
কিন্তু ঘোর মৃগয়ায়, ঘোর যুদ্ধ ক্রীড়াঙ্গনে,
চকিতে থামিত শিশু, কি ভাবিত মনে।
মৃগের পশ্চাতে ছুটি আকর্ণ টানিয়া শর,
সে মুহূর্ত্তে প্রতিহার করিত কখন ;
যাইতেছে অশ্ব ছুটি শুনি অশ্ব কষ্টশ্বাস
থামিত, হইত কভু স্বপ্নে নিমগন।
জগতের দুঃখ কিছু কুমার ত নাহি জানে,
দেখে নাই, শুনে নাই, ভাবে নাহি মনে,
তথাপি হৃদয়ে ধীরে ত্রিদিব-করুণা-উৎস
হইতেছে সঞ্চারিত অজ্ঞাতে কেমনে !
একদিন নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে
সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিলা বসি অন্য মন ;
শুক্ল-মেঘ-খণ্ড মত রাজহংস শত শত
আনন্দলহরী পূর্ণ করিয়া গগন
যাইছে ভাসিয়া সুখে, হঠাৎ আহত বুকে
একটি কুমার-অঙ্কে হইল পতন।

উদ্ধার করিতে শর লাগিল কোমল করে,
কুমার বেদনা এই বুঝিলা প্রথম,
অধীর হইল প্রাণ, বহিল প্রথম এই
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রস্রবণ।
করুণার অশ্রুজলে, করুণার পরশনে,
হইল বিগত ব্যথা, বাঁচিল মরাল ;
কুমার লইয়া বুকে, মুগ্ধা জননীর মত
চাহি ক্ষুদ্র মুখপানে রহে কিছু কাল।
কি মহিমা করুণার! কাননের বিহঙ্গেও
বুঝে তাহা, কি মধুর করে প্রতিদান!
উভয়ে উভয় পানে নীরবে চাহিয়া, কিবা
করুণায় উভয়ের বিমোহিত প্রাণ!
আসি দেবদত্ত কহে— "কুমার, এ হংস মম,
মম শরে হ'য়ে হত পড়েছে ভূতলে।"
কুমার কহিলা ধীরে— "হতজীব হত্যাকারী
পায় যদি ভাই! কোনো ধর্ম্মশাস্ত্র বলে,
যে দেয় জীবন তারে, সে কি তারে পাইবে না?
হত নহে এই হংস, আহত কেবল,
আঘাতের ব্যথা ভাই! আজি বুঝিয়াছি আমি,
হংসের ব্যথায় প্রাণ হয়েছে বিকল।

তোমারো ত আছে প্রাণ ; পাখীটির ক্ষুদ্র প্রাণে
বুঝ না কি কি যে ব্যথা পেয়েছে বিষম ?
লও তুমি শাক্য রাজ্য, আমি নাহি চাহি তাহা,
এ হংস আমার ; আমি দিব না কখন।"
শাক্য-পুত্র দেবদত্ত স্তম্ভিত বিস্মিত চিত্ত,
দেখিল, কুমার নহে,—মূর্ত্তি করুণার !
কিবা করুণার গীতি তাহারো হৃদয়ে আজি
প্রবেশিল, পরশিল হৃদয় তাহার !
ফিরিল নীরবে গৃহে, উড়িল মরাল সুখে,
কলকণ্ঠে এ করুণা করিয়া প্রচার।
সিদ্ধার্থ রহিলা চাহি নীরবে আকাশ পানে,
হৃদয়ে প্রথম চিন্তা হইল সঞ্চার।
নীরবে বসন্তাকাশে নিদাঘের ক্ষুদ্র মেঘ
অলক্ষিতে ধীরে ধীরে উঠিল ভাসিয়া ;
সিদ্ধার্থ ভাবিলা বসি——কি ভাবনা নাহি জ্ঞান—
নীল সান্ধ্য নভঃপানে চাহিয়া চাহিয়া।
ভাবিলেন—"এ শরের ঈষদ পরশে হায় !
প্রাণে যদি এই ব্যথা লাগিল আমার,
জনকের অস্ত্রাগারে কি ভীষণ অস্ত্র রাশি !
না জানি কি ব্যথা হায় ! আঘাতে তাহার।

শুনিয়াছি ওই অস্ত্রে হইয়াছে কত যুদ্ধ,
হইতেছে কত যুদ্ধ নিত্য সংঘটিত,
কত লঙ্কা, কুরুক্ষেত্র, হইয়াছে—হইতেছে—
এই পৃথিবীর বক্ষে নিত্য অভিনীত।
উহু! কি রোদন ধ্বনি, কি ভীষণ হাহাকার
উঠিতেছে মানবের জগত প্লাবিয়া!
হায়! কি মানব অন্ধ? করে ভোগ রাজ্য সুখ
মানবের বক্ষে এই অনল জ্বালিয়া?”
বয়সের স্রোত সহ চিন্তা-স্রোত দুর্নিবার,
হইল বিস্তৃত ক্রমে, হইল গভীর।
রাজপুরী কোলাহল ছাড়িয়া যৌবনাগমে
চাহে বেড়াইতে যুবা কাননে নিবিড়।
একাকী কি চিন্তা মগ্ন রহিতেন কদাচিৎ,
ডাকিলেও সহচর, যুবা নিরুত্তর।
অন্তরে কি যেন ক্ষুধা! কি যেন পিপাসা প্রাণে!
বিলাসে বিতৃষ্ণা, রাজ্যে অতৃপ্ত অন্তর।
আজি শুভ হলোৎসব; সজ্জিত সহস্র হল
করিতেছে রাজপুর-ক্ষেত্র বিকর্ষিত;—
সজ্জিত কৃষকগণ; হলোৎসবে রাজপুরী,
সুন্দর কপিলবস্তু, আনন্দে পূরিত।

অমিতাভ।

সুমধুর মধু মাসে মধুরে প্রকৃতি হাসে
মাধুর্য্য মাখিয়া শ্যাম অঙ্গে নিরুপম।
আকাশে আনন্দ হাসে, অনিলে আনন্দ ভাসে,
আনন্দ পল্লব পুষ্প, বিহঙ্গ-কূজন।
প্রভাতে পূরবাকাশে আনন্দ অরুণ রাগে
উষার কোমল মুখ করেছে রঞ্জিত।
হলোৎসবে চারিদিকে উঠিতেছে নরকণ্ঠে
প্রভাত কাকলী সহ আনন্দ-সঙ্গীত।
সিদ্ধার্থও সুখী আজি; আনন্দের এ তরঙ্গ
পশিয়াছে প্রাণে, মুখে উঠিয়াছে ভাসি।
চাহিয়া চাহিয়া ওই কর্ষণ একাগ্র মনে,
ও কি ভাবনার মেঘ দেখা দিল আসি?
যুবক দেখিলা কষ্টে সুসজ্জিত পশুগণ
বহিছে সজ্জিত হল বিদারি ভূতল;
সজ্জিত কৃষকগণ, কিন্তু কষ্টে তাহাদের
হইয়াছে স্বেদোদ্গমে ললাট সজল।
কর্ষণে কর্ষণে কত মরিতেছে ক্ষুদ্র জীব,
সহিতেছে কি বেদনা হইয়া বিক্ষত,
উড়ি উড়ি পক্ষিগণ ভক্ষিতেছে নিরমম
মৃত কি জীবিত হায়! ক্ষুদ্র জীব কত!

এইরূপে জীবে জীবে হিংসিতেছে নিরন্তর,
চারিদিকে কি ভীষণ জীবন-সংগ্রাম!
আনন্দের আবরণে আবরি প্রকৃতি-দেবী
রেখেছেন কি অনন্ত ভীষণ শ্মশান!
অনন্ত জীবের দুঃখে কাঁদিল কোমল প্রাণ,
অলক্ষিতে অন্যমনা ছাড়ি সঙ্গিগণ,
ছাড়ি পুর-ক্ষেত্রসীমা সিদ্ধার্থ প্রান্তরে পশি
ভ্রমিতে লাগিলা একা স্বপনে যেমন।
নগর-উৎসব-ধ্বনি, পল্লীর আনন্দ ধ্বনি,
প্লাবি, বিশ্বব্যাপী যেন কিবা হাহাকার,
জীবের কি দুঃখ গীতি, উঠিতেছে চারিদিকে,
গর্জ্জিতেছে চারিদিকে যেন পারাবার।
দেখিলেন জম্বু বৃক্ষ অদূরে বিস্তারি ছায়া,
আত্মহারা তরুমূলে বসিলা কুমার,
জন্মান্তর সুসংস্কার অজ্ঞাতে নিদ্রার মত
করিল সমাধিমগ্ন আনন্দ-আধার।
যাইতেছে পঞ্চজন মহর্ষি আকাশ-পথে,
অকস্মাৎ যোগাসন হইল অচল।
জম্বুবৃক্ষমূলে বসি দেখিলেন জ্যোতির্ম্ময়
নব যুবা, নিমীলিত নয়নযুগল।

শরীরে সূর্য্যের প্রভা, কনক কেশর আভা
বিমণ্ডিত বরবপু মহিমা-আলয়,
যোগাসনে যোগমগ্ন নিষ্কম্প তড়িত মত,—
ঋষিগণ মনে মনে মানিলা বিস্ময়।
"কে যুবা? যাহার ধ্যানে আমাদের ধ্যান-প্রভা
করিল নিস্তেজ, যোগ-আসন অচল?"—
ভাবি মনে ঋষিগণ দেখিলেন মহা ধ্যানে
বিষ্ণু-অবতার যুবা, শুদ্ধ নিরমল!
অজ্ঞান-আঁধারে পূর্ণ হইয়াছে এ সংসার,
আবির্ভূত এ প্রদীপ নাশিতে আঁধার;
সেই মহা ধর্ম্মবলে জগত পাইবে মুক্তি,
করিবেন নবযোগী সে ধর্ম্ম প্রচার।
ভক্তিভরে ঋষিগণ করি তবে প্রদক্ষিণ,
গ্রহে উপগ্রহ যথা, ধ্যানস্থ যুবায়,
গেলা চলি প্রীত মনে; রাজপুরে এই দিকে
উঠিয়াছে কোলাহল—"কুমার কোথায়?"
অন্বেষণে সঙ্গিগণ, রাজ-অনুচরগণ,
আসি জম্বুবৃক্ষমূলে হইল বিস্মিত;
সবিস্ময় শুদ্ধোদন, আসিলেন সেইখানে,
ভাঙ্গিয়া আসিল পুরী, নগর সহিত।

অতীত মধ্যাহ্ন কাল ; তথাপিও স্থিরতর,
রহিয়াছে বৃক্ষছায়া, করি ছায়ান্বিত
ধ্যানস্থ কুমার-দেহ,— রবিকরে চন্দ্র যথা,
হইয়াছে রবিকর যোগে পরাজিত।
দেখিলেন শুদ্ধোদন সোণার মূরতি পুত্র
স্থাপিত পাদপমূলে পবিত্র সুন্দর।
দেখিলেন শুদ্ধোদন ধ্যানস্থ নবীন যোগী,
ভাবিলেন এই পুত্র কভু নহে নর।
কি প্রীতি কি শান্তি মুখে, কি প্রীতির স্বপ্নে সুখে
যেন নিমজ্জিত পুত্র, কি জ্যোতি নির্ম্মল!
কি প্রীতি কি পবিত্রতা, চন্দ্র-চন্দ্রিকায় যথা,
করিতেছে দর্শকের পরাণ শীতল।
ভক্তিভরে শুদ্ধোদন, অশ্রুপূর্ণ দুনয়ন,
দেখিছেন, দেখিতেছে নর সংখ্যাতীত—
নীরবে বেষ্টিয়া বৃক্ষ ; নীরবে নিদাঘানিল,
বহিতেছে জম্বুবৃক্ষ স্থির অকম্পিত।
আপ্রভাত অপরাহ্ন, এরূপে বসিয়া ধ্যানে,
করিলা কুমার ধীরে নেত্র উন্মীলিত ;
উঠি ধীরে আত্ম-হারা, প্রণমিয়া পিতৃপদ,
কহিলা কাতর-কণ্ঠে করুণা ব্যথিত,—

"পিত! হিংসাময় কৃষি কর তুমি পরিত্যাগ,
হয় পদে পদে জীব-হিংসা সংঘটিত।
পিত! জীবে কর দয়া! কর সর্ব্ব জীব সুখী!
কর জগতের সুখে প্রাণ সমর্পিত।"

---

(৪)

অশোকোৎসব।

চিন্তান্বিত শুদ্ধোদন; চিন্তান্বিতা প্রজাবতী
কহিলা কাতরে—
"একি ধ্যান সিদ্ধার্থের? আমার সিদ্ধার্থ, নাথ!
রবে না কি ঘরে?
বড়ই ব্যাকুল আজি হইয়াছে প্রাণ।
কে শিখাল, কেমনে বা শিখিল এ ধ্যান?"
ঈষৎ হাসিয়া রাজা কহিলা তখন—
"কে শিখাল তোমাকে এ অশ্রু বরিষণ?"
দেবী কহে—"দেও তুমি বিবাহ তাহার
হইবে সংসারী তবে সিদ্ধার্থ আমার।"
চিন্তান্বিত শুদ্ধোদন আসিলা সভায়,
সভাগৃহ সমাচ্ছন্ন চিন্তার ছায়ায়।

সমাচ্ছন্ন রাজপুরী, কপিল নগর।
সর্ব্বমুখে—"রাজপুত্র করিবে না ঘর।"
চিন্তিত অমাত্যগণ কহিলা—"নৃপতি!
বাড়িতেছে ঔদাসীন্য ক্রমে দ্রুতগতি
কুমারের হৃদয়েতে; করিয়াছি স্থির
আমরা অমাত্যগণ, না হ'তে গভীর
এই স্রোতস্বতী, বাঁধি বিবাহ-বন্ধন
করিব কৌশলে তার গতি নিবারণ।
সিদ্ধার্থের সপ্তদশ বৎসর অতীত।
যৌবন-উষায় এবে প্রেম উন্মেষিত।
নির্ম্মাব প্রমোদপুরী, প্রমোদ কানন;
রচিব সুখের স্বর্গ, প্রেমের স্বপন।
বিলাসে, প্রণয়াবেশে, এ মৃগ মিথুন
রাখিব বিমুগ্ধ; রবে প্রহরী নিপুণ।
জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, দুঃখ, উদাসীন আর,
দিব না আসিতে পুর-পরিখার পার।"
ভাসিল ঈষদ্ হাসি নৃপতি-বদনে,
রবিকর-রেখা যেন মেঘাল গগনে।
কহিলেন—"হায়! এই বালির বন্ধন
করিবে কি তটিনীর গতি নিবারণ?

জন্ম যার হিমাচলে, হায়! গতি তার
কে পারে রোধিতে বল বিনা পারাবার।
তথাপি বিবাহ যদি তোমাদের মত,
কর আয়োজন, কর পূর্ণ মনোরথ।
কিন্তু কুমারের মত জান একবার,—
কিরূপ, কাহার কন্যা বাসনা তাহার।"
জিজ্ঞাসিলে রাজপুত্রে রাজ-অনুচর,
কহিলা—"উত্তর দিব সপ্তাহ অন্তর।"
গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলা কুমার,
দিবানিশি ভাবিলেন—"সংসারে আমার
নাহি তৃপ্তি; যে ক্ষুধায় পিপাসায় প্রাণ
আকুল, বিলাসে নাহি হতেছে নির্ব্বাণ।
কেবল বাসনা বসি বিজন গহনে
থাকি সেই নিরমল সুখের স্বপনে!
ভাবি—কোথা হ'তে আসি যেতেছে কোথায়
এই বিশ্ব চরাচর জলবিম্ব প্রায়?
ভাবি—এ ভীষণ হিংসা কেন পরস্পরে
জলে স্থলে, মহাশূন্যে জীবের অন্তরে?
ডুবি হিংসা-বহ্নিমাঝে পরিয়া গলায়
পরিণয় পুষ্পহার কি হইবে হায়!

ধর্ম্মেও ভীষণ হিংসা! এই বলিদান;
নিরমম এ হিংসা কি স্বর্গের সোপান?
এই নির্দ্দয়তা ধর্ম্ম?—মনে নাহি লয়।
না—না—এই নির্দ্দয়তা ধর্ম্ম কভু নয়।
আছে কোনো ধর্ম্ম, কোনো নীতি সনাতন,
করিবারে এই হিংসা-বহ্নি নির্ব্বাপণ।
যে চাহে কাটিয়া এই সংসার-বন্ধন
করিবারে সেই মহা ধর্ম্ম অন্বেষণ,—
করিয়া বিবাহ, ভোগ বিলাস সম্বল,
পরিবে সে শৃঙ্খলের উপরে শৃঙ্খল?
না করিলে মনপ্রাণ সর্ব্বস্ব অর্পণ
জীবের এ দুঃখ নাহি ঘুচিবে কখন।
এক প্রাণ দিব কারে—দুঃখ-পারাবার
অনন্ত প্রাণীকে, কিম্বা পত্নীকে আমার?
যেমন আমার প্রাণ হিংসায় কাতর,
না হবে তেমন কেন পরের অন্তর?
সঞ্চারিছে যেই শান্তি দয়ার নির্ঝর
মম প্রাণে, নর প্রাণে কেন নিরন্তর
বহিবে না, করিবে না শান্ত সুশীতল
হায়! হিংসানলে দগ্ধ এই ধরাতল?

নরের এ দয়া বুঝি ধর্ম্ম সনাতন ;
এই ধর্ম্মে হবে বুঝি হিংসা নির্ব্বাপণ।
যাব বনে—করিব না বিবাহ কখন—
মহাধ্যানে করিব এ তত্ত্ব অন্বেষণ।
থাকিলে সংসারে, ভোগ বিলাসে জড়িত
হইয়া এ আত্মা হবে পাপে কলুষিত।
কাটি জনকের স্নেহ, স্নেহ জননীর,
জীবদুঃখে দিব প্রাণ—করিলাম স্থির।"
সুসজ্জিত কক্ষে যুবা ভ্রমি কিছুক্ষণ
চিন্তামগ্ন ; পথহারা পথিক যেমন
আঁধার-প্রান্তরে দীপ করিল দর্শন ;
প্রফুল্ল বদনে যুবা কহিল তখন—
"না—না—হইতেছে ভুল, যদি এ সংসার
ছাড়ে সবে, গৃহাশ্রম রহিবে না আর।
থাকি গৃহে এই ধর্ম্ম করিব সাধিত
শিখাব সাধিতে নরে হয়ে পবিত্রিত।
বিকার-সমুদ্রে ডুবি রব নির্ব্বিকার,
পঙ্কজ পঙ্কেই বাড়ে, জলে শোভে আর!
পূর্ব্ব মহাজনগণ ছিলেন সংসারে
অনাসক্ত, অগ্নিদেব যেমতি অঙ্গারে।

থাকিব সংসারে ; যেই দয়ার নির্ঝরে
সুশীতল মম প্রাণ, নরের অন্তরে
এই সুশীতল উৎস করিয়া সঞ্চার
নিবাব হিংসার বহ্নি, জুড়াব সংসার।"
সিদ্ধার্থ সপ্তম দিনে, প্রফুল্ল অন্তর,
"করিব বিবাহ আমি"—করিলা উত্তর।
"রূপ কুল জন্ম গোত্র বিশুদ্ধ যাহার,
রূপসী বিদুষী নম্রা, ঈর্ষা নাহি যার।
মুখে প্রফুল্লতা, বুকে করুণা আলয়,
হস্তে পর-সেবা, বাক্য মধুরতাময়।
স্নেহে মাতা ভগ্নী সমা, পতিপরায়ণা,
নাহি মনে প্রগল্‌ভতা, তর্কে অপ্রবণা।
দানে ধর্ম্মে অনালস্য, জ্ঞানে আত্মসম
সর্ব্ব-জীব, সেই নারী হবে পত্নী মম।"
চিন্তান্বিত নরপতি—হেন নিরুপমা
কোথায় মিলিবে কন্যা? দিলেন ঘোষণা,—
"শাক্য-কুমারীকে মণি-কাঞ্চনে পূরিত
করিবে "অশোক ভাণ্ড" সুখে বিতরিত
কুমার সপ্তম দিনে।" উৎসব-বাসরে
হাসিল সজ্জিত পুরী প্রফুল্ল অন্তরে।

সজ্জিত অশোক কক্ষ বিচিত্র বসনে,
বিচিত্র কুসুমদামে, বিচিত্র ভূষণে।
বিচিত্র পুষ্পের বেদি; পুষ্পিত কুমার
নবীন যৌবন-পুষ্পে; দীর্ঘ পুষ্পহার
চারু নব যৌবনের শাক্য কুমারীর
বহিতে লাগিল ধীরে, যেন জাহ্নবীর
সলিলে কুসুমদাম চলেছে ভাসিয়া
পূজি কোনো দেব-পদ তরঙ্গে নাচিয়া।
কুমার সজ্জিত পুষ্পে, সজ্জিতা কুমারী,
সজ্জিত অশোক ভাণ্ড পুষ্পে সারি সারি।
কুমারের করে ভাণ্ড করিয়া গ্রহণ,
বিনিময় করি করে আত্ম সমর্পণ,
একে একে ভাণ্ড শিরে গেল বালাগণ,
গেল চন্দ্র-কিরীটিনী যামিনী যেমন।
কুমার অটল, স্থির, অবিচল মন,
স্বর্ণ দেবমূর্ত্তি যেন ;—এ কি দরশন!
কৌমুদী যামিনী-শেষে উঠিল কি ভাসি
উষার আলোকরাশি সুপ্রভাতে হাসি!
দণ্ডপাণি-সুতা গোপা অতি ধীরে ধীরে
প্রবেশিল দিবা যেন অশোক-মন্দিরে।

হাসিল সে রূপালোকে কক্ষ সুশোভন,
বসন্ত-প্রভাতে যেন কুসুম-কানন।
কুমার চাহিলা—চক্ষু ফিরিল না আর,
নিস্পন্দ রহিল চাহি বদন গোপার।
ভাসিয়া উঠিল জন্মান্তর-স্মৃতি মনে,
অঙ্কুরিল সুপ্ত বীজ বর্ষা সমাগমে।
কুমার দেখিলা স্বপ্ন,—যমুনার তীর,
কি সুন্দর বন, কিবা শোভা প্রকৃতির!
কিশোর গোপাল তিনি, কিশোরী গোপিনী
এই গোপা, কিশোরের প্রেমে উন্মাদিনী।
কি মধুর প্রেমলীলা ভক্তির চরম!
কি মধুর যুগলের আত্মবিস্মরণ!
গোপাও আপনা-হারা রয়েছে চাহিয়া,
নবোঢ়া যূথিকা যেন চন্দ্র নিরখিয়া।
কি অজ্ঞাত সুখে পূর্ণ দুইটি হৃদয়
হইল প্রথম, সুখ পৃথিবীর নয়।
ভঙ্গ স্বপ্ন কুমারের; ভঙ্গ কুমারীর
হইল, রহিলা চাহি পানে পৃথিবীর।
সলজ্জা কহিলা গোপা হাসি আধ আধ—
"যুবরাজ! করিয়াছি কোন অপরাধ?

করিলে বঞ্চিত, নাহি দিলে উপহার,
কেন হইলাম আমি ঘৃণার আধার ?"
"নহে ঘৃণা"—লজ্জাপূর্ণ কহিলা কুমার
"নিঃশেষ অশোক ভাণ্ড ; কিবা উপহার
দিব ভাবিতেছি মনে।" করিয়া মোচন
অঙ্গুরী গোপার করে করিলা অর্পণ।
ব্রীড়ার অরুণ রাগ কপোলে গোপার
ভাসিল, অঙ্গুরী গোপা খুলি আপনার
কহিলেন—"এ অঙ্গুরী করুন গ্রহণ !
রত্ন বিনিময়ে এই তৃণ অকিঞ্চন।
আমি উপাসিকা, নহে বাসনা আমার
আভরণহীন কর দেখি আপনার।"
গেল চলি গোপা বাণ-বিদ্ধা কুরঙ্গিণী,
উঠিল কপিলপুরে আনন্দের ধ্বনি।

---

(৫)

বিবাহ।

সিদ্ধার্থ সপ্তম দিনে শাক্যকুল-ধর্ম্মমতে,
রঙ্গভূমে সজ্জিত বিস্তৃত

শিল্পে শৌর্য্য যুবাবৃন্দে   হেলায় করিলে জয়,
শাক্যগণ হইল বিস্মিত।
আজন্ম বৈরাগ্য ভয়ে   বিলাসে পালিত যুবা
পিঞ্জরের বিহঙ্গ যেমন,
কোথায় পাইল যুবা   এ অপূর্ব্ব শৌর্য্য বীর্য্য,
এই শিল্প শিক্ষা নিরুপম !
হায় ! মূর্খ শাক্যগণ !   কিবা অসম্ভব তার
নারায়ণ অংশে জন্ম যার ?
শিখে কি কেশরী শৌর্য্য ?   শিল্পবিদ্যা ইন্দ্রধনু ?
সঙ্গীত কোকিলে শিখে আর ?
"জয়, রাজপুত্র জয় !"——   গাইল অনন্ত কণ্ঠ,
বামাগণ দিল হুলুধ্বনি,
বাজিল মঙ্গল-বাদ্য,   গোপা দিলা বরমালা,
পুষ্পবৃষ্টি করিল রমণী।
বিবাহ-উৎসবে মত্ত   হইল কপিলবস্তু
সপ্ত দিবা নিশি অবিরাম,
দানস্রোতে দরিদ্রতা   গেল ভাসি, শাক্যরাজ্যে
হইল দুঃখের অবসান।
ঊনবিংশ বর্ষ যবে   হইলেন রাজপুত্র
উদ্বাহ-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত,

উড়িবে অনন্তাকাশে যে বিহঙ্গ মনসাধে
হইল পিঞ্জরে নিপতিত।
তথাপি রাজার মনে নাহি শান্তি, এ শৃঙ্খল
কাটে পাছে পাখী-উদাসীন,
নির্ম্মলা রোহিণী তীরে নির্ম্মিলা প্রমোদ-পুরী
শিল্পী-স্বপ্ন নন্দন-প্রতিম।
বেষ্টিত নিবিড় বনে চারু শৃঙ্গে মনোহর
গ্রীষ্ম-বর্ষা-হেমন্ত-নিবাস
হইল নিৰ্ম্মিত চারু, মর্ম্মরের স্বপ্ন যেন
বিচিত্র তরঙ্গে পরকাশ।
উত্তরে অদূরে স্থির ধ্যানমগ্ন হিমাচল,
তুষার রজতে বিমণ্ডিত,
মিশেছে মহান্ শির মহান্ অনন্ত সনে,
যেন যোগ-আত্মা সমাহিত।
স্তরে স্তরে মহাবন, দিগব্যাপী শৈলবপু,—
স্থানে স্থানে মেঘে আচ্ছাদিত,
তুষার নির্ঝর ধারা শোভে শৈল বক্ষ বাহি,
যেন রজতের উপবীত।
হিমাচল পদতলে শোভিতেছে পুরী যেন
পুষ্পপাত্র দেব-পদতলে,

তিন দিকে রোহিণীর, শশধরে বেষ্টি যেন,
মরকত মেখলা উছলে।
মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি বহে নির্জ্জনতা বক্ষে
সুবাসিত শৈল সমীরণ,
নাচিছে নর্ত্তকীগণ, পুষ্পোদ্যানে পুষ্পগণ,
বৃক্ষে শিখী তুলিয়া পেখম।
গোপার মধুর প্রেমে করিল প্রমোদ-পুরী
প্রেমের মাধুর্য্যে প্রপূরিত,
গোপার প্রেমের স্রোতে বৈরাগ্য চলিল ভাসি
সিদ্ধার্থ হইল নিমজ্জিত।
গোপা রূপবতী, গোপা গুণবতী, ধর্ম্মে মতি,
পতি-প্রেমে পূর্ণ মাতোয়ারা,
সিন্ধুগর্ভে নদী যেন, সিদ্ধা সাধিকার মত
পতি-পদে গোপা আত্মহারা।
নাহি অঙ্গে আভরণ, না আছে অবগুণ্ঠন,
দেখিয়া বিবশা লজ্জাহীনা,
একদা হাসিল সখী, হাসিয়া কহিলা গোপা
উচ্ছ্বাসে আলাপি কণ্ঠবীণা,—
"নারী-আভরণ ধর্ম্ম, নারীর সৌন্দর্য্য ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম অবগুণ্ঠন তাহার।

স্বসলিলা দীর্ঘিকার আছে কি অবগুণ্ঠন ?
কি অবগুণ্ঠন চন্দ্রিকার ?
ইন্দ্রিয় সংযত যার, বাক্য যার নিয়মিত,
চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ যাহার,
মন যার নিরমল স্বচ্ছ সরসীর জল,
আবরণে কি কাজ তাহার ?
আর যার লজ্জা নাই, সম্ভ্রম শীলতা নাই,
চিত্ত যার নহে বশীভূত,
ইন্দ্রিয় দুর্দ্দমনীয়, শত অবগুণ্ঠনেও
সেই নারী সদা অনাবৃত।
আত্মবশ চিত্ত মম, পতিতে আমার প্রাণ,
চরিত্র দুর্ভেদ্য আবরণ,
হৃদয় অজেয় দুর্গ, তাহার রক্ষক ধর্ম্ম,
লজ্জা অবগুণ্ঠন বসন।"
গোপা আর সিদ্ধার্থের বিবাহ পবিত্র যোগ
গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের মিলন,
সিদ্ধার্থ আপনি কায়া, গোপা পুণ্যবতী ছায়া,
পতি-প্রাণে পশিল কেমন।
দুইটি শিশির বিন্দু, যথা ক্ষুদ্র পুষ্পদলে
সমীরণে হয় সংমিলিত,

দুইটি হৃদয় প্রেমে হইল মিশ্রিত তথা,
হইল বিস্মিত বিমোহিত।
রাজপুত্র এত দিন ছিলেন জীবন-পথে
পথিক একাকী অসহায়,
সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী মিলিল, পাইল তরু
শক্তি, সম-প্রাণতা, লতায়।
বুঝিলেন রাজপুত্র নৃশংস হিংসার মাত্র
রঙ্গভূমি নহে এ সংসার,
আছে তাহে প্রেমধারা নিরমল সুশীতল,
বনপথে আলো জ্যোৎস্নার!
ভাবিলেন বুঝি আছে দুঃখের ছায়ায় সুখ,
হাহাকার সঙ্গে আছে হাসি,
মরুভূমে আছে সর,— পতিপ্রাণা রমণীর
পতি-প্রেম স্বর্গ-সুধারাশি।
নবীন বৈরাগ্য মেঘ, গোপার প্রণয়ালোকে
হইল অদৃশ্য, আলোকিত;
আশ্বস্ত হইল রাজা, হতভাগ্য শুদ্ধোদন
বিদ্যুতে হইলা প্রতারিত।

---

(৬)

গাথা।

মহাঝটিকার পূর্ব্বে প্রশান্ত প্রকৃতি মত,
শান্তির সুখদ ক্রোড়ে রাজপুরী নিদ্রাগত।
নাহি উদ্বেগের ছায়া, নাহি নিরানন্দাভাস,
রাজার হৃদয়ে,—যেন খচিত শারদাকাশ
আশা-তারকায় ভরা; মাতা গৌতমীর প্রাণ,
কুসুমিত সরোবর,—পূর্ণ তাঁর মনস্কাম।
গোপার সৌন্দর্য্যে প্রেমে সিদ্ধার্থ মুগ্ধ, মোহিত,
বুঝিলেন বনহস্তী হইয়াছে শৃঙ্খলিত।
নাহি বৈরাগ্যের ছায়া সিদ্ধার্থের মুখে, প্রাণে,
সেরূপ সিদ্ধার্থ আর না থাকে বসিয়া ধ্যানে।
রূপের তরঙ্গ তুলি' রূপসী নর্ত্তকীগণ
নাচিতেছে, করিতেছে কণ্ঠ-সুধা-বরিষণ।
সুধার তরঙ্গ তুলি' নানা যন্ত্র একতানে
বাজে কলকণ্ঠ সহ অমৃত ঢালিয়া প্রাণে।
নৃত্য গীতে নবপুরী মুখরিত মনোহর,
আলোকিত রূপে, পুষ্পে সুবাসিত নিরন্তর।
এই বিলাসের স্বপ্নে, গোপার বদন বুকে,
চাহি মুখ প্রেমমুগ্ধ একদা সিদ্ধার্থ সুখে

শুনিছেন একমনে বাঁশরী-স্বর-লহরী,—
বাজিতেছে বেণু কণ্ঠে এ কি গীত মুগ্ধকরী!
নীরব নিশীথ স্থির, নীরব নিদ্রিত পুর
কক্ষান্তরে বাতায়নে সখী এক কি মধুর
আলাপিছে বেণু! সখী কি বাজায় নাহি জানে,
নিজে আত্মহারা বালা,—একি দেবমায়া হায়!
সেই নৈশ বাঁশরীর মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায়
কি যেন বৈরাগ্য-সুধা করিতেছে সঞ্চারিত
নিদ্রিত জগৎ-প্রাণে, কুমার প্রাণে মোহিত।
নিদ্রিতা গোপার মুখ বক্ষে, যুবা আত্মহারা,
না দেখে নয়নে আর, ধীরে নয়নের তারা
হ'লো নিমীলিত, বক্ষে ঢুলিয়া পড়িল মাথা,
শুনিতে লাগিল যেন বাঁশরীতে এই গাথা।—
"জরা ব্যাধি দুঃখে ভরা হায়! এই ত্রিভুবন,
মরণ-অগ্নিতে দীপ্ত, অনাশ্রয়, অকিঞ্চন।
কুম্ভগত ভ্রমরের মত হায়! জীব আর,
মরণের হস্ত হ'তে নাহি কি উদ্ধার তার?
শারদীয় অভ্রসম অনিত্য এ রঙ্গালয়,
জন্ম মৃত্যু নিরন্তর করিতেছে অভিনয়
বেগবতী নদী মত, চঞ্চল বিদ্যুৎপ্রায়,

মানব-জীবন দ্রুত কোথায় চলিয়া যায়।
অজ্ঞান-আঁধারে ঘোর তৃষ্ণায় পীড়িত নর,
কুম্ভকার-চক্র মত ঘুরিতেছে নিরন্তর।
ইন্দ্রিয়ের সুখে মুগ্ধ হায় রে মানব যত,
জড়িত ব্যাধির জালে প্রলুব্ধ মৃগের মত।
বাসনা জ্বলন্ত বহ্নি; তাহার ইন্ধন ভোগ;
ভোগ-সুখ স্বপ্ন সম, জলে চন্দ্র-ছায়া যোগ।
যৌবনে সুন্দর দেহ হ'লে জরা-ব্যাধি-গত
করে নর পরিহার, মৃগে শুষ্ক হ্রদ মত।
ফলিত পুষ্পিত চারু বৃক্ষ সম দেহ, হায়!
জরা আক্রমিলে হয় তড়িৎ-আহত-প্রায়।
কহ মুনে! মানবের কি আছে উপায় বল?
জরা দহে দেহ, যথা গুপ্ত বিষ বনস্থল।
হরে পরাক্রম বেগ, সুরূপ বিরূপ করে,
হরে সুখ, হরে শান্তি, ব্যাধি-দগ্ধ করে নরে।
কহ মুনে! মানবের কি আছে উপায় বল?
নির্ব্বাণ হইবে কিসে জরা-ব্যাধি-দুঃখানল?
শিশিরে তুষারপাতে প্রফুল্ল কমল প্রায়
হায়! দেহ, বল, রূপ—সকলি শুকায়ে যায়।
নিপতিত নদীবক্ষে বিশুষ্ক পত্রের মত,

এ সংসারে প্রিয়জন ভাসিয়া যায় সতত।
যে যায় সে যায় হায়! কেহ ত ফিরে না আর,
মিলন তাহার সহ নাহি হয় আরবার।
সকলি মৃত্যুর বশে, মৃত্যু বল বশে কার?
জন্ম-জরা-মরণের বিষে পূর্ণ এ সংসার।
ক'রেছিলে প্রণিধান সিদ্ধার্থ! কি মনে হয়—
উদ্ধারিতে এ সংসার? উপস্থিত সে সময়।"
চন্দ্রমা পশ্চিমাকাশে ডুবিতেছে ধীরে ধীরে,
ধীরে ধীরে ভাসিতেছে ঊষা পূর্ব্বাকাশ-শিরে।
বাঁশী-কণ্ঠে এ সময়ে শুনি এ অপূর্ব্ব গান,
নিদ্রিত কি জাগরিত সিদ্ধার্থের নাহি জ্ঞান।
বারেক ভাবিলা মনে—পৃথিবীতে এ সঙ্গীত
সম্ভবে না, শুনিতেছি স্বপ্নে ত্রিদিবের গীত।
শুনিলেন বিহঙ্গের অস্ফুট কাকলী গান।
বুঝিলেন নহে স্বপ্ন—আকুল হইল প্রাণ।
হৃদয় করিল মুগ্ধ সঙ্গীত-সুধা-তরল,
জাগিল নিদ্রিত প্রাণে প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্যানল।
আবার উঠিল বাজি বাঁশীতে মধুর গান,
শুনিতে লাগিল পুনঃ সিদ্ধার্থ উদাসপ্রাণ।

গাথা।

১

এ বাঁশীর স্বর, মানব-জীবন !
সুধাময় অনিল-নিস্বন।
অনিল-লহরী মত, জীবন বহে সতত,
ঝটিকা—নিশ্বাস—কুস্বপন।

২

কোথায় হইতে আসি, কোথায় বা যায় ভাসি,
আদি অন্ত কোথায় কেমন ?
শুধু দেখি অনিবার আসে যায় বার বার,
তাহে শান্তি পাব না কখন।

৩

এই ভোগ, এই সুখ, এই পরিজন-মুখ,
বাঁশরীর তরঙ্গ যেমন,
উঠ, উঠ, মায়াসুত ! কাঁদিছে দুঃখে জগত,—
কি কাতর করুণ রোদন !

৪

এই দেহ সুকুমার, এই প্রেম-পুষ্প-হার,
শুকাইবে, রবে না কখন।
অনিত্য এ সুখ ছাড়, নিত্যসুখ আবিষ্কার
কর তুমি, কর নিষ্ক্রমণ।

বসিলেন যুবরাজ উঠিয়া পর্য্যঙ্কোপরে,
অভিভূত, আত্মহারা সেই সঙ্গীতের স্বরে।
জীবনের পূর্ব্ব-কথা ভাসিয়া উঠিল মনে।
জীবনের উচ্চ লক্ষ্য দেখিলেন তুনয়নে।
বুঝিলেন এ সংসার অনিত্য, কিছুই নয়
এ জীবন-দীপালোক জ্বলি নির্ব্বাপিত হয়।
সত্য বেণু-রব-মত মানব-জীবন হায়!
আইসে কোথায় হ'তে কোথায় ভাসিয়া যায়।
কিন্তু এ অনিত্য মাঝে অবশ্য আছে নিশ্চয়
কোনো নিত্য সত্যসুখ, মানব-শান্তি-আলয়।
যদি আমি পাই তাহা, পারি প্রদানিতে নরে,—
গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন ধ্যানভরে।
পুত্রের বিলাসে মুগ্ধ, শান্ত চিত্ত, ভ্রান্ত মন
নিশাশেষে ও কি স্বপ্ন দেখিছেন শুদ্ধোদন?
দ্বিতীয় প্রহর নিশি, নীরব স্তব্ধ জগৎ;
জীবগণ নিদ্রা-ক্রোড়ে অবিচল মৃতবৎ।
এমন সময়ে পুত্র ত্যজি' রাজ-আভরণ
পরিব্রাজকের বেশে করিতেছে নিষ্ক্রমণ।
পশ্চাতে মঙ্গলগীত গাইতেছে দেবগণ
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য আকাশে মধুর স্বন।

হৃদয় হইল শুষ্ক, কাঁপিয়া উঠিল বুক,
কহিলেন, স্বপ্নে ডাকি উচ্চৈঃস্বরে শুষ্কমুখ—
"কঞ্চুকি, কঞ্চুকি! ওরে ফাটে বুক দেখে আয়!
কাঁদাইয়া পুরবাসী সিদ্ধার্থ কোথায় যায়!"

---

(৭)

বৈরাগ্য।

দেখিলেন রাজপুত্র,— দিন দিন মায়াজালে
করিতেছে জড়িত সংসার;
যে বিলাস বিষবৎ ভাবিতেন পূর্ব্বে মনে,
এবে মুগ্ধ কুহকে তাহার।
বিলাসের বিষবৃক্ষ বাড়িতেছে দিন দিন,
হৃদয় করিছে আচ্ছাদিত।
আর না, এখন তারে সমূলে সুদৃঢ়-করে
করিবেন বলে উৎপাটিত।
হইলেন রাজপুত্র পুনঃ ধ্যান-নিমজ্জিত,
ভয়ে প্রাণ কাঁপিল গোপার।
পুত্র-প্রাণ শুদ্ধোদন দেখিলেন, আশাকাশে
পুনঃ মেঘ হইল সঞ্চার।

গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্তের, বিচিত্র প্রাসাদত্রয়,
করিলেন নির্ম্মিত, সজ্জিত,—
রমণীর রূপালোকে, সঙ্গীতের সুধা-স্রোতে,
বিলোল বিলাসে প্রপূরিত।
ইন্ধন ইন্দ্রিয়-সুখে ঢালে রাজা কত মতে!
কিন্তু পুত্র বিতৃষ্ণ সতত;
থাকে ধ্যানে অন্যমনে আনন্দপূর্ণ ভবনে,
পদ্মপত্রে নীরবিন্দু মত।
একদিন সন্ধ্যাকালে, কুমার যাইতেছিলা
প্রমোদ-কাননে মনোহর;—
পথি মধ্যে ও কি দৃশ্য! যাইতেছে বৃদ্ধ এক
জরা-জীর্ণ শীর্ণ-কলেবর।
"সারথি!"—জিজ্ঞাসে যুবা—"কে এই দুর্ব্বল নর,
মাংসহীন শরীরে ভাসিয়া
উঠিয়াছে শিরা যত বৃক্ষের শাখার মত,
দন্তহীন, দৃষ্টিহীন, যাইছে চলিয়া?
যষ্টিতে ক'রেছে ভর, তবু কাঁপে কলেবর,
শুক্ল কেশ, স্খলিত চরণ।
কি কষ্টে যাইছে আহা! কি বিকৃত কলেবর,
লোল চর্ম্ম বিকৃত কেমন!"

সারথি কহিল ধীরে,— "কুমার ! হয়েছে বৃদ্ধ
হায় ! এই নর জীর্ণদেহ।
নিস্তেজ ইন্দ্রিয়গণ, নাহি বলবীর্য্য আর,
কে আর করিবে তারে স্নেহ ?
জীর্ণ বনকাষ্ঠ মত, হইয়াছে কার্য্যাক্ষম ;
তাই পুত্র, পত্নী, পরিবার,
নাহি করে যত্ন আর, দুঃখী অনাথের মত
যায় এইরূপে দিন তার।"
"সারথি !"—জিজ্ঞাসে পুনঃ কাঁদিল কোমলপ্রাণ
—"কুলধর্ম্ম ইহা কি তাহার ?
কিংবা জগতের ধর্ম্ম ? শীঘ্র বল, সত্য বল,
চিন্তিব ইহার প্রতিকার।"
"কুমার !"—সারথি কহে,— "নহে ইহা কুলধর্ম্ম,
জগতের ধর্ম্ম এইরূপ !"
কুমার জিজ্ঞাসে,—"তবে আমার গোপার দেহ,
হইবে কি এমনি বিরূপ ?"
"হায় ! রাজপুত্র !"—কহে সারথি—"এ জগতের
সকলেই জরার অধীন।
কিবা রাজা, কিবা রাজ্ঞী, রাজপুত্র, রাজবধূ,
জরাজীর্ণ হবে এক দিন।"

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি' কুমার কহিলা ধীরে,—
"আমরা কি অবোধ অজ্ঞান!
মাতিয়া যৌবন-মদে হায়! নাহি ভাবি কভু
এই শরীরের পরিণাম।
সারথি! ফিরাও রথ,—চল গৃহে! যাইব না
প্রমোদ-কাননে আজি আর।
জরা আক্রমিবে যারে এইরূপে একদিন
ক্রীড়ামোদে কি কাজ তাহার?"
আর এক দিন যুবা যাইতে প্রমোদবনে
দেখি' পীড়াগ্রস্ত একজন,
জিজ্ঞাসিলা,—"এ কে নর? এ ত নহে জরাগ্রস্ত,
তবে কেন বিবর্ণ শরীর,
শুষ্ক দেহ, ক্লিষ্ট মুখ, কষ্টে বহিতেছে শ্বাস,
যাতনায় বহে নেত্রনীর?"
"হে দেব!"—সারথি কহে,—"জরা নহে, পীড়া এই,
জরার অধিক ক্লেশকর!
নিবিবে জীবন-দীপ, হরণ করেছে তৈল
হায়! পীড়া নিষ্ঠুর-অন্তর!"
কুমার কহিলা খেদে,—"স্বাস্থ্য তবে স্বপ্নক্রীড়া,
ব্যাধি-দশা এ কি ভয়ঙ্কর!

কে পারে দেখিয়া ইহা আমোদে হইতে রত ?
সারথি! ফিরাও রথবর !”
আর এক দিন যুবা যাইতে উদ্যানপথে
দেখি দৃশ্য চিত্তবিদারক,
জিজ্ঞাসিলা—“এ কি দেখি, খাটের উপরে দেহ,
বস্ত্রাবৃত আপাদমস্তক !
কেন বা বহিয়া উহা নিতেছে ইহারা বল,
কেন বেড়ি’ নর-নারী হায় !
করিতেছে আর্ত্তনাদ, করি’ বক্ষে করাঘাত,
গড়াগড়ি দিতেছে ধূলায় ?
সারথি ! ত্বরায় কহ ! এ কি করে মম প্রাণ,
এ কি, বর্ষে আমার নয়ন !”
সারথি বিষাদে কহে,— “খাটের উপরে দেব !
হতভাগ্য মৃত একজন।
জীবখেলা শেষ তার, পত্নী, পুত্র, পরিবার,
পৃথিবীতে দেখিবে না আর।
ফুরায়েছে সুখভোগ, গৃহ তার অন্ধকার,
পরিজন করে হাহাকার !”
কুমার গম্ভীরমুখে কহিল,—“হায় রে ধিক্ !
জরাজর্জ্জরিত এ যৌবন !

ব্যাধি-ভোগ্য দেহে ধিক্! অনিত্য জীবনে ধিক্!
ধিক্ ভোগরত জ্ঞানিগণ!
নাহি থাকে জরাব্যাধি, নাহি থাকে মৃত্যু যদি,
তবু দুঃখপূর্ণ এ সংসার।
সারথি! ফিরাও রথ, যাব না উন্মাদ-পথে,
মুক্তিচিন্তা করিব ইহার।"
দেখি' আর এক দিন পথে অপরূপ মূর্ত্তি
সারথিকে জিজ্ঞাসে কুমার,—
"বিনীত প্রশান্ত মূর্ত্তি কে ওই পুরুষবর
জীবন্ত মূরতি নম্রতার?
কষায়-বসন অঙ্গে, হস্তে মাত্র ভিক্ষাপাত্র,
গতি কিবা প্রশান্ত সুধীর!
বদনে কি শান্তি, প্রীতি! অঙ্গে কি পবিত্র জ্যোতিঃ!
কি করুণা-পূর্ণিত শরীর।"
সারথি ভকতি-ভরে কহিল,—"সন্ন্যাসী ইনি,
সংসার করিয়া পরিহার,
লইয়া সন্ন্যাস-ব্রত, ইন্দ্রিয় করি' সংযত,
হয়েছেন বিনয়-আধার।
রাগ নাই, দ্বেষ নাই, সংসা[illegible] [illegible]মনা নাই,
একমাত্র ভিক্ষান্নে জীবন

করেন যাপন ইনি ; করেন প্রীতির নেত্রে
সর্ব্ব জীব সমান দর্শন।”
“সাধু! সাধু! হে সারথি!”—কুমার প্রফুল্লমুখে
কহিলেন আনন্দিত মন,—
“আমার জীবনপথ দেখিলাম এত দিনে ;—
সন্ন্যাস প্রশংসে জ্ঞানিগণ।
আত্মহিত, পরহিত, জীবনের নিত্যসুখ,
সুমধুর ফল সুধাময়,
আছে এই পুণ্যপথে ;—সারথি! ফিরাও রথ!—
এই পথ করিব আশ্রয়।”

দিন যায়, রাত্রি যায়, সিদ্ধার্থের হৃদয়েতে
বহিতেছে ঝটিকা প্রবল।
দিন যায়, রাত্রি যায়, প্রলয়-ঝটিকা-বেগ
দিনে দিনে বাড়িছে কেবল।
প্রভাত-অস্ফুটালোকে পুরোদ্যান-তরুমূলে
নিরজনে বসি’ মূর্ত্তিপ্রায়,
প্রভাতের বাল-সূর্য্য জ্বালিয়া মধ্যাহ্নভাতি
সায়াহ্নের আঁধারে লুকায়।
সারাদিন ধ্যানে যুবা ভাবেন অনন্যমনে,
সীমা কিছু নাহি ভাবনার।

প্রাণের পিপাসা তাঁর মিটিবে না এ সংসারে,—
ছাড়িবেন তবে কি সংসার ?
হায় ! স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মা গৌতমী,—
করিবেন কেমনে প্রহার
এমন দারুণ বজ্র, তাঁদের কোমল প্রাণে ;
প্রাণে ক্ষুদ্র-যূথিকা গোপার ?
হায় ! পতি-প্রাণা গোপা অমৃত-বল্লরী মত
বেড়িয়াছে পতি-সহকার,
মিশায়েছে দেহে দেহ, মিশায়েছে প্রাণে প্রাণ,—
এই কি ললাট-লিপি তার ?
গোপার দেবতা পতি, গোপার তপস্যা প্রেম,
পতিপূজা জীবনের ব্রত,
প্রেমরূপা প্রাণধারা ঢালিয়াছে অবিরল
সুশীতল নির্ঝরিণী মত।
একটি কঠোর কথা কহে নাহি কোন দিন,—
সিদ্ধার্থের ভিজিল নয়ন।
হায় ! কি এ বজ্রানলে সেই প্রেমময়ী লতা
করিবেন সিদ্ধার্থ দাহন ?
না—না, সন্ন্যাসের পথে দাঁড়াইয়া তিন জন—
বৃদ্ধ পিতা, মাতা, ওই আর

তাঁহার প্রাণের গোপা, তাঁহার প্রেমের গোপা,—
কিবা তিন মূর্ত্তি করুণার!
হায়! ইহাদেরে ঠেলি', ভূমে বজ্রাহত ফেলি,
যাইবেন সিদ্ধার্থ কেমনে?
দুই ধারা দরদর বহিতে লাগিল ধীরে,
সিদ্ধার্থের যুগল নয়নে!
তাদের পশ্চাতে হায়! কিন্তু ওকি দেখা যায়—
নরনারী অনন্ত অপার!
জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-করে করিতেছে হাহাকার,
মাগিতেছে করুণা তাঁহার।
দুঃখপূর্ণ এ সংসারে থাকিবেন কোন্ প্রাণে,
সহিবেন দুঃখ নিদারুণ,
নর-নারী-হাহাকার শুনিবেন অনিবার
নির্ম্মম হৃদয়ে সকরুণ!
ধর্ম্ম—জীবহিংসা-যজ্ঞ! তাতেও অনন্ত জীব
নির্ব্বাক্ করিছে হাহাকার।
দীন-জীবে দুঃখ দিলে হায়! মূর্খ নর কেন
হবে দুঃখ নির্ব্বাণ তোমার?
না—না, হিংসা নহে ধর্ম্ম, নহে ধর্ম্ম নির্দ্দয়তা,
নির্ব্বাণের এই পথ নয়,

আছে অন্য পুণ্য পথ, করি' আত্মবিসর্জ্জন
সেই পথ খুঁজিব নিশ্চয়।
একদা এরূপে বসি' ভাবিছেন দয়াময়,
আনন্দের মহা কোলাহল
উঠি' রাজ-অন্তঃপুরে ছাইল সমস্ত পুরী,
ছাইল নগর অবিরল।
আসি' এক অনুচর, কহে আনন্দের মূর্ত্তি—
"যুবরাজ! দেও উপহার!
আজি বড় শুভ দিন, চরিতার্থ নরপতি,
জন্মিয়াছে কুমার তোমার!"
চিত্রিতের মত চাহি' রহিলেন রাজপুত্র
তার মুখ পানে অবিচল,
বিস্মিত সে গেলে চলি, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি'।
কহিলেন নয়ন সজল;—
"হায়! যেই সংসারের বন্ধন করিতে ছিন্ন
করিলাম সঙ্কল্প এখন,
সুদৃঢ় বন্ধন আর হৃদয়ের হৃদয়েতে
সে সংসার করিল স্থাপন।
আর কিছু দিন হায়! থাকি যদি এ সংসারে,
বন্ধনের উপরে বন্ধন

ছড়াইবে এ সংসারে; আর না, সময় এই—
মায়াজাল করিব ছেদন।

---

(৮)

মহানিশি।

অস্তে গেল ধীরে দিবা, আইল গোধূলি।
গোধূলি হইল অস্ত। বিভাবরী আসি
ঢাকিল কপিলবস্তু স্বচ্ছ অন্ধকারে।
সমুদ্র-কল্লোল মত সুদূর মধুর
নগর-আনন্দ-ধ্বনি পশিয়া শ্রবণে
ভাঙ্গিল যুবার ধ্যান। ছাড়িয়া উদ্যান
দেখিলেন যুবরাজ পশিয়া নগরে,—
আলোকে প্লাবিত পুর; বাদ্যে নিনাদিত।
রাজপথে দুই পার্শ্বে তরঙ্গ খেলিয়া
ছুটিছে আলোক-মালা, দেখাইয়া চারু
বিচিত্র পতাকাবলী, বিচিত্র তোরণ—
নির্ম্মিত পল্লবে পুষ্পে, আলোকে খচিত।
কদলী মঙ্গলঘট চিত্রিত সুন্দর
শোভিতেছে সারি সারি, সজ্জিত আলোকে
পল্লবে কুসুম-দামে; শোভে দ্বারে দ্বারে

গবাক্ষে, গবাক্ষে, ছাদে, আলোক-রূপিণী
কুসুম-স্তবকময়ী আনন্দপ্রতিমা,
লীলাময়ী, হাস্যময়ী। বাজাইয়া কম্বু,
কম্বু-কণ্ঠে হুলুধ্বনি তুলিয়া পঞ্চমে,
অশ্বারূঢ় রাজপুত্রে করিছে বর্ষণ
পুষ্পকরে পুষ্পরাশি অজস্র ধারায়।
চ'লেছে তুরঙ্গ—রঙ্গে গ্রীবা ভঙ্গি করি
নাচিয়া নাচিয়া; ধীরে নাচিয়া নাচিয়া
মস্তকে মঙ্গল-থালা মঙ্গল-রূপিণী
আনন্দে রূপসী-বৃন্দ করতালি দিয়া,
গাইয়া মঙ্গল-গীত যাইছে চলিয়া।
বাজিছে মঙ্গল-বাদ্য সম্মুখে পশ্চাতে
কুমারের, উঠিতেছে মঙ্গলের ধ্বনি
সংখ্যাতীত নরনারী-কণ্ঠে অবিরল।
শোভিতেছে রাজপুরী, পুরী কুমারের,
যেন মহা নাট্যশালা আলোক-স্তম্ভন,
মণ্ডিত কুসুম-দামে, পল্লবে, কেতনে,—
আনন্দ-সাগরে যেন উৎস আনন্দের!
সখাগণ, সখীগণ, মাতা প্রজাবতী
দেখাইলা পুত্রমুখ কুমারে তখন,—

আনন্দে অধীরা পুরী, অধীরা জননী।
ঢলাঢলি করি রঙ্গে, করি গলাগলি
করিতেছে হুলুধ্বনি পুরাঙ্গনাগণ,—
হাসির তরঙ্গ-ভঙ্গে কটাক্ষ ঢালিয়া।
দেখি সদ্য শিশুমুখ উঠিল কাঁপিয়া
কুমারের স্থির বক্ষ ; উঠিল কাঁপিয়া
দেখি কুমারের মুখ গোপার হৃদয়।
সুবর্ণ সংসার-পাত্রে জীবন্ত অমৃত
সিদ্ধার্থ দেখিলা যেন, হৃদয় তাহার
করি আকর্ষিত, করি প্লাবিত, কম্পিত।
সে হৃদয়-প্রকম্পন,—সিন্ধু প্রকম্পন
পূর্ণ-চন্দ্রোদয়ে যেন,—সে মুখ গম্ভীর,—
ঝটিকা আসন্ন সেই গাম্ভীর্য্য সিন্ধুর—
দেখিল, বুঝিল গোপা, অমঙ্গল-ছায়া
ভাসিল আনন্দাকাশে ; কাঁপিল হৃদয়।
    বসিলেন রাজপুত্র স্বর্ণ-সিংহাসনে
খচিত বিবিধ রত্নে, কুসুম-মালায়,
সঙ্গীত-সুধায় পূর্ণ কক্ষে আলোকিত,
সজ্জিত পল্লবে পুষ্পে, চিত্রে, প্রতিমায়,—
পুষ্প-কিসলয়-ময়ী নর্ত্তকী-মালায়।

প্রেমভরা, প্রাণভরা, কতই উচ্ছ্বাস
উঠিল রমণীকণ্ঠে, কণ্ঠে সারঙ্গের।
সেই সুধাধারা নাহি প্রাণে কুমারের
প্রবেশিল, পরশিল হৃদয় তাঁহার,
প্রসারিত পত্রপত্রে যথা বারিধারা
কুমার উদাস-প্রাণে রহিলা [illegible]।
না শুনি সঙ্গীত যুবা, শুনিছে কেবল
জরা-মৃত্যু-প্রপীড়িত-জীব-হাহাকার।
না দেখে নর্ত্তকী-মুখ, দেখিছে কেবল
জরাজীর্ণ, রোগে শীর্ণ, মৃত, নিরন্তর;
দেখিতেছে আর শান্তমূর্ত্তি যোগিবর।
"অনুসর! অনুসর!"—কহিছে কেবল
জলদগম্ভীর স্বনে যোগী নিরন্তর।
যুবক শুনিছে—'অনুসর! অনুসর!'
দ্বিতীয় প্রহর নিশি; উৎসব-[illegible]
নিবিয়াছে, নিবিতেছে ধীরে পুরানে[illegible]
আনন্দের অবসানে অবসন্ন পুরী
নিদ্রা যাইতেছে সুখে, গোপা নিদ্রা[illegible];
কেবল এ রাজপুরে যুবা অনিদ্রিত।
গোপার সূতিকা-কক্ষে সিদ্ধার্থ কখন

দেখিছে পত্নীর মুখ অতৃপ্ত-নয়নে,
সদ্যোজাত শিশুমুখ দেখিছে কখন
ত্রিদিব কুসুম ক্ষুদ্র, উচ্ছ্বাসে অধীর
কখন শয্যায় বসি, কখন উঠিয়া
ভ্রমিতেছে চিন্তাকুল ধীরে কক্ষতলে।
গোপা দেখিছেন স্বপ্ন—কাঁপিতেছে ধরা,
বহিছে প্রলয় ঝড় করি বৃক্ষরাজি
উৎক্ষেপিত ভূপতিত; আকাশে নিষ্প্রভ
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহরাজি, পড়িছে খসিয়া
বরিষার ফোঁটা সম নক্ষত্র সকল।
গোপার মুকুট ভগ্ন, ছিন্ন কেশজাল,
ছিন্ন মুক্তাহার; গোপা ভগ্ন শয্যাতলে
কাঙ্গালিনী আত্মহারা পড়িয়া ধরায়।
রাজার চামর ছত্র দণ্ড ভূপতিত
ছিন্ন ভিন্ন আভরণ সহ সিদ্ধার্থের।
নগরের দ্বার দিয়া হইল নির্গত
প্রজ্বলিত জ্যোতিঃপিণ্ড শান্ত সুশীতল,
নিবিড় তিমিরে পুরী করি নিমজ্জিত;
উচ্ছ্বসিত মহাসিন্ধু, সুমেরু কম্পিত।
আতঙ্কে ভাঙ্গিল নিদ্রা, কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে

কহে গোপা—"কহ নাথ! এ কি স্বপ্ন হায়!
শোকে, দুঃখে, ভয়ে প্রাণ ব্যাকুল আমার,
কি হবে আমার হায়! কহ দয়া করি।"
  আশ্বাসি আকুলা গোপা, স্বপ্ন-বিবরণ
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহিলা কুমার—
"এ নহে কুস্বপ্ন গোপা! পুণ্যবতী তুমি
দেখিয়াছ পুণ্যময় পবিত্র স্বপন।
জন্ম জরা মরণের দুঃখভারে ধরা
দেখিয়াছ প্রকম্পিত, হবে দুঃখরাশি
উন্মূলিত উৎপাটিত বৃক্ষরাজি মত
নরধর্ম্ম মহাঝড়ে। সেই মহালোক
হইল নির্গত এই রাজপুরী হ'তে,
আলোকিবে মানবের মোহ-অন্ধকার।
ছিন্ন করি মোহ-জাল আভরণ মত
স্বর্গীয় ভূষণে প্রিয়ে! হইব ভূষিত
আমরা, ত্যজিয়া ক্ষুদ্র ছত্রদণ্ড এই
হইব ত্রিলোক মধ্যে একছত্রপতি।
হইও না ভীতা গোপা! হও আহ্লাদিতা।
করিও না শোক, কর সুখ আহরণ।
এ নহে কুস্বপ্ন, মহা প্রীতি সুখে সুখী

হইব আমরা; সুখী হইবে জগৎ।"
ছাড়িয়া নিশ্বাস, সদ্যঃপ্রসূত প্রসূন
লইয়া হৃদয়ে গোপা হইলা নিদ্রিতা।
সেই ত্রিদিবের বক্ষে ত্রিদিব-কুসুম
করি বলে আকর্ষিত নেত্র কুমারের,
তুলিল কি নবোচ্ছ্বাস হৃদয়ে তাঁহার,—
সিদ্ধার্থ রহিলা চাহি চিত্রিতের মত।
বৈরাগ্যের শিলা বেগে চলিল ভাসিয়া
সেই উচ্ছ্বাসের স্রোতে; উঠিয়া কুমার
পর্য্যঙ্ক হইতে ধীরে ভ্রমিতে লাগিলা
অধোমুখে, অর্দ্ধালোকে কক্ষে নিরজনে,
স্রোতে নিপতিত মহা মহীরুহ মত।
বিসর্জ্জি জলন্তানলে গোপা স্বর্ণলতা,
সদ্যোমুকুলিত এই কুসুম-কোরক,
ত্যজিবেন গৃহ!—হায়! পশুর অধিক
এই ঘোর নৃশংসতা! উচ্ছ্বাস-লহরী
ছুটিল বর্দ্ধিত বেগে, হইল শরীর
রোমাঞ্চিত, স্বেদসিক্ত, কাঁপিল হৃদয়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে অধীর যুবক
আসিলেন কক্ষান্তরে—এ কি দৃশ্য হায়!

গভীরা রজনী ; চারু কক্ষ আস্তরণে
সুষুপ্তা নর্ত্তকীগণ ; স্তিমিত আলোক।
কেহ বা বিবস্ত্রা, কেহ বিচ্ছিন্ন কবরী,
কেশজালে সমাচ্ছন্ন বিকৃত বদন।
কাহারো বিকট ভঙ্গী, ঘূর্ণিত নয়ন
ভীতিপূর্ণ, কেহ হাসি হাসিছে বিকট,
বকিছে প্রলাপ কেহ, কেহ কড় মড়
ঘর্ষিতেছে দন্তে দন্ত, পড়িতেছে লালা
বদন হইতে কারো, শব্দে নাসিকার
কাহারো, করিছে প্রাণে ভীতির সঞ্চার।
দেখি এ বীভৎস দৃশ্য সিদ্ধার্থের মনে
উপজিল মহা ঘৃণা ; কহিলা কাতরে—
"হায় ! কি ভীষণ দৃশ্য ! যে-ই নারীরূপে
এইমাত্র ছিল এই কক্ষ আলোকিত,
মুহূর্ত্তে ঘটিল তার এই পরিণাম ?
আনন্দের রঙ্গভূমি, উৎস উৎসবের
এইমাত্র ছিল, সেই কক্ষ মনোহর
মুহূর্ত্তে হইল এই ভীষণ শ্মশান ?
লোকে ইহাদের রূপ-রতিতে মোহিত
রহিয়াছে চিরদিন ? ইহাই সংসার ?

হা ধিক্! মূর্খেরা হায়! হয় অনুরক্ত
কর্দ্দম-পূরিত এই চারু চিত্রঘটে;
হায়! বরাহের মত হয় নিমজ্জিত
এ অশুচি-পঙ্কে; মরে পতঙ্গের মত
আবর্জ্জনা-প্রজ্বলিত এ অনলে পুড়ি।
কি ঘৃণ্য এ নরদেহ!" আবার তাহায়
পড়িল নয়ন সুপ্তা রমণী মণ্ডলে,
এবার হইল মহা করুণা সঞ্চার
কুমারের হৃদয়েতে। কহিলা কাতরে—
"হায়! ব্যাধজাল-বদ্ধ-কুরঙ্গিণীমত
ইন্দ্রিয়ের পাশে বদ্ধ অভাগিনীগণ;
নিমজ্জিত মহামোহে, পঙ্কে নিমজ্জিত
বন-করিণীর মত। বাসনা-অনলে
হইতেছে ভস্মীভূত পতঙ্গিনী মত।
মহাসিন্ধু-গর্ভে ভগ্ন তরণীর মত
হইয়াছে মগ্নপ্রায়; নাহি জানে হায়!
কৃষ্ণপক্ষ-শশি-সম জীবন-যৌবন
হইতেছে ক্ষয়; ভোগ-হলাহলে
আপনি মরিছে পুড়ি, পুড়িছে জগৎ।
অসার শরীর সুখে হায়! নিমজ্জিত

হইতেছে কি না পাপে ইহারা সকল!
কি ভীষণ পরিণাম হায়! ইহাদের!
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি পূর্ব্বজ্ঞানিগণ
দেখাইতেছেন আত্ম-বলিদান-পথ;
কহিছেন—'শাক্যসিংহ! যাও সেই পথে,
কর মানবের এই দুঃখ বিমোচন।'
যাইব সে পথে আমি। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা,—
অজ্ঞাতে ত্যজিলে পুরী হবে শেলাঘাত
তাঁহার করুণ-প্রাণে; পড়িয়া চরণে
যাইতে এ পথে আমি লইব বিদায়।"

---

(১)

বিদায়।

অলক্ষিতে যুবরাজ কক্ষে জনকের
প্রবেশি নমিলা পদে। চকিত-নয়নে
দেখিলেন শুদ্ধোদন পুত্র গুণধর
দাঁড়াইয়া পদতলে পূর্ণচন্দ্র মত,
আলোকিয়া কক্ষ দেবরূপের প্রভায়।
"মহারাজ!"—কহে পুত্র ধরিয়া চরণে
নাহি করিবেন খেদ, না দিবেন বাধা

দাসের কর্ত্তব্য-পথে। হে দেব! আপনি
ক্ষমিবেন পুরজন সহিত এ দাসে।
নিষ্ক্রমণকাল মম সমাগত এবে,
করুন এ আশীর্ব্বাদ যেন মনোরথ
হয় সিদ্ধ, হয় পূর্ণ তপস্যা আমার,
সিদ্ধার্থ—'সিদ্ধার্থ' নাম লভে ধরাতলে।
পুত্রের প্রার্থনা পুত্রপ্রাণ নৃপতির
পশিল হৃদয়ে হায়! বজ্রের মতন।
পড়িতে নৃপতি অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত মায়ায়
ধরিয়া কুমার, বৃদ্ধ সংবরি আঘাত
কহিলেন—"কহ বৎস! কোন্ প্রয়োজনে
ত্যজিবে সংসার? কহ কি অভাব তব?
রূপবতী, গুণবতী, লাবণ্য-প্রতিমা
গোপা বধূমাতা মম; নবজাত শিশু
নবোদিত শশধর; এই শাক্য-রাজ্য
বিস্তীর্ণ সুবর্ণ-প্রসূ, চারু লীলাভূমি
প্রকৃতির, বীরভূমি বীরের জননী।
অনুপম রূপ তব, নবীন যৌবন
শিরীষ-কুসুম-সম দেহ সুকুমার।
পুষ্পাঘাতে যেই দেহ হয় প্রপীড়িত,

কঠোর সন্ন্যাস-ক্লেশ সহিবে কেমনে?
হা পুত্র জীবনাধিক! পাইয়া তোমায়
ভুলিয়াছি আমি তব জননীর শোক,
মুছিয়াছি রক্তধারা ক্ষত বজ্রাহত
সে বিদীর্ণ-হৃদয়ের, স্মৃতি জীবনের!
আশার আকাশে হায়! এ বৃদ্ধ বয়সে,
তুমি মাত্র ধ্রুবতারা, এই জীর্ণ-তরী
তোমাকে চাহিয়া মাত্র রয়েছে ভাসিয়া।
ডুবা'ও না তারে তুমি! এই জীর্ণ-গৃহ
করিও না ধরাশায়ী একমাত্র বল,
একই আশ্রয় তার করিয়া হরণ।"
হলো কণ্ঠরোধ শোকে, বহিতে লাগিল
দর দর অশ্রুধারা যুগল-নয়নে
বৃদ্ধ নৃপতির, নেত্রে সন্তপ্ত যুবার।
প্রথম শোকের বেগ করি সংবরণ
কহিলেন নরপতি—"কহ বৎস! কহ
কি দুঃখ তোমার, কেন ছাড়িবে সংসার?
সিদ্ধার্থ! কি চাহ তুমি? যাহা চাহ তুমি
দিব আমি। হায়! এই রাজকুল প্রতি,
এই বৃদ্ধ পিতা প্রতি, প্রজাবতী প্রতি

কর দয়া, ত্যজিও না অকালে সংসার,
ভাসা'ও না শাক্যরাজ্য অকূল সাগরে।"
  কিছুক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া নীরবে
কহিলেন, রাজপুত্র—"চারি বর তবে
দেও দাসে দয়া করি; দিলে চারি বর
থাকিব সংসারে, গৃহ ছাড়িব না আর।
জরায় যৌবন-ফুল যেন না শুকায়; (১)
ব্যাধি যেন কভু নাহি পরশে আমায়; (২)
মৃত্যু যেন নাহি আসে নিকটে আমার; (৩)
পাই সে সম্পদ যাহা অক্ষয় অপার।" (৪)

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি নৃপতি বিষাদে
কহিলেন—"পুত্র! যাহা হইবার নহে,
পাইবার নহে যাহা, চাহিতেছ তুমি।
কল্প কল্পান্তর করি তপস্যা কঠোর
না পায় যোগীরা যাহা, পাইব কোথায়?"

কহিলা সিদ্ধার্থ—"তবে দেও মহারাজ!
অন্য এক বর,—আমি ত্যজিলে সংসার
হবে না কাতর তুমি; সংসারে আবার
নাহি হয় যেন পিতঃ! প্রবৃত্তি আমার।"

এত দিনে নৃপতির পড়িল খসিয়া
নয়নের আবরণ! দিব্যচক্ষে আজি
দেখিলেন পুত্ররূপী নর-নারায়ণ।
বুঝিলেন যেই শশী যুড়াতে ধরায়
হতেছে উদিত আজি, সাধ্য কিবা তাঁর
রোধিতে তাহার গতি! ক্ষুদ্র শুদ্ধোদন,
ক্ষুদ্র শাক্যরাজ্য হায়! তুলনায় তার,
সিদ্ধার্থ চাহিছে যেই রাজ্য পুণ্যময়।
মানবের মুক্তিপথে কেন শুদ্ধোদন
হইবেন এ কণ্টক এ বৃদ্ধ বয়সে?
কাতর নৃপতি তবে বিদীর্ণ-হৃদয়ে,
ছিন্ন করি মায়াপাশ, বাষ্পরুদ্ধ-স্বরে
কহিলেন—"হিতকর! মোক্ষ জগতের
ইচ্ছা তব; হও তুমি পূর্ণমনোরথ!"

প্রণমিলা পিতৃপদে পুত্র ভক্তিভরে।
সুপবিত্র পদতীর্থে পুত্রের মস্তক
প্রণত; পাদপদ্মে করপদ্মদ্বয়
কুমারের; করপদ্ম পুত্রের মস্তকে
জনকের; কুমারের চক্ষু ছল ছল,

জনকের অশ্রুধারা বহিছে ধারায়
বাতায়ন-পথে চাহি আকাশের পানে
বিভাসিত চন্দ্রকরে শান্ত-সুশীতল।
কি চিত্র মহিমাময়! ভূতলে ত্রিদিব।
কি মুহূর্ত্ত!—কিবা যোগ—কি প্রেম মহান্!
কি মুহূর্ত্ত!—কি বিয়োগ! আত্ম-বলিদান!
এ মুহূর্ত্ত, এই যোগ, এ বিয়োগ আর,—
মানবের কি অনন্ত আশা-পারাবার।
চলিলা সিদ্ধার্থ-পুত্র, পড়িলা শয্যায়
সিদ্ধার্থ-জনক বৃদ্ধ বজ্রাহত প্রায়।

---

(১০)

মহানিষ্ক্রমণ।

অতীত নিশার্দ্ধ; মহা উৎসবের শেষে
নিদ্রা যাইতেছে পুরী; নিবিতেছে ধীরে
চারিদিকে দীপমালা; যাইছে ভাসিয়া
বসন্তের নীলাকাশে ফুল্ল তারাদল
বসন্তের, বহিতেছে বসন্ত-অনিল।
কি গম্ভীর শান্তিময় মূর্ত্তি প্রকৃতির
ভাসিতেছে চারিদিকে নিস্পন্দ নীরব।

পিতার চরণে পুত্র হইয়া বিদায়
চলিলা আপন পুরে, দেখিতে দেখিতে
সেই শান্ত নীলাকাশে লেখা নিয়তির ;—
সেই নীলাকাশ মত হৃদয়-আকাশ
শান্ত, নিরমল, স্থির, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত।
দাঁড়ায়ে অলিন্দে স্থির, দেব-অবয়ব
রাখি বাতায়ন-বক্ষে, রহিলা চাহিয়া
সেই নীলাকাশ বক্ষে শান্তি অনন্তের
কিছুক্ষণ। দেখিলেন, বসি দেবগণ
নীলাকাশে নতকায় পূজিছে তাঁহায়
প্রীতিপুষ্পে ; মেলি শত তারকা-নয়ন
অপেক্ষিছে প্রীতিভরে তাঁর নিক্রমণ।
পুষ্যা নক্ষত্রের সহ মিশি সুধাকর
করিয়াছে মহাযোগ পুণ্যপ্রীতিময় ;
গাইছে অনন্ত বিশ্ব প্রীতির সঙ্গীত ,
কহিতেছে এক কণ্ঠে—"এই ত সময় !"
সুষুপ্ত ছন্দক ভৃত্যে করি জাগরিত,
কহিলা—"ছন্দক ! যাও আন ত্বরা করি
সজ্জিত করিয়া অশ্ব 'কণ্টক' আমার।
আগত সময় মম, সিদ্ধ মনোরথ !"

স্বপ্নে যেন বজ্রাঘাত হইল মস্তকে,
বিস্ময়ে ছন্দক কহে—"কহ, যুবরাজ!
কোথায় যাইবে এই নিশীথ সময়ে?"
"ছন্দক!"—সিদ্ধার্থ ধীরে কহিলা গম্ভীরে—
"আজন্ম আমার প্রাণ যেই পিপাসায়
কাতর, যুড়াতে সেই পিপাসা আমার,
যুড়াইতে মানবের, যুড়াতে আমার
জরা-মরণের দুঃখ, করিতে সাধন
জগতের শিব শান্তি, করিতে পূরণ
জীবনের স্বপ্ন, আজি ত্যজিব ভবন।"
এই বার স্বপ্নে নহে, পড়িল জাগ্রতে
ছন্দকের শিরে বজ্র, কহিল কাতরে—
"হেন নিদারুণ কথা আনিও না মুখে
যুবরাজ! এই দেহ মৃণাল-কোমল,
এই স্বর্ণকান্তি রূপ মদনমোহন,
এ কি যোগ্য তপস্যার? শিরীষকুসুম
সহিবে কি দাবানল? কর পরিত্যাগ
এই দুরাকাঙ্ক্ষা হায়, আশ্রিত আমরা,
কর রক্ষা আমাদেরে দয়াবান তুমি!"
"ছন্দক!"—সিদ্ধার্থ খেদে করিলা উত্তর—

"কে সাধে এমন পত্নী প্রেম-নির্ঝরিণী,
সদ্যোজাত প্রাণপুত্র, পিতা স্নেহময়,
মাতা প্রজাবতী মাতৃপ্রেম ভাগীরথী,
পারে ত্যজিবারে ? সাধে পারে ত্যজিবারে
ত্রিদিবপ্রতিম রাজ্য, প্রজা পুত্রোপম ?
কিন্তু পত্নী, পুত্র, পিতা, মাতা, প্রজাগণ,
অনন্ত মানব জাতি, জন্ম জন্মান্তরে
সবে জরা-মরণের দুঃখ ঘোরতর
কেমনে সহিব বল ? নাহি অন্বেষিয়া
নরের উদ্ধার-পথ, পুড়িব স্বজন
জ্বালি বিলাসের বহ্নি—এ ত নহে প্রেম ?
প্রেম শিব, প্রেম শান্তি, প্রেম নিরবাণ।
না,—ছন্দক! ত্যজি গৃহ যাব তপস্যায়।"
ছন্দক কহিল—"প্রভু! এক নিবেদন,—
মানব তপস্যা করে জন্ম জন্মান্তরে
যে সুখ সম্পত্তি তরে, পেয়েছ সকল
বিনা তপস্যায় তুমি। এ রাজ্য সুন্দর
লোকপূর্ণ, রত্নপূর্ণ ; পুর মনোহর ;
ফলে পুষ্পে সুশোভিত, বিহগ-কুজিত,
জলজ-কুসুম-পূর্ণ-সরসী ভূষিত

প্রমোদ উদ্যান তব ; কৈলাস প্রতিম
অট্টালিকা মনোহর ; চারু অন্তঃপুর
রতন-কিঙ্কিণী জালে তরঙ্গে শোভিত,
সঙ্গীতে সুন্দরীবৃন্দে,—বিলাসে পূরিত।
রাজপুত্র—রাজা তুমি, প্রথম যৌবন,
তরুণ কোমল দেহ, শশাঙ্ক বদনে
শোভিছে ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তল।
এখনও অপূর্ণ ভোগ-কামনা তোমার।
অমর-পতির মত এ অমরাবতী
কর ভোগ, কর ভোগ-কামনা পূরণ।
মধ্য অঙ্কে অভিনয় করিও না শেষ
এইরূপে, রঙ্গভূমি করিয়া শ্মশান।
যৌবনান্তে, সম্ভোগান্তে করিও সন্ন্যাস
নিষ্কণ্টকে, কেহ নাহি করিবে বারণ।
হও ক্ষান্ত এইক্ষণ, রক্ষ পৌরজন।”
“ছন্দক, ছন্দক!”—যুবা কহিলা উচ্ছ্বাসে—
“অসার সম্ভোগ-সুখ অনিত্য অধ্রুব;
চঞ্চল চঞ্চলা মত, রিক্তমুষ্টি সম
অসার, অস্থায়ী জল-বুদ্বুদের মত,
দুর্ভোগ্য স্বপনসম, দুস্পৃশ্য সফণ

সর্প-মস্তকের মত পূর্ণ মহাবিষে।
কে বল কখন কাম্য বস্তু উপভোগে
—কামিনী, কাঞ্চনে, রাজ্যে—তৃপ্তি কামনার
পাইয়াছে এ জগতে? হায়! এ সম্ভোগ,
মৃগ-তৃষ্ণিকার মত বাড়ায় পিপাসা,
অতৃপ্ত-কামনানলে দহে নিরবধি।
কোন্ কাম্যবস্তু নাহি করিয়াছি ভোগ—
সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য! কোন্ ভোগ-পুষ্পে
প্রমত্ত মধুপ মত করিনি চয়ন
ইন্দ্রিয়ের সুখমধু! কই তৃপ্তি কোথা?
মত্ত তিমিরের মত সম্ভোগ-সাগরে
কি ক্রীড়া না করিলাম হায়! এত দিন?
কই তৃপ্তি কোথা? ভোগ-পুষ্পে পুষ্পে
মত্ত মধুকরমত ঘুরিয়া ঘুরিয়া
অতৃপ্ত কামনানলে মরিতে পুড়িয়া
আসিনু কি ধরাতলে? মানব-জীবনে
নাহি শান্তি? নাহি সুখ? মানব-জীবন
কেবল কি মরীচিকা ভোগ-কামনার?
না, ছন্দক!—আছে শান্তি, আছে নিত্য সুখ,
ভোগ-দাবানল হতে হইতে উদ্ধার,

জন্ম-জরা-মরণের দুঃখ-পারাবার
হইতে উত্তীর্ণ হায়! আছে মুক্তি-পথ।
খুঁজিব সে মুক্তি-পথ, খুঁজিব **নির্ব্বাণ**
এই দাবাগ্নির ; ধরা করিব শীতল।
আন অশ্ব! হও তুমি সহায় আমার।
উড়িবে যে পাখী ওই অনন্ত আকাশে,
সোণার পিঞ্জরে তার, সোণার শৃঙ্খলে
মিটিবে কি সাধ? দ্বার কর অনর্গল,
অনন্ত আকাশে আমি যাইব উড়িয়া।"
ছন্দক কাঁদিয়া কহে—"হায়! দেব! তবে
নিশ্চয় কি এ সংসার শোকে ডুবাইয়া
যাইবে ছাড়িয়া তুমি?" "নিশ্চয় ছন্দক!"—
উত্তরিল দৃঢ়কণ্ঠে কুমার—"নিশ্চয়!
সুমেরুর মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার।
মস্তক উপরে বজ্র, তপ্ত লৌহ পথে
প্রজ্বলিত শৈলশৃঙ্গ হয় নিপতিত,
তথাপি প্রতিজ্ঞা নাহি করিব লঙ্ঘন।
শত পত্নী, শত পুত্র, শত মাতা পিতা,
দাঁড়ায় সম্মুখে যদি, শত মায়া-বলে
করে অবরুদ্ধ পথ, ছন্দক! প্লাবিত

করে নয়নের জলে, পূর্ণ হাহাকারে,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম পালিব নিশ্চয়।"
আর না, আনিতে অশ্ব চলিল ছন্দক।
পশিলা সিদ্ধার্থ গৃহে জনমের মত
দেখিতে গোপার, নব প্রসূনের, মুখ।
সূতিকা-আগারে ধীরে করিয়া প্রবেশ
দেখিলা জ্বলিছে মৃদু মন্দ দীপাবলী
মৃদু আলোকিয়া কক্ষ! কুসুম-শয্যায়
আলুলায়িত কুন্তলা, স্খলিত-বসনা,
নিদ্রা যাইতেছে গোপা, বক্ষে সদ্য শিশু,
—সোণার প্রতিমা বক্ষে সোণার কুসুম—
লইয়া আদরে যেন;—জিনি দীপদাম
করিয়াছে আলোকিত গৃহ দুই জন।
এ বার সিদ্ধার্থ-বক্ষ কাঁপিল না আর,
কেবল দুইটী বিন্দু অশ্রু দুনয়নে
আসিল, ভাসিল, ধীরে,—মায়ার চরণে
সিদ্ধার্থের সুশীতল শেষ উপহার।
দাঁড়াইয়া দ্বারে, শির রাখিয়া প্রাচীরে
অবসন্ন, দেহ স্থির, অবরুদ্ধ শ্বাস;
চাহিয়া চাহিয়া পত্নী পুত্র-মুখ পানে

হইলেন ধ্যান মগ্ন! শুনিলেন কর্ণে
জরা-ব্যাধি-ব্যথিতের ঘোর হাহাকার।
ঘোর দুঃখপূর্ণ ধরা,—কত নর নারী,
কত গোপা, কত শিশু, ব্যাপি ভবিষ্যত
পুড়িতেছে দুঃখানলে, দেখিলা নয়নে।
হ'ল মায়া অন্তর্হিত, অশ্রু নয়নের
শুকাইল দুনয়নে! যুবা আত্মহারা
আসিলেন গৃহ-দ্বারে যথায় ছন্দক
সজ্জিত 'কণ্টক' সহ, চিত্রিত উভয়
ছিল দাঁড়াইয়া শোকে নীরব নিশ্চল।
"কণ্টক! কণ্টক!"—অশ্বে ডাকিয়া আদরে,
উঠিলেন এক লম্ফে সিদ্ধার্থ আকুল,—
শ্বেত মেঘ-পৃষ্ঠে যেন শোভিল শশাঙ্ক
শরতের নিরমল! গ্রীবা বাঁকাইয়া
সুজাত সুশুভ্র অশ্ব বেগে বায়ুগামী
প্রভুর আদরে গর্ব্বে নাচিয়া নাচিয়া
চলিল কোমল পদে ইঙ্গিতে নীরবে।

---

(১১)

নবীন সন্ন্যাসী।

গভীর নিশীথ এবে মহা প্রস্বাপনে
নিমজ্জিতা মহাপুরী। মহা উৎসবের
অবসাদে নিদ্রাগত পুরবাসিগণ,
নিদ্রাগত দৌবারিক দুয়ারে দুয়ারে।
ভাবে নাই স্বপনেও উৎসব নিশীথে
নির্ম্মম হৃদয়ে সদ্যঃপ্রসূত প্রসূতি
হায় রে! যাইবে ছাড়ি এরূপে কুমার।
এই মহাপুরে বৃদ্ধ নৃপতি কেবল
জাগিতেছে শোকে অর্দ্ধ-জাগ্রত-মূর্চ্ছিত,
ভাসিতেছে অনিবার নয়নের জলে।
কোমল চরণক্ষেপে নীরবে গম্ভীরে
চলিয়াছে ধীরে অশ্ব, চলিয়াছে ধীরে
ছন্দক পশ্চাতে শোকে গম্ভীর নীরব,
বহিতেছে অশ্রুধারা বক্ষে দর দর।
পূর্ণচন্দ্র-প্রভ অশ্বে, পূর্ণচন্দ্র শত
জিনি' রূপে অশ্বারোহী বসিয়া নীরবে—
নাহি খেদ, নাহি দৈন্য, নাহি শঙ্কা ভয়,
নাহি মায়া মমতার রেখা মাত্র মুখে।

প্রফুল্ল প্রসন্ন মুখ, হৃদয়-গগন
নৈশ গগনের মত শান্ত সমুজ্জ্বল।
দেখিল ছন্দক যেন অগ্রে কুমারের
চলিয়াছে দেবগণ পুষ্প বরষিয়া,
বাজাইয়া দেববাদ্য, আনন্দ সঙ্গীতে
পরিপূর্ণ করি নৈশ ভূতল গগন।
শুনিল ছন্দক যেন পশ্চাতে কাতরে
মূর্ত্তিমতী শাক্যলক্ষ্মী বিমুক্ত-কবরী
কাঁদিছে বিবশা শোকে, কাঁদিতেছে পুরী।
অতিক্রমি পুরী রাজপুত্র মুহূর্ত্তেক
দেখিলেন রাজপুরী। নীরবে গগনে
উঠিতেছে শশধর, রজত-সলিলে
প্লাবিত করিয়া ধরা, শাক্য-রাজপুরী।
"যুবরাজ! যুবরাজ!" বাষ্পরুদ্ধ স্বরে
কাঁদিয়া ছন্দক উচ্চে কহিল কাতরে—
"শৈশবের মাতৃকোল, খেলার প্রাঙ্গণ
কৈশোরের, যৌবনের চারু রঙ্গভূমি,
বৃদ্ধ পিতা, বৃদ্ধ মাতা, প্রেমের প্রতিমা
গোপা শাক্যকুলশোভা, সদ্যোজাত শিশু,
ভাসাইয়া, ডুবাইয়া, শোকের সাগরে

কোথায় চলিলে হায়! দেখ রাজপুরী
নিরমল জ্যোৎস্নার শ্বেত শুভ্র বাসে
কাঁদিতেছে হায়! নব বিধবার মত।”
কুমার প্রফুল্লমুখে কহিলা—“ছন্দক!
এ কি ভ্রম তব! দেখ দেবদেবীগণ
বরষি ত্রিদিব-পুষ্পে অমল ধবল,
পুষ্পাবৃত, পবিত্রিত, করিয়াছে পুরী।
মানব মঙ্গল গীত গাইছেন সবে
আনন্দে আকাশে বসি; পূজিছেন সবে
বসাইয়া পদ্মাসনে বৃদ্ধ পিতা মাতা,
প্রজাবতী, গোপা, নব-প্রসূত নন্দন।”
আবার আনন্দে অশ্ব চলিল নাচিয়া
নবোদিত চন্দ্রালোকে। চলিতে চলিতে
অতিক্রমি রাজ্যসীমা, অতিক্রমি ক্রমে
ক্রোড্যদেশ, মল্লদেশ, রজনী প্রভাতে
প্রবেশিল বেণুবনে অনামার তীরে।
অবতরি ভূমিতলে কহিলা কুমার—
“ছন্দক। এ অশ্ব মম, এই আভরণ,
ল’য়ে ফিরে যাও গৃহে।” খুলি আভরণ
একে একে ছন্দকেরে করিলা অর্পণ;

কাঁদিয়া উঠিল ভৃত্য করি হাহাকার।
কত অনুনয়, কত করিয়া বিনয়,
বিলাপি কহিল শোকে—"হায়! প্রভু! আমি
হইয়াছি শক্তিহীন—নাহি শক্তি মম।
নাহি বল মম, আমি হয়েছি দুর্ব্বল।
হায়! বৃদ্ধ নরপতি, বৃদ্ধা প্রজাবতী,
শোকে উন্মাদিনী গোপা জিজ্ঞাসিবে যবে—
'কোথা গিয়েছিলি লয়ে তুই গুণধরে?
আইলি রাখিয়া কোথা?' কি কহিব আমি?
সে বিশাল রাজপুরে সমুদ্র-কল্লোলে
উঠিবেক হাহাকার যবে এ সংবাদে,
কি কহিয়া নিবারিব সেই শোকোচ্ছ্বাস?
সে মহাশ্মশানে আমি যাইব কেমনে?
দয়া কর দাসে, তারে নেও সঙ্গে তব,—
ছন্দক এমন প্রভু কোথা পাবে আর?"
কুমার কহিলা—"ভাই! তুমি এইরূপে
হইবে কি বিঘ্ন মম উদ্ধারের পথে?
যেই সংসারের মায়া করি উৎপাটিত
আসিয়াছি এত দূর, আবার কি তুমি
এরূপে সে মায়াবীজ করিবে রোপণ?

হও শান্ত, হইও না কাতর অধীর,
ছন্দক! কপিলপুরে যাও ত্বরা করি
অশ্ব আভরণ সহ। জনক জননী
শোক-সন্তাপেতে দগ্ধ, করিও সান্ত্বনা।
কহিও—'কুমার তরে করিও না শোক।
আসিবে কুমার ফিরি লভি পূর্ণ-জ্ঞান,
লভিয়া নির্ব্বাণ, শুনি ধর্ম্ম সুশীতল
হবে শান্ত চিত্ত, পাবে সুখ নিরমল।'
কাটিয়া ভ্রমর-কৃষ্ণ দীর্ঘ কেশজাল
নিজ খড়্গে তীক্ষ্ণধার, করি বিনিময়
ব্যাধের সহিত নিজ কৌষিক বসন
বহুমূল্য, শতচ্ছিদ্র কাবায় ব্যাধের
ম্লান জীর্ণ পরিলেন তিন খণ্ড করি।
নবীন সন্ন্যাসী-বেশ দেখিয়া প্রভুর
কাঁদিতে লাগিল ভৃত্য, কাঁদিল 'কণ্টক'
নীরবে নয়নধারি করি বরিষণ।
গ্রীবা আলিঙ্গিয়া তার কহিলা কুমার—
"কণ্টক! প্রভুর কার্য্য সাধিয়া যেরূপ
হইলে সিদ্ধার্থ তুমি, প্রভু তব যেন
এরূপে আপন কার্য্য করিয়া সাধন

তাঁহার সিদ্ধার্থ নাম করেন সফল।
যাও বৎস! যাও ঘরে, বিদায় ছন্দক!"
কাঁদিতে কাঁদিতে ভৃত্য, অশ্ব পুণ্যবান্
ফিরিল; উভয়ে শোকে ফিরিয়া ফিরিয়া
যতক্ষণ গেল দেখা সতৃষ্ণ-নয়নে
নবীন সন্ন্যাসীরূপ করিল দর্শন।
অদৃশ্য হইলে প্রভু, পড়িয়া ভূতলে
কণ্টক ত্যজিল প্রভুবিরহে জীবন।

---

(১২)

যৌবনে যোগিনী।

ধীরে মহানিশি হতেছে প্রভাত
কপিল নগরে ধীরে,
প্রস্বাপন ছায়া যাইছে সরিয়া,—
ভাসি গোপা অশ্রুনীরে
কি করুণকণ্ঠে উঠিল কাঁদিয়া—
"কোথা যাও প্রাণনাথ!"
সহচরীগণ উঠিল জাগিয়া,—
এ কি কণ্ঠ অকস্মাৎ।

আবার আবার কাঁদিতেছে গোপা—
"কোথা যাও প্রাণনাথ!"
সখীদের প্রাণ উঠিল কাঁপিয়া,—
কক্ষে যেন বজ্রপাত।
ছুটিল গোপার শয়নের কক্ষে—
শাক্য-বধূ নিদ্রাগতা,
হৃদয়েতে শিশু, শোভিতেছে যেন
পুষ্পিতা স্বর্ণলতা।
নয়নের জলে ভাসে মুখ বুক,
বুকের শিশুটি আর,
বরিষার জলে ভাসিছে যূথিকা
সকোরক সুকুমার।
যত ডাকে সখী, তত কাঁদে গোপা—
"কোথা যাও প্রাণনাথ!"
ততই চাপিয়া শিশুটি হৃদয়ে
করে গোপা অশ্রুপাত।
কি শোক-স্বপন! জাগাইল সখী
মুখে বুকে দিয়া হাত।
নয়ন মেলিয়া কহে গোপা কাঁদি—
"প্রাণনাথ? প্রাণনাথ!"

"কোথায় কুমার ?"—জিজ্ঞাসে সখীরা,
গোপা কহে—"প্রাণনাথ ?"
"কোথায় কুমার ?"—মহাকোলাহল,
হ'লো শিরে বজ্রাঘাত।
"কোথায় কুমার ?"—মহাকোলাহল
উঠিল শয়ন-ঘরে,
"কোথায় কুমার ?"—মহাকোলাহল
উঠিল কপিলপুরে।
"কোথায় কুমার ?"—উষার কাকলী
তুলিল বিষাদধ্বনি ;
"কোথায় কুমার ?"—প্রভাত-সমীর
জিজ্ঞাসিছে স্বনি' স্বনি'।
"কোথায় কুমার ?"—জননী গৌতমী
ভূতলে মূৰ্চ্ছিতা পড়ি ;
"কোথায় কুমার ?"—ছুটে পদাতিক,
অশ্বারোহী অশ্বে চড়ি।
খোঁজে ঘরে ঘরে, নগরে নগরে,
খোঁজে বন উপবন,
শেখরে, গহ্বরে, প্রাচীরে, প্রান্তরে,—
নিশান্তে এ কি স্বপন !

"কোথায় কুমার ?"—চিহ্ন নাহি তার,
গেল দিবারাত্রি চলি ;
বিষাদের দিবা, রাত্রি বিষাদের,
কিছু ত গেল না বলি।
"কোথায় কুমার ?"—আসিল ছন্দক,
উঠিল কি হাহাকার ?
"কুমার সন্ন্যাসী"—অশ্রু-স্রোতে বহি
ছুটিল এ সমাচার।
সপ্ত দিবানিশি শাক্য-রাজ্যে কেহ
ছুঁইল না অন্ন জল,
সপ্ত দিবানিশি প্লাবি শাক্যরাজ্য
হাহাকার অশ্রু-জল।
সপ্ত দিবানিশি মাতা প্রজাবতী
মূর্চ্ছিতা ধরাশায়িতা ;
সপ্ত দিবানিশি গোপা অভাগিনী
মূর্চ্ছিতা ধূলি-লুণ্ঠিতা।
সপ্ত দিবানিশি বৃদ্ধ নরপতি
নীরব নিশ্চল স্থির ;
নিদ্রিত জাগ্রত কেহ নাহি জানে,
নেত্রে নাহি বিন্দু নীর।

উন্মাদিনী মত বিবশা মহিষী
আসি কহে—"হায়, নাথ!
"সিদ্ধার্থ এরূপে আমাদের বুকে
"করিল কি বজ্রাঘাত!
"দিদি মায়াদেবী বড় ভাগ্যবতী,
"গিয়াছেন আগে চ'লে;
"আমি পাপীয়সী রহিলাম হায়!
"পুড়িতে এ বজ্রানলে।
"বৃদ্ধ দুই জনে ফেলি এইরূপে
"পুত্র যদি গেল চলি,
"যাইব আমরা পশ্চাতে তাহার
"সংসার চরণে দলি।
"যে পথে সে গেছে যাব সেই পথে,
"রব সে যেখানে রবে;
"ছায়ার মতন রব সঙ্গে তার,
"পরাণ শীতল হবে।"
বাষ্পাকুল-কণ্ঠে বিষাদ গম্ভীর
কহে নরপতি খেদে—
"হায়! রাণি, নর-নির্ব্বন্ধের স্রোত
"কে পারে রাখিতে বেঁধে?

"বাঁধিতে সে স্রোত কি দৃঢ় বন্ধন
"না বাঁধিনু দুই জন!—
"এই শাক্য রাজ্য, প্রমোদ প্রাসাদ,
"গোপা নারীরত্নোত্তম।
"সংসার-বন্ধনে দৃঢ়তম যাহা—
"অপত্য স্নেহের হার,
"তাতে ও ত শেষে বাঁধিনু মহিষি!
"বাকি কি আছিল আর?
"এ বন্ধনরাশি, সমষ্টি তৃণের,
"নিল উড়াইয়া বলে
"নির্ব্বন্ধের স্রোত; গিয়াছে ভাসিয়া
"সিদ্ধার্থ সে স্রোতোজলে।
"যে দিন শুনিনু মায়াদেবী মুখে
"অপূর্ব্ব গর্ভ-স্বপন,
"জানিনু সে দিন সিদ্ধার্থ আমার
"নহে পুত্র কদাচন।
"যে দিন দেখিনু দেহে কুমারের
"অপূর্ব্ব দেবলক্ষণ,
"জানিনু সে দিন সিদ্ধার্থ আমার
"নহে পুত্র কদাচন।

"যে দিন শুনিনু বৃদ্ধ ঋষিমুখে
"পুত্রের ভাবী জীবন,
"বুঝিনু সে দিন সিদ্ধার্থ আমার
"নহে পুত্র কদাচন।
"যে দিন দেখিনু শিশু বৃক্ষমূলে
"মহাধ্যানে অচেতন,
"বুঝিনু সে দিন সিদ্ধার্থ আমার
"নহে পুত্র কদাচন।
"যে দিন শুনিনু সিদ্ধার্থ ফিরিল
"দেখি জরা, ব্যাধি, শব,
"সে দিন বুঝিনু সিদ্ধার্থ নিশ্চয়
"মম পুত্র অসম্ভব।
"বুঝি নারায়ণ পতিতপাবন,
"আমি পতিতের ঘরে
"জনমিলা পুনঃ এই নররূপে ;
"নরের উদ্ধার তরে।
"মায়াদেবী বুঝি দৈবকী তাহার,
"যশোদা জননী তুমি,
"কপিলনগর হইবে এবার
"নব বৃন্দাবন-ভূমি।

"জীব-দুঃখে, দেবি! লইল মস্তকে
"যে পুত্র এ দুঃখ-ভার,
"বৃদ্ধ পিতা মাতা ভাসাইতে দুঃখে
"কাঁদিল না প্রাণ তার?
"কাঁদে যার প্রাণ দেখিলে কীটের(ও)
"বিন্দু মাত্র রক্তপাত;
"পিতা, মাতা, পত্নী সদ্য-শিশু শিরে
"সে কি করে বজ্রাঘাত?
"না না, কুমারের অচিন্ত্য নিয়তি
"নিয়াছে অচিন্ত্য পথে;
"নিষ্ফল এ শোক, গিয়াছে কুমার
"নরের উদ্ধার-ব্রতে।
"কি সাধ্য আমরা হীন ক্ষুদ্র জীব
"যাব দেবপথে তার!
"কি সাধ্য পতঙ্গ করিবে লঙ্ঘন
"হেন মহা পারাবার?
"কেবল ধর্ম্মেতে পতিত তাহাকে
"করিব, হইব আর।
"সন্ন্যাসীর প্রিয়ে! জান না কি নাহি
"পিতা মাতা পরিবার।"

"চল তবে নাথ!"—কহে কাঁদি মাতা—
"চল যাই কোন বনে।
"এ গৃহ-শ্মশানে থাকিব না আর
"পুড়ি এই হুতাশনে।
"নয়নের মণি হারায়েছি আমি,
"নয়নে না দেখি আর।
"শ্রবণের শক্তি গিয়াছে আমার
"শুনি শুধু হাহাকার!
"হাহাকার প্রাণে মরীচিকা মত
"উঠিতেছে অনিবার।
"প্রাণে নাহি প্রাণ হৃদয়ে হৃদয়
"আমাতে এ আমি আর।
"কেমনে বহিব জীবন-বিহীন
হায়! এই দেহভার?
"গৃহের আলোক, প্রাণের আলোক,
নিবেছে হায়! আমার।"
কহে নরপতি ধীরে শোকাতুর—
"আছে বল কোন বন,
"গেলে যেই বনে এ দারুণ জ্বালা
"হবে রাণি! নির্ব্বাপন।

"আপন নিয়তি পালিতে কুমার
"গিয়াছে, আসিবে ফিরে।
"আমরাও চল পালি আমাদের
"নিয়তি আনতশিরে।
"পায় যদি পুত্র নরের উদ্ধার
"সাধন করিতে পথ,
"আসিবে অবশ্য করিতে উদ্ধার
"আমাদেরে, পালি ব্রত।
"সেই আশাপথ চাহিয়া চা
"থাকি চল দুই জন।
"সিদ্ধার্থ আমার হইবে সিদ্ধার্থ,—
"পুত্র নর-নারায়ণ!
"যেই সিংহাসনে বসিবে কুমার,
"তুচ্ছ শাক্য-সিংহাসন;
"তার তুলনায়, তুচ্ছ ধরা-রাজ্য .—
"পুত্র নর-নারায়ণ!
"হায়! কি দেখিবে সেই পুণ্যাসন
"এই বৃদ্ধ দুই জন?
"সেই পুণ্য রাজ্যে পিতা মাতা তোর
"পাবে স্থান ক্ষুদ্রতম?

"জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ হইতে
"সিদ্ধার্থ! যদি নিষ্কৃতি
"লভে নর-নারী; তোর পিতা মাতা
"পাবে না কি তোর প্রীতি?"
নৃপতির দর-দর বিগলিত
বহিল নয়ন-বারি;
রহিলা নীরবে চাহি শূন্যপানে;
করে অশ্রু অপসারি
কহিলা—"গৌতমি! যাও ত্বরা করি
যথায় ধূলায় পড়ি
"সোণার প্রতিমা পুত্রবধূ গোপা
"যাইতেছে গড়াগড়ি!"
সপ্ত দিবানিশি, দিনে কত দিন!
নিশিতে কতই নিশি!—
শোকে অচেতনা দীনা হীনা গোপা
ধরায় অধীরা মিশি।
কেবল হৃদয়ে হৃদয়-প্রসূন,
রেখেছে চাপিয়া বলে,
পতির সে প্রিয় বসন ভূষণ
প্রক্ষালি নয়নজলে।

শোকের ঝটিকা বহিয়া বহিয়া
ডুবায়ে ভাসায় তরী,
কর্ণধার-হীনা, বিস্মৃতি-সাগরে,
এবে শান্ত বেগ ধরি
বহিতেছে, গোপা উঠি ধীরে ধীরে
রত্নময় বেদি'পরে
পতির প্রেরিত বসন মুকুট
স্থাপিলা ভকতি-ভরে।
খুলি আপনার বসন ভূষণ,
কাটিয়া অলক-দাম,
যৌবনে যোগিনী সাজিয়া করিলা
বেদি-পদমূলে দান।
কাটিতে কবরী কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে
গৌতমী ধরিয়া করে
কহিলেন—"মা গো! দেখি এই রূপ
"কেমনে রহিব ঘরে?
"পুত্র গেছে চলি, আছে পুত্রবধূ—
"তুইও যোগিনী হবি?
"বৃদ্ধ দুটি প্রাণ রাখিবে কেমনে
"দেখি এ বিষাদ-ছবি?

"তুই পুত্র এবে, পুত্রবধূ তুই,
"একই সান্ত্বনা-ছায়া,
"থাক তুই বুকে, মা গো! বাঁচাইয়া
"প্রাণশূন্ত দুই কায়া।"
শান্ত বিষাদের মুরতি গম্ভীরা
কহে গোপা ভগ্নস্বরে—
"থাকিবে মা! গোপা, রবে চিরদিন
"তোমাদের স্নেহাগারে।
"সহকার-ভ্রষ্ট বল্লরীর মত
"রবে এই বেদি-মূলে,
"তোমাদের পদ পুণ্যছায়া-তলে,
"স্নেহ-গঙ্গা-উপকূলে।
"জীব দুঃখে মা গো! এরূপে কাতর
"কাঁদে যার পতিপ্রাণ;
"এই রাজ্য-সুখ ত্যজে যে করিতে
"জীব-দুঃখ-নিরবাণ;—
"সে কি মা! মানব? মানবীর স্বামী?
সে যে মানবের গতি!
পিতা দেব-পিতা, তুমি দেব-মাতা,
গোপার মা দেব-পতি।

হেন দেব-পতি সন্ন্যাসী ভিখারী,
সহধর্ম্মিণীর তাঁর
সেই ধর্ম্ম বিনা, সেই বেশ বিনা,
কি আছে বল মা ! আর।
বনে বনে কিবা কঠোর সন্ন্যাস
সাধিবেন মম স্বামী !
বিলাস-ভবনে এই বেদি-মূলে
সাধিব সন্ন্যাস আমি।
তিনি নারায়ণ, তাঁহার সন্ন্যাস
উদ্ধার করিতে নরে,
আমি ক্ষুদ্র নারী, আমার সন্ন্যাস
তাঁহার চরণ তরে।
পূজি এই বেদি, পূজি তোমাদের
চরণ ত্রিদিব মম,
সাধিব সন্ন্যাস ; আশীর্ব্বাদ কর
হয় ব্রত উদ্‌যাপন।

---

(১৩)

প্রব্রজ্যা।

সিদ্ধার্থ একক,—ঊর্দ্ধে নীরব আকাশ
বসন্তের নীরোপম সুনীল বিস্তৃত ;
নিম্নে হিমালয়সুতা নির্ম্মল-সলিলা
অনোমা সুনীলা ধারা নীরবে বাহিতা।
নীরব আম্রকাননে অনোমার কূলে
সিদ্ধার্থ একক ;—দাসদাসী অনুচর
ছিল শত সংখ্যাতীত বেষ্টিয়া যাহারে,—
নক্ষত্রে বেষ্টিয়া শশী ; ছিল অট্টালিকা
সুখ-সম্ভোগে পূরিত ;—আজি সে একক !
রাজপুত্র, যুবা, দেহ শিরীষ-কুসুম।
সুকুমার সুকোমল, অভাব-উত্তাপ
করে নাই যেই অঙ্গ পরশ কখন
আজি সে একক এই বিপুল সংসারে,
অনন্ত আকাশতলে, আশ্রয়বিহীন।
সুচিকুরে সুবাসিত সজ্জিত মস্তক
এবে কেশহীন ; রত্ন কারুকার্য্যময়
বসণ ভূষণ চারু শোভিত যে দেহে
এবে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড কর্কশ মলিন।

হায়! রাজপুত্র এই ভিখারীর বেশে
কোথা যাবে, কোন্ পথে, যাইবে কেমনে?
মানবের অন্নদাতা মাগিবে কেমনে
অন্ন-জল; অন্ন-জল কে দিবে তাহারে?
কিছুক্ষণ বসি যুবা আম্রবৃক্ষমূলে
অনোমার উপকূলে উষার আলোকে,
চাহিয়া প্রশান্ত মুখে নব বসন্তের
নব দিবসের চারু নয়ন-উন্মেষ,
ভাবিলেন;—দেখিলেন অতীতের পটে
সুখের কৈশোর, ক্রীড়া নব যৌবনের,—
পুরব গগনে ক্রীড়া নব দিবসের;
উষাস্বরূপিণী গোপা; অঙ্কেতে তাহার
শিশুর সে সদ্য মুখ, উষার কুসুম
সদ্য সিক্ত নিরমল; প্রভাত আকাশ;
জনকের জননীর পবিত্র হৃদয়
স্নেহ-নীলামৃতে ভরা অনন্ত অসীম।
নয়ন হইল সিক্ত, হইল হৃদয়
সিক্ত উচ্ছ্বাসের শান্ত করুণ প্রবাহে।
ধীরে ধীরে অতীতের পট মনোহর
হইল অন্তর; ধীরে হইলে অন্তর

উষার মাধুরী শোভা, দেখিল যুবক।
নবরবিকর-দীপ্ত আকাশের মত
অনিশ্চিত ভবিষ্যত অনন্ত বিস্তৃত,
পথহীন, ছায়াহীন, মরুভূমি মত ;—
এই মহা মরুভূমে সিদ্ধার্থ একক !
দেখিলা মরুর প্রান্তে সিদ্ধার্থ কেবল
চারু উপবন এক ; শীতল ছায়ায়
শান্ত সরোবর তীরে জরাব্যাধিহীন
অনন্ত মানব শান্তি লভিছে নির্ম্মল।
ও কি মরীচিকা ? হায় ! অতিক্রমি মরু
কোন্ পথে, কত দিনে, যাইবে কেমনে
সিদ্ধার্থ সে উপবনে ? ছুটিল যুবক
চাহি উপবন পানে প্রফুল্ল বদনে
বেগে কারামুক্ত বন-বিহঙ্গের মত।
পূরবদক্ষিণ-মুখে নবীন সন্ন্যাসী
চলিলেন, নাহি জ্ঞান কোথায়, কেমনে।
পদে পদে পদতল রক্ত-শতদল
হইতেছে ক্ষত তৃণে, মৃত্তিকায় দৃঢ়,
নাহি জ্ঞান ; বহিতেছে স্বেদ দরদর।
পথে শাকী, পদ্মা, ঋষি রৈবত-আশ্রমে

লইয়া আশ্রয় ক্রমে "বৈশালী" নগরে
হইলেন উপনীত নবীন সন্ন্যাসী।
আরাড়কালাম ঋষি শিষ্যগণে ডাকি
কহিলেন—"দেখ! দেখ! অপরূপ রূপ!
কি আকৃতি মনোহর মনোমুগ্ধকর!"
তিন শত শিষ্য সুখে বেষ্টি ঋষিবরে
করিতেছে অধ্যয়ন। প্রণমি চরণে
সিদ্ধার্থ শিষ্যত্ব তাঁর করিলা গ্রহণ।
সমগ্র দর্শন-শাস্ত্র করি সমাপন
দেখিলা সিদ্ধার্থ, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি
নির্ব্বাণের পথ নাহি সাধ্য দর্শনের
করে প্রদর্শন। ছাড়ি বৈশালী সুন্দরী
অতিক্রমি ভাগীরথী নিরাশ-হৃদয়ে
পশিলেন "রাজ-গৃহে" পুরী মগধের।
সৌন্দর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, শৌর্য্যে ভারতে অতুল
রাজগৃহ, সুসজ্জিত রাজগৃহ সম
মনোহর শোভাময়! দক্ষিণ সীমায়
নীলাকাশে তুলি নীল বপু শিলাময়
শোভে পঞ্চ শৈল, পঞ্চ-প্রহরী ভীষণ,
বেষ্টি চক্রাকারে সেই গিরিব্রজপুর

জরাসন্ধ নৃপতির খ্যাত রাজধানী,—
দ্বাপরে ভারত-বক্ষ কৃষ্ণছায়া যার
করেছিল সমাচ্ছন্ন সবজ্র-জলদ।
শৈলসুতা সরস্বতী চারু নির্ঝরিণী,
বহি বহু নির্ঝরের সুধা সুশীতল,
বহিতেছে তর তর শৈল-পাদ-মূলে
ভক্তি যথা দেবপাদমূলে প্রবাহিতা।
দেখিলেন শাক্যসিংহ রহিয়াছে পড়ি
ভগ্নশেষ রাজপুর, যথা ভস্মরাশি
শ্মশানে কঙ্কালসহ; রহিয়াছে পড়ি
সেই মহারঙ্গভূমি; মৃত্তিকা মসৃণ
সে মহাক্ষেত্রের; আর রহিয়াছে পড়ি
শৃঙ্গবাহী সে প্রাচীর, কারাগারে যার
অশীতি নৃপতি ছিল রুদ্ধ পরাক্রমে।
আরোহি পাণ্ডব শৈল দেখিলা কুমার
খুলিয়া প্রকৃতি দেবী কি শোভা-ভাণ্ডার
রেখেছেন চারিদিকে ললিত ভৈরব!
ভীষণ গগনস্পর্শী শৈল-ছায়া-তলে
এক দিকে রাজগৃহ পুষ্পোদ্যান সম
শোভিতেছে নিরুপম;—ক্ষুদ্র পুষ্প-বৃক্ষ,

বিশাল বিটপিচয়, বসন্তে পুষ্পিত,
সংখ্যাতীত রাজবর্ত্ম বঙ্কিম সরল
সুপ্রশস্ত ছায়ান্বিত, চারু ক্ষুদ্র পথ
উদ্যানের, সুরঞ্জিত চারু হর্ম্ম্য
নানাবর্ণ অবয়বে শোভিতেছে যেন
বিচিত্র কুসুমচয়, শোভিছে দীর্ঘিকা
উদ্যানের অঙ্কে অঙ্কে, শ্যাম মনোহর,
মরকত বিমণ্ডিত আরশীর মত।
চারি দিকে যত দূর যাইতেছে দেখা
শ্যাম সমতল ক্ষেত্র, চারু আচ্ছাদিত
বসন্তের নীলাকাশে মহা চক্রাকারে।
স্থানে স্থানে আম্রবন শোভিছে সুন্দর,
শোভিছে সুন্দর স্থানে স্থানে গ্রামাবলি,—
শ্যামল সাগরে শ্বেত শ্যাম দ্বীপপুঞ্জ
ক্ষুদ্র মনোহর। ফেণপুঞ্জ শ্যামার্ণবে
স্থানে স্থানে পালে পালে শোভিছে গোপাল।
বসন্তের নীলাকাশে ছায়াপথ মত
শোভিতেছে পুণ্যস্রোত নদ "পঞ্চানন"
দক্ষিণে শ্যামল ক্ষেত্রে ঘুরিয়া ফিরিয়া,
লুকাইয়া, প্রকাশিয়া; উত্তরে দক্ষিণে

শোভিতেছে শৈলদ্বয়, উভয় একক
প্রাচীন কৃষ্ণাভ উচ্চ দেবালয় মত।
অস্তমিত দিনমণি; দেখিলা কুমার
নীরব, নির্জ্জন, স্থির, শান্ত-প্রকৃতির
শ্যাম বক্ষে সন্ধ্যা ধীরে মাখিতেছে ছায়া
শান্তিময়ী সুগভীরা, সুকোমল করে।
নীরব, নির্জ্জন, স্থির বিশ্বচরাচরে,
নীরব, নির্জ্জন, স্থির শৈলের শেখরে,
সিদ্ধার্থ একক সান্ধ্য গগনের তলে!
প্রকৃতির শান্তমূর্ত্তি করিল সঞ্চার
সিদ্ধার্থের হৃদয়েতে শান্তি সুশীতল,
হইলা সিদ্ধার্থ ধীরে ধ্যানে নিমজ্জিত।
কুমার প্রভাতে ধীরে ভিক্ষাপাত্র করে
নতশির, ছিন্নবাস, পশিলা নগরে।
কুজ্ঝটিকা-ঢাকা স্বর্ণগিরিশৃঙ্গ মত
সুদীর্ঘ, উন্নত, দেব-মহিমা-মণ্ডিত
নবীন সন্ন্যাসী মূর্ত্তি, বিস্তৃত নয়ন
কমল-কোরক নিভ, বিস্তৃত ললাট
প্রভাত-গগনসম শান্ত সমুজ্জ্বল,
বিস্তৃত উরস অংস, নাগরিকগণ

দেখিয়া হইল মুগ্ধ। গৃহকার্য্য গৃহী,
পথিক গন্তব্য স্থান, বণিক বিক্রয়,
মাতা স্তন্যপায়ী শিশু, শিশুগণ ক্রীড়া,
ছাড়িয়া রহিল চাহি চিত্রার্পিত মত।
উঠিল নগরে ক্রমে মহাকোলাহল ;
মহা-সমারোহে পথ হইল পূর্ণিত ;
যোগীর চলিতে সাধ্য নাহি এক পদ!
উচ্চৈঃস্বরে নারীগণ আকুল কাঁদিয়া ;
কেহ কহে—"নাহি জানি জনক জননী
কেমন পাষাণ এর, এমন সুন্দর
সোণার পুতুল হায়! করিল সন্ন্যাসী।"
কেহ কহে—"পিতামাতা থাকিলে কি আর
এমন সন্তান পারে হইতে সন্ন্যাসী?"
কেহ কহে—"না থাকুক জননী ইহার,
হইব জননী আমি, প্রাণান্তে আমার
সন্ন্যাস করিতে আর দিব না কখন।"
"বাছা! বাছা!" বলি কাঁদে কেহ গল [illegible]রি,
কেহ কাঁদি পদতলে যায় গড়াগড়ি
নরপতি বিম্বিসার প্রাসাদ-শেখরে
উঠি দেখিলেন,—নেত্র ফিরিল না আর।

ভাবিলেন,—একি চন্দ্র ? ইন্দ্র দেবরাজ ?
কিম্বা বিন্ধ্যাচলের এ অধিষ্ঠাত্রী দেব ?
কিম্বা দেব বৈশ্বানর ? মানবে সম্ভব
নহে কদাচিত এই রূপ অপরূপ !
ভিক্ষান্তে পাণ্ডব শৈলে ফিরিলা সন্ন্যাসী
শুনি নরপতি, সেই অপরাহ্ণে তথা
আসিলেন পারিষদ রাখিয়া পশ্চাতে।
দেখিলেন বিম্বিসার নবীন সন্ন্যাসী
বসিয়া স্বস্তিকাসনে গিরিগুহাদ্বারে
ধ্যানমগ্ন ; দেখিলেন শৈল-বেদিকায়
স্বর্ণ-দেবমূর্ত্তি যেন রয়েছে স্থাপিত।
কিছুক্ষণ পরে যোগী মেলিলে নয়ন
প্রণমিলা শৈলস্থিত রাতুল চরণে—
রক্ত শতদল যুলে নীল সরোবরে
শরতের পূর্ণচন্দ্র পড়ি সমুজ্জ্বল।
কহিলেন বিম্বিসার—"যোগিবর ! তব
নিরখি এ দেবরূপ, দুর্লভ যৌবন,
মুগ্ধ এ মগধ, মুগ্ধ মগধ-ঈশ্বর।
সোণার যৌবনে তব দেখিয়া সন্ন্যাস,
প্রথম বসন্তে ঘোর শিশির সঞ্চার

নিদারুণ, হাহাকারে পূর্ণ মম পুরী,
আকুল হৃদয় মম! আইস যুবক
ত্যজিয়া নিষ্ঠুর এই অকাল সন্ন্যাস
কর রাজসুখ ভোগ এই রাজ্যে মম।"
উত্তরিল শাক্যসিংহ ধীরে—"মহারাজ!
হউন চিরায়ু, সুখে করুন পালন
এই রাজ্য চিরদিন অমরপ্রতিম।
নাহি চাহি রাজ্য, সুখ; চাহি শান্তি আমি;
হয়েছি সন্ন্যাসী আমি শান্তি কামনায়।
সবিস্ময়ে বিম্বিসার কহিলা আবার—
"এ কি কথা! সুকুমার, অতি সুকোমল
পুষ্পনিভ এই দেহ সহিবে কেমনে
দারুণ সন্ন্যাস-দাহ? না, না, ত্যজি এই
কঠিন প্রস্তরাসন, জনশূন্য বন,
চল রাজপুরে মম। অশান্তি গৃহের
করে থাকে যদি শান্তি-প্রয়াসী তোমায়,
দিব শান্তি, বসি অর্দ্ধ সিংহাসনে মম
কর কামভোগ, তব পূরাও বাসনা।"
সিদ্ধার্থ ঈষৎ হাসি কহিলা—"নৃপতি!
হউক কুশল তব! কামের প্রয়াসী

নহি আমি ; কামভোগ যা ছিল আমার
আছে কার ধরাতলে ? রাজ্য সুখভরা,
সুখভরা রাজপুরী, পিতা পুণ্যবান্
পুণ্যবতী মাতা, প্রেম-পূর্ণ স্রোতস্বতী
নিরুপমা পত্নী, নবপ্রসূত কুমার,
কত সুখৈশ্বর্য্য আর নাহি পড়ে মনে।
কামভোগে সুখশান্তি থাকিলে নিশ্চয়
পাইতাম আমি, হায় ! দিতাম কি ঝাঁপ
অকালে অকূল এই সন্ন্যাস-সাগরে।
নরনাথ ! সুধা যদি ফলে গৃহশাখে,
কে যায় খুঁজিতে তাহা বন বনান্তরে ?
নাহি কামে সুখ ভূপ ! বৃক্ষফল মত
হয় কাম বৃন্তচ্যুত, অস্পৃশ্য, গলিত।
উড়াইয়া মানবের পরম মঙ্গল
ঝটিকার মত কাম যায় মিশাইয়া
করি দেহ জরাজীর্ণ, মৃত্যু-কবলিত।
হয় যদি বেগবান, ঝটিকার মত
কার সাধ্য করে জয় ? অনন্ত অসংখ্য
কাম, কে পারে কখন লভিতে সকল ?
রহিল অলব্ধ যদি একটিও হায় !

দগ্ধ করে মনঃপ্রাণ ; হয় লব্ধ যদি
কোথা তৃপ্তি ? লবণাক্ত সলিলের মত
বাড়ায় পিপাসা কাম, করে প্রতারিত
মহামরুভূমে কাম মরীচিকামত।
প্রাচীন মগধপুরী দেখ ধ্বংসশেষ
পড়ি তব পদতলে,—অতৃপ্ত কামের
কি আদর্শ বিভীষণ গিরিব্রজপুর
জরাসন্ধ নৃপতির ! এই স্বর্ণপ্রস্থ
বিস্তৃত মগধ রাজ্যে রাজ্যের কামনা
পূরিল না ; অষ্টোত্তরশত নরপতি
দিয়া বলিদান যজ্ঞে করিবে প্রচার
সাম্রাজ্য, ছুটিল বেগে অতৃপ্ত কামনা
মহাস্রোতস্বতী মত গ্রাসিতে ভারত।
পরিণাম তার ওই ক্ষুদ্র মল্লভূমি,
এই ধ্বংস রাজপুরী ! কামী মানবের
করাল কালের স্রোতে সাক্ষী ও শিক্ষক।
কি ভীষণ ! বসি শৃঙ্গে শুন নরনাথ !
কামভোগী নরনারী কিবা হাহাকার
করিতেছে জন্ম-জরা-ব্যাধির পীড়নে।
আছে কোন ধর্ম্মপথ দুঃখী জীবগণ

এই দুঃখার্ণব হ'তে করিতে উদ্ধার,
লভিতে উদ্ধার মম ; খুঁজিব সে পথ।
ছাড়িয়াছি শাক্য-রাজ্য, শাক্যরাজপুরী
সুখ সম্ভোগের খনি, লভিতে সে বোধ ;
সেই জ্ঞান মহাধর্ম্ম করিতে প্রচার।"
বিম্বিসার নৃপতির চক্ষু-আবরণ
পড়িল খসিয়া, জ্ঞান হইল উদয়।
করযোড়ে নরপতি কহিলা কাতরে—
"চাহে দুই ভিক্ষা দাস, লভিলে সে বোধ,
বুদ্ধদেব দেখা দিয়ে এই দাসে তব
করিবে উদ্ধার, আর রহি কিছু দিন
এই শৈলে, চরিতার্থ করিবে এ দাসে।"
রহিলেন শাক্যসিংহ। কিছু দিন পরে
মহামারি উপদ্রব বৈশালী নগরে
উঠিল জ্বলিয়া বনে দাবানল মত ;
হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল নগর।
কালের সে ভীমক্রীড়া করিতে বারণ
কত মুনি, কত ঋষি, যাগ যজ্ঞ কত
করিলেন কত মতে, বারিবিন্দু নাহি
হইল পতিত সেই ভীমদাবানলে।

তখন বৈশালীবাসী করিল স্মরণ
নবীন সন্ন্যাসী সেই অপূর্ব্ব দর্শন,
লইল শরণ পদপঙ্কজে তাঁহার।
করুণহৃদয় যোগী সুসজ্জিত পথে
পল্লবে, কুসুমে, ঘটে, মঙ্গল-সঙ্গীতে,
অতিক্রমি ভাগীরথী পশিলে নগরে
হইল অচিরে শান্ত সেই মহাব্যাধি,
সলিল-প্রবাহে যেন ক্রীড়া অনলের—
মানবের শক্তি-সিন্ধু অনন্ত অতল!
  ফিরিয়া পাণ্ডব শৈলে, শিষ্য সপ্তশতে
প্রতিষ্ঠিত রামপুত্র রুদ্রকের কাছে
লভিলেন শাক্যমুনি সমাধি যুগল।*
কিন্তু দেখিলেন নহে নির্ব্বাণের পথ
এ সমাধি, চলিলেন পঞ্চ শিষ্য সহ
পুণ্যতীর্থ গয়াধামে খুঁজিতে সে পথ!

* নৈবসংজ্ঞান ও অসংজ্ঞায়তন।

(১৪)

সাধনা।

মনোহর গয়াধাম পুণ্যতীর্থ ভারতের!
বক্ষে পুণ্য গয়শৈল করিয়া ধারণ
শোভিতেছে চারু গয়া, অচলা অহল্যামত
ধরি বক্ষে শ্রীরামের পবিত্র চরণ।

শোভে গয়া ফল্গুতীরে, অন্তর-সলিল নদ
প্রথম শরতে বক্ষ প্লাবিত পূর্ণিত;
অহল্যার ভক্তিস্রোত উছলি নয়নপথে
বহিছে পাষাণ-বক্ষ করিয়া দ্রবিত।

সুপবিত্র গয় শৈলে অধিষ্ঠিত শাক্যমুনি
উদয়-অচল-শিরে অংশুমালী মত,
নিরখিয়া শরতের শান্তিময়ী ফল্গু-শোভা
চিন্তিতে লাগিলা ধ্যানে নির্ব্বাণের পথ।

একদা ভাবিলা মনে—"ভুলেছি ইন্দ্রিয়-সুখ,
হয়েছি অতীত আমি কাম্য কামনার;
কিন্তু সে ইন্দ্রিয়গণ রহিয়াছে ভোগক্ষম,
ভোগক্ষম এ শরীর ইন্দ্রিয়-আধার।

কেমনে পাইব জ্ঞান ? কেমনে পাইব [illegible]
শুষ্ক কাষ্ঠে শুষ্ক কাষ্ঠ না করি [illegible] ?
শুষ্কদেহে শুষ্ক মন করি যদি সংঘর্ষণ,
তবে বুঝি জ্ঞান-অগ্নি পাব দরশন।

কঠোর তপস্যানলে পোড়াইব দেহ মন,
অনলে কাঞ্চন করে নির্ম্মল তরল,
তপঃ-ক্লেশে ক্লিষ্ট মন পাবে শক্তি অলোকিক,
সংঘর্ষণে হয় মণি পবিত্র উজ্জ্বল।"

একদিন চিন্তাকুল ভ্রমিতে ভ্রমিতে [illegible]
নীল নৈরঞ্জনা-তীরে শারদ উষায়
আসিলেন রম্য বনে ; নিবিড় পাদপশ্রে[illegible]
আচ্ছাদিয়া বনভূমি ধ্যানমগ্নপ্রায়।

শরতে শ্যামল পত্রে, শ্যামল লতিকাপুঞ্জে,
সাজাইয়া স্থানে স্থানে কুঞ্জ মনোহর,
শরতের চারু পুষ্পে, পুষ্পের সৌরভে চা
শীতল শারদানিলে, কিবা প্রীতিকর ;

উচ্চ শাখে নানা পাখী গাইছে প্রভাতি গান
করি স্বর-লহরীতে দিগন্ত প্লাবিত,

কোথা পত্র আবরণে ঢাকি ক্ষুদ্র অবয়ব
গাইতেছে ক্ষুদ্র পাখী কি শান্তি-সঙ্গীত।

শরতের নব তৃণে সুশ্যামল তরুতল;
স্থানে স্থানে সুশ্যামল শোভে গুল্মবন,
নীরব নিশ্চল স্থির, বসি যেন যোগাসনে
গভীর সমাধি-মগ্ন বনযোগিগণ।

যত দূর যায় চক্ষু, শস্যক্ষেত্র নবশ্যাম,—
শ্যাম মরকতে ধরা যেন বিমণ্ডিত!
প্রান্তরের প্রান্তভাগে শোভিতেছে নানা গ্রাম,
শোভে গ্রাম উরুবিল্ব নন্দিক সজ্জিত।

শোভিতেছে বনভূমি স্বচ্ছ নৈরঞ্জনা-তীরে।
তীরদ্রুম লতাকুঞ্জ প্রতিবিম্বি নীরে
নীলাঞ্জনা নৈরঞ্জনা বহিতেছে তর তর,
শান্তির সঙ্গীত মৃদু গাহি ধীরে ধীরে।

প্রস্তর-সোপানশ্রেণী নামিয়াছে স্তরে স্তরে
ঘনীভূত প্রীতিধারা যেন কাননের,
প্রীতি প্রবাহিণী বক্ষে; শোভে তীরে শোভে নীরে
সুশীতল যোগাসন নীল উপলের।

তটিনীর অন্য তীরে নীল আকাশের পটে
নীলতর শৈলশ্রেণী তরঙ্গ খেলিয়া ;
বক্ষে বক্ষে যোগ কক্ষ, সানুতে সানুতে শূন্যে
যেন মহাযোগাসন রেখেছে পাতিয়া।

কিবা বন শান্তিময়! প্রত্যেক বৃক্ষটি যেন,
পবিত্র উপলাসন, সোপান সুন্দর,
শৈলকক্ষ, শৈলসানু, সিদ্ধার্থে কহিছে ডাকি
এই খানে ধ্যানমগ্ন হও যোগিবর!

এই শান্তিময় বনে, শান্তিময়ী নদীতীরে,
শান্তি-ছায়া-তরুতলে পাতি তৃণাসন
হইলেন ধ্যানমগ্ন ছয় বৎসরের তরে,
কঠোর তপস্যা ব্রত করিতে সাধন।

কখন বদরি এক, কখন একটি তিল,
কখন তণ্ডুল এক করিয়া আহার,
ক্রমে ঘোর তপস্যায় হইলেন অনশন,
প্রাণের আশ্রয় কিছু রহিল না আর।

প্রবল ইচ্ছার বলে করিলেন নিগৃহীত
শরীর, ইন্দ্রিয়গ্রাম, যেন পুষ্পবন

কুসুমিত সুবাসিত, লাগিল দলিতে বলে
অমিত বিক্রমে গর্ব্বে প্রমত্ত বারণ।

শরীর ইন্দ্রিয়ক্রিয়া হইলে নিরুদ্ধ ক্রমে,
হেমন্ত তুষারস্রাবী নিশীথেও তাঁর
স্কন্ধ ও ললাট বাহি বহিতে লাগিল স্বেদ,
যেন তপ্ত গৈরিকের ধারা অনিবার।

সাধিয়া নিগ্রহ-যোগ, আস্ফালন ধ্যান-মগ্ন
হইলেন শাক্যসিংহ; মনোবৃত্তি বল
কুম্ভকে করিয়া লয় রহিলেন অচৈতন্য,
সুবর্ণ মূরতি মত নিস্পন্দ নিশ্চল।

পূর্ণ অবরুদ্ধ শ্বাস, রুদ্ধ মুখ কর্ণ পথ,
কুম্ভবৎ বায়ুপূর্ণ হইয়া শরীর,
কুম্ভিত বাতাস বেগে আঘাতি কপাল শির
করিল চৈতন্য লয়, প্রাণযন্ত্র স্থির।

এ সময় এক দিন দেখিলেন শাক্যসিংহ
দিব্যরূপা নারী এক বর্ষি অশ্রুজল
কহিছে—"হা পুত্র তব ফলিল না আশা-লতা,
"অসিত ঋষির বাক্য হইল নিষ্ফল,

"না তুমি হইলে বুদ্ধ, না করিলে রাজ্যভোগ,
"করিলে জীবন ক্ষয় অকরুণমনে ;
"শোকে বিদরিছে বুক, বনের কুসুম মত
"বনে জন্মি পুত্র ! তুমি শুকাইলে বনে !"

জিজ্ঞাসিলা শাক্যসিংহ—"রমণি ? কে তুমি কহ
"কাতরা বিবশা শোকে, সিক্ত দুনয়ন,
"কবরী আলুলায়িত, দেহ ধূলা-বিলুণ্ঠিত,
"পুত্র পুত্র বলি মাতঃ ! করিছ রোদন ?"

কাতরা রমণী কহে—"তোমার জননী আমি,
"আমি মায়া দেবী, আমি ত্রিদিব ছাড়িয়া
"আসিনু আকুলা শোকে, তোমার নিষ্ফল ব্রত,
"তোমার জীবন শূন্য মূরতি, দেখিয়া।"

আশ্বাসি মায়েরে যোগী—কহিলা দয়ার্দ্র স্বরে—
"ভয় নাহি, তব গর্ভে জনম আমার
"হবে না নিষ্ফল, নাহি হইবে নিষ্ফল বাক্য
"অসিত ঋষির—শোক কর পরিহার !

"হব আমি বুদ্ধ মাতঃ ! হয় যদি ধরাতল
"বিদীর্ণ শতধা, হয় সুমেরু প্লাবিত,

"চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা হয় যদি ভূপতিত,
"মরিব না, নাহি ব্রত করি উদ্যাপিত।"

জননী গেলেন চলি স্বপনের ছায়ামত,
হইলেন শাক্যসিংহ যোগে দৃঢ়তর
নিমজ্জিত দিবানিশি একাসনে একধ্যানে,
লঙ্ঘিতে তপস্যা-বলে সমুদ্র দুস্তর।

ক্রমে ক্রমে বাহ্য জ্ঞান, হল পূর্ণ তিরোধান,
সিদ্ধার্থ অন্তর জ্ঞানে শুদ্ধ অবস্থিত,
নিশ্চল নিস্পন্দ দেহ, পূর্ণ অবরুদ্ধ শ্বাস,
বনে যেন বনদেব-মূরতি স্থাপিত।

দিন যায়, রাত্রি যায়; ঋতু যায়, বর্ষ যায়;
এইরূপে ছয় বর্ষ হইল অতীত।
কত বর্ষা, কত শীত, কত গ্রীষ্ম খরতর,
কত ঝড়, কত বজ্র, নাহিক সম্বিত।

মাংসহীন কলেবর হইল দুর্ব্বল কৃশ।
নাসিকার পথে তৃণ করালে প্রবেশ
হইত বাহির কর্ণে; নয়ন-কোটর মগ্ন;
সে কাঞ্চন-কান্তি এবে অস্থিমাত্র শেষ।

পিশাচ ভাবিয়া মনে গোপাল রাখালগণ
করিত বিকৃত অঙ্গে ধূলি বরিষণ ;
কেহ মৃত ভাবি মনে, ঘৃণায় যাইত দূরে ;
পলাইল নিরাশায় শিষ্য পঞ্চ জন।

যত কাষ্ঠ হয় শুষ্ক ততই প্রখরতর
হয় যথা অগ্নি ; হয় ততই উজ্জ্বল
গৃহের প্রদীপ যথা, যতই অদৃশ্য, লীন,
নিবিড় তিমিরে হয় শূন্য ধরাতল।

যতই শরীর শুষ্ক, যতই তিমিরাচ্ছন্ন
হলো বিশ্ব চরাচর, নিষ্ক্রিয় শরীর,
ততই অন্তর জ্ঞান যোগীর উঠিল জ্বলি ;
আকাশ ব্যাপিল শিখা সে জ্ঞান-বহ্নির।

সেই ব্যাপ্ত জ্ঞানালোকে যোগী দেখিলেন বিশ্ব,
বিশ্বের অনন্ত তত্ব, সৌন্দর্য্য অসীম।
কিন্তু নির্ব্বাণের পথ,—কই, কোথা ? নাহি চিহ্ন !
হইল যোগীর আশা নিরাশায় লীন।

এই আশা, মহা-আশা, সিদ্ধার্থের, মানবের,
ফলিল না ছয় বর্ষে, ফলিবে কি আর ?

কি সাধনা আছে আর, কিরূপে সাধিলে তাহা
সেই মহাজ্ঞান-তত্ত্ব হইবে সঞ্চার।

নিরাশার সহচর সন্দেহ অজ্ঞাতপদে
যোগীর মানসপ্রান্তে হয়ে সঞ্চারিত,
ক্রমশ মেঘের মত হয়ে ঘন বিস্তারিত,
করিল সে জ্ঞান-সূর্য্য ক্রমে আবরিত।

নিষ্ফল দর্শন, যোগ,—সিদ্ধার্থ ভাবিলা মনে,—
বৃথা এ শরীর মাত্র করিলেন ক্ষয়;
সংসার ছাড়িয়া বৃথা অকূলে দিলেন ঝাঁপ,
না মিলিল কূল তার, মিলিবার নয়।

সংসার মোহন বেশে তখন উঠিল ভাসি
খুলিয়া অনন্ত শোভা নয়নে তাঁহার।
সে ঐশ্বর্য্য, সে সৌন্দর্য্য, গৃহের অপার সুখ,
সে সুখে অপার শান্তি প্রেমেতে গোপার।

একে একে পূর্ব্বস্মৃতি সান্ধ্য তারকার মত
হৃদয় আকাশে ধীরে ফুটিল তাঁহার;
ফুটিয়া উঠিল আর পিতার সে শোক-ছবি,
শোকছবি গৌতমীর, দুঃখিনী গোপার।

থাকিতেও পতি গোপা অনাথার সমধিক ;
থাকিতেও পিতা হায় ! অনাথ রাহুল ;
আছে কি বাঁচিয়া তারা ? আছে কি একটি আলো
রাজপুরে ? রাজোদ্যানে একটিও ফুল ?

সিদ্ধার্থ করুণপ্রাণ, উছলিল সে করুণা,
সিদ্ধার্থ কি হায় ! তবে ফিরিবেন ঘরে ?
পিতার সে স্নেহ-স্বর্গে, মাতার সে স্নেহ-বক্ষে,
ভার্য্যার সে উদ্বেলিত প্রেমের সাগরে।

আবার ভাবিলা মনে—জনক জীবনে মৃত,
স্নেহময়ী জননীর বিদীর্ণ হৃদয়,
অনাথা দুঃখিনী গোপা, অনাথ অঙ্কের শিশু,
করিলাম, করিলাম এ শরীর ক্ষয়,

শেষে কি ফিরিতে ঘরে, ফিরিতে সে রাজপুরে,
সেই নাট্যশালা হায় ! করিয়া শ্মশান ?
জন্ম-জরা-মৃত্যু-পূর্ণ ফিরিতে সংসারে পুনঃ ?—
মানব-দুঃখের হায় ! নাহি কি নির্ব্বাণ

তাহাতে বা কি সান্ত্বনা, কিবা শান্তি, কিবা সুখ ?
কি সান্ত্বনা জরা-ব্যাধি-মরণের করে ?

কিন্তু তপস্যায় হায়! কোথায় উদ্ধার পথ?—
ঝুলিতেছে সেই কর মস্তক উপরে!

এই তপস্যার ক্লেশ! এই ক্লেশে এই মৃত্যু!
বনে বন্যপশুদের হইয়া আহার,
কি ফল ফলিবে হায়!—আন্দোলিত সিদ্ধার্থের
হৃদয়ে কামনা পুনঃ হইল সঞ্চার।

ধীরে ধীরে সেই কাম বাড়িল, হইল ধীরে
মূর্ত্তিমান্, সেই মূর্ত্তি কত মনোহর!
পার্শ্বে কত মনোহরা রূপে নারী নিরুপমা,
ফুলধনু, ফুলতূণে পঞ্চ ফুলশর।

মধুর ঈষদ হাসি বাসন্তী জ্যোৎস্নারাশি
পরকাশি বনে কহে—কি কণ্ঠ বীণার!
"সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, যশঃ, গৌরব, বিলাস আর,
যাহা চাহ দিব, যোগ কর পরিহার!

কিবা সুখ তপস্যায়, গেল ছয় বর্ষ হায়!
শরীর কঙ্কাল-শেষ, ওষ্ঠাগত প্রাণ।
দেখ মম পঞ্চ শর, দেখ মম পঞ্চ শক্তি,
কত সুখ পারে তারা করিতে প্রদান!"

ধরি ফুলধনু হাসি, জানু পাতি ফুলগুণ
দিয়া নিক্ষেপিলা চারু পঞ্চ ফুলশর,
শরত জ্যোৎস্নায় মিশি সৃজিল পঞ্চ ষোড়শী,
রূপে ছায়াময়ী করি জ্যোৎস্না সুন্দর !

প্রথমা হাসিয়া কহে—"দেখ চেয়ে যোগিবর
কুসুম তরঙ্গে অঙ্গ নির্ম্মিত, সজ্জিত ;
বাসন্তী জ্যোৎস্নারূপ ; কণ্ঠে কোকিলের স্বর ;
নিশ্বাস মলয় মম সুরভিপূরিত।

আকাশনিবিড় কেশ তারকায় বিভূষিত,
তারকা বলয়, কণ্ঠে তারকার হার,
পূর্ণচন্দ্র কিরীটিনী, আমায় বরণ কর
জগতের এ সৌন্দর্য্য হইবে তোমার।"

দ্বিতীয়া ঝলকে হাসি, কহে—"দেখ শাক্যসিংহ !
রতনে নির্ম্মিত অঙ্গ, রতনে খচিত,
কষিত কাঞ্চন-কান্তি তুলিয়াছে কি তরঙ্গ,
রতন-আভায় দেখ দিক উজ্জ্বলিত।

হৃদয় হীরকখনি, প্রবালে মুকুতা দন্ত
পদ্মরাগে নীলমণি যুগল নয়ন ;

রতন-কিরীট শিরে ; বরণ আমায় কর,
ঐশ্বর্য্য এ জগতের করিব অর্পণ।"

মধুরে তৃতীয়া কহে অমৃত বরষি—"দেখ
অকলঙ্ক রূপ মম অমল ধবল।
কত কণ্ঠ একতানে বাজে এই কণ্ঠে মম,
বরষে অমৃতধারা অমল তরল!

এই কণ্ঠ কালজয়ী, সর্ব্বব্যাপী, অবারিত,
কেমন সৌরভ দেখ নিশ্বাসে আমার।
কণ্ঠ-সুধাময়ী আমি, আমায় বরিলে যোগি!
জগতের যশোরাশি হইবে তোমার।"

চতুর্থী সগর্ব্বে কহে—"এই দেখ রূপ মম
নৈদাঘ ভাস্কর-তেজে দীপ্ত সমুজ্জ্বল।
কেমন উন্নত গ্রীবা, কেমন উন্নত বক্ষ,
ঝলসে কিরীটি শিরে রবির মণ্ডল।

ঝলসে কিরীটি করে অপার্থিব রত্নময়,
কত ক্ষেত্রে কত মতে কত নারীনর
মাগে এ কিরীটি মম মৃত্যুমুখে, এস যোগি!
পরাব মুকুট শিরে দুর্লভ সুন্দর!"

পঞ্চমা আবেশময়ী কুন্তল-আলুলায়িতা
কুসুম-শয্যায় অৰ্দ্ধশায়িতা সুন্দরী,
অৰ্দ্ধ-অনাবৃত বক্ষ, অৰ্দ্ধ-নিমীলিত আঁখি,
কি মধুর হাসি সিক্ত বিম্বাধরে মরি !

কুসুমে খচিতা বামা, এক করে চারু বীণা—
তুলি'ছে মূৰ্চ্ছনা মৃদু কি আবেশময় !
সুরা-পাত্র অন্য করে, আবেশ কটাক্ষে কহে—
"আইস বিলাস-সুখে পূরিব হৃদয়।"

দাঁড়াইয়া কামদেব, দাঁড়াইয়া রতিদেবী,
রতির কুসুমকায়, কুসুমের পাশ ;
কহে কাম—"শাক্যসিংহ, চেয়ে দেখ এতাধিক
আছে মানবের আর কিবা অভিলাষ ?

কি চাহ ? সকলি চাহ, দিবে প্রাণপত্নী মম
বাঁধিয়া কুসুমদামে করেতে তোমার।
এই নির্ব্বাণের পথ, দেখিছ কি দুঃখরেখা ?
যাও ঘরে ফিরে, যোগ কর পরিহার !"

যোগিশ্রেষ্ঠ অবিচল হিমাদ্রি-সানুর মত,
কহিলেন দেখি কামক্রীড়া সুনিপুণ—

"ওরে ! প্রবঞ্চক মার ! আমি চিনিয়াছি তোরে,
প্রলোভন ধনু তোর ; অনুরাগ গুণ।

চিনি পঞ্চশর তোর,—সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, যশঃ,
চিনি আমি ; চিনি আর গৌরব, বিলাস ;
চিনি তাহাদের শক্তি, চিনি তোর পত্নী রতি,
আপনি মোহিনী, তার করে মোহ-পাশ।

করি এই কাম্য পঞ্চে প্রথমেই প্রলোভিত,
পরে ক্রমে অনুরাগ করিয়া সঞ্চার,
তস্করের মত কাম প্রবেশে মানব-মনে ;
করে কাম্য-সুখে রত, মোহ পরে তার।

মোহের বন্ধনে পড়ি না দেখে দুর্ব্বল নর
রতির পশ্চাতে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু আর,
কি ভীষণ ছায়াত্রয় ! কি গভীর দুঃখময় !
কি গভীর দুঃখে নর করে হাহাকার !

আমি এই মোহ-পাশ কাটিয়াছি বহুদিন ;
আসিলি কি তুই পুনঃ ছলিতে আমায় ?
বিফল করিতে মম এ দীর্ঘ তপস্যা-ফল,
ওরে দুরাচার ! নাহি চিনিলি আমায় !"

জ্বলিল সংযমানল, ছুটিল নয়ন পথে
সে বহ্নি, হইল ভস্ম মুহূর্তেকে কাম,
শোকাকুলা রতিসহ মোহিনী ষোড়শী পঞ্চ
সে অগ্নিতে ছায়া যেন হলো তিরোধান।

সম্বরিলে সেই বহ্নি দেখিলেন শাক্যসিংহ
দাঁড়ায়ে অদূরে এক মূর্ত্তি বিভীষণ,
শরীর কঙ্কাল-সার, লেলিহান মহাজিহ্বা,
আসিছে গ্রাসিতে যেন বিস্তারি বদন।

"দূর হও! দূর হও!"—যোগী কহিলেন ডাকি—
"চিনিয়াছি তোরে মৃত্যু বীভৎস-আকার!
জানি কাম মৃত্যু আর বিঘ্ন তপস্যার পথে,
জিনিয়াছি কাম, তোরে জিনিব এবার।"

কহে মৃত্যু ঘোর কণ্ঠে—"পারিবে না শাক্যসিংহ
দুই দিন পরে আমি আসিব আবার।"
হলো মৃত্যু অন্তর্হিত। "আসিব দু'দিন পরে"—
ধ্বনিতে লাগিল ধ্বনি কর্ণে অনিবার।

আসিলে দু'দিন পরে শাক্যসিংহ কোন মতে
করিবেন পুনঃ তার গতি নিবারণ?

দুই দিন পরে আর থাকিবে না এ শরীর,
শরীর বিহনে প্রাণ রবে না কখন।

আবার নিরাশা আসি ছাইল মানসাকাশ,
হইলেন চিন্তান্বিত সিদ্ধার্থ এবার,
করিবেন কি উপায়? ভাবিলেন হায়! বুঝি
মানবের নহে সাধ্য মানব-উদ্ধার।

এমন সময়ে যেন আলোকি আকাশ শূন্য
আসিলেন ধীরে ইন্দ্র নামিয়া ধরায়,
সুন্দর ত্রিতন্ত্রী করে শোভিতেছে রত্নময়;
বিস্ময়ে সিদ্ধার্থ চাহি চিত্রার্পিতপ্রায়।

ত্রিতন্ত্রীর এক তার ছিল শ্লথ, বাজিল না;
এক তার গেল ছিঁড়ি টানিলে বিষম;
সুন্দর হইলে বাঁধা বাজিল তৃতীয় তার,
করিয়া যোগীর কর্ণে সুধা বরিষণ।

চলি গেলা দেবরাজ; বুঝিলেন শাক্য যোগী
শরীর বিলাসে শ্লথ, কিম্বা নিষ্পীড়িত,
করিলে তপস্যা সিদ্ধি হইবে না কদাচিত,
করিতে হইবে এই দেহ সঞ্জীবিত।

সিদ্ধি।

(১৫)

ধীরে পোহাইল নিশি। উষা ধীরে ধীরে
বরষি কোমল করে সুধা সঞ্জীবনী
বাঁচাইল চরাচর। ইচ্ছা ধীরে ধীরে
সঞ্জীবনী সুধা-ধারা করিয়া সঞ্চার
বাঁচাইল সিদ্ধার্থের দেহ অচেতন
অস্থিশেষ; শাক্যসিংহ মেলিলা নয়ন।
দেখিলেন ছয় দীর্ঘ বৎসরের পরে
কত মনোহরা উষা! কত মনোহরা
আকাশ-নীলিমা, চারু বসুন্ধরা শ্যামা!
দেখিলেন বনশোভা কত রূপান্তর
হইয়াছে ছয় বর্ষে! ক্ষুদ্র তরুগণ
হইয়াছে মহীরুহ; অঙ্কুরিতা লতা
হইয়াছে বসন্তের পুষ্পে সুশোভিতা।
বৃক্ষরাজি, গুল্ম, লতা, বিস্তৃত বৰ্দ্ধিত
হইয়াছে চারিদিকে; কিন্তু সিদ্ধার্থের
রূপ যৌবনের হায়! চারু রঙ্গভূমি
সেই দেহ,—হইয়াছে কি দশা তাহার!
নাহি শক্তি সিদ্ধার্থের অঙ্গ আপনার

চিনিতে, করিতে কর পদ প্রসারিত,
সর্ব্ব কলেবর যেন লৌহ-বিনির্ম্মিত।
ছিল পঞ্চ শিষ্য, তারা গিয়াছে চলিয়া
দেখিয়া নিষ্ফল যোগ,—সিদ্ধার্থ একক
নিরাশ্রয়, অসহায়, সদ্য শিশু মত।
বহুদিনে বহুকষ্টে অঙ্গে ভর করি
নৈরঞ্জনা-তীরে ধীরে করিয়া গমন
করিলেন স্নান ছয় বৎসরের পরে,—
অনলে অমৃত যেন হইল বর্ষণ।
ছয় বৎসরের জীর্ণ গৈরিক বসন
তেয়াগিয়া পরিলেন শবের বসন
তীরস্থিত শ্মশানের, বসিলেন এক
পাদপের ছায়াতলে নৈরঞ্জনা-তীরে।
নান্দিক-পতির কন্যা সিদ্ধমনোরথা
আসিলা সুজাতা ধীরে পায়সান্ন শিরে
স্বর্ণপাত্রে, বনদেবে দিতে উপহার।
ও কি মূর্ত্তি তরুতলে? ও কি বনদেব
কঠোর তপস্বি-বেশে সম্মুখে তাহার?
ভক্তিতে ভরিল বুক; নমিয়া ভূতলে
পায়সান্ন পদাম্বুজে দিয়া উপহার

কহে করযোড়ে বামা—"করিল মানস
পায়সান্নে বনদেব পূজিবে এ দাসী।
সিদ্ধ তার মনোরথ। দাসীর এ অন্ন
কৃপা করি বনদেব! করুন গ্রহণ।"
সিদ্ধার্থ কহিলা—"সাধ্বি! সামান্য তপস্বী,
নহি বনদেব আমি। অনাহারে আমি
করিয়াছি এই বনে তপস্যা কঠোর
কত বর্ষ নাহি জানি। ক্ষুধায় আকুল
আজি প্রাণ; করিলাম সাদরে গ্রহণ
তব পায়সান্ন ভদ্রে! করি আশীর্ব্বাদ,
সর্ব্ব মনোরথ তব হউক পূরণ!"
কিছুদিন এইরূপে অন্নে সুজাতার
হইলে সবল যোগী, কিছু দিন আর
নিকট গোচর গ্রামে ভিক্ষা আহরণ
করিলেন, হইলেন ক্রমে যোগক্ষম।
জগতের মহাদিন হইল প্রভাত,—
মহাদিন সিদ্ধার্থের। করি প্রদক্ষিণ
সাত বার, সাত বার করিয়া প্রণাম
সে অশ্বত্থ মহাবৃক্ষে, পূর্ব্ব যোগাসনে
পাতি তৃণ সুশ্যামল, অগ্র অন্তর্মুখ

বহির্মুখ মূল,—ভিক্ষালব্ধ তৃণরাশি—
হইলেন শাক্যসিংহ যোগস্থ আবার।
পূর্ব্বমুখ, ঋজুকায়, নত অংসযুগ,
বীরাসন, শোভে অঙ্কে করোপরে কর,—
স্বর্ণপুষ্পপাত্রে চারি পদ্ম মনোহর।
জটার কিরীটি শিরে নেত্র নিমীলিত,
অনিশ্বাস নাসা, কর্ণ শ্রবণরহিত,
দেহ অবিচল ধ্রুবনক্ষত্রের মত।
বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত, প্রণিধান-বলে
আহরিত, স্মৃতিবল হইল উন্নীত।
স্থির মনাকাশে স্থির জ্যোতিষ্কের মত
মহান্ সংকল্প স্থির হলো প্রকটিত—
"শরীর হউক শুষ্ক, অস্থি মাংস লয়,
যাবত্ নির্ব্বাণ জ্ঞান না হয় উদয়,
এ শরীর এ আসনে রহিবে নিশ্চয়।"
পাদপ নিষ্কম্প স্থির, নিস্তব্ধ কানন,
নীরব কাকলী-গীত, নিশ্চল পবন,
স্থির নৈরঞ্জনা-স্রোতঃ, স্থির প্রভাকর
পূর্ব্বাচল শিরে, স্থির বিশ্বচরাচর।
হইল জগত শান্ত গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত,

অজ্ঞাত আশায় যেন হৃদয় পূরিত।
মার পরাজিত; চিত্ত স্থির অবিচল
যেন স্নিগ্ধ নিরমল দর্পণ উজ্জ্বল।
উদ্ভাসিত চিত্ত জ্ঞানপ্রদীপ্ত শিখায়,
রবিকরে দীপ্ত স্বচ্ছ দর্পণের প্রায়।
নিরুদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাম, চিত্তবৃত্তিচয়
নিরুদ্ধ নিশ্চল, দেহ রুদ্ধদেবালয়।
সবিতর্ক সবিচার, ধ্যানেতে প্রথম
হইলা নিবিষ্ট যোগী,—লাগিলা ভাবিতে
কিবা সত্য, কি অসত্য, নিত্য ও অনিত্য,
নিত্যের সহিত কিবা সম্বন্ধ আত্মার।
দেখিলা উভয় নিত্য জড় ও চেতন;
উভয় সম্বন্ধহীন। উপজিল মনে
নির্বিকার নির্বিতর্ক সমাধি দ্বিতীয়।
দেখিলেন জড় পরিবর্ত্তনের স্রোতে
হইতেছে রূপান্তর নিত্য অবিরাম;
হইলেন জড়ে প্রীতিবিরাগবিহীন;
উপজিল নিষ্প্রতিক সমাধি তৃতীয়।
ক্রমে সুখ-দুঃখ-বীজ হইল নির্ম্মূল
নির্বীজ চতুর্থ ধ্যানে। উঠিল ভাসিয়া

মেঘমুক্ত চন্দ্রমত আত্মার স্বরূপ
চিত্তের দর্পণে জ্ঞান-আলোকে তখন।
সমস্ত দিবস ধ্যানে হইল অতীত।
আসিল পূর্ণিমা নিশি। বহিতে লাগিল
অজস্র ধ্যানের স্রোতঃ। প্রথম প্রহরে
অপূর্ব্ব আলোক চিত্তে হইল সঞ্চার
অজ্ঞান আঁধার নাশি। দেখিলেন যোগী
এই প্রজ্ঞালোকে, যেন খনিগর্ভে মণি,
অতীত তিমিরে পূর্ব্ব জন্ম আপনার;
সুগতি দুর্গতি হেতু বুঝিলেন আর।
বহিল ধ্যানের স্রোতঃ; মধ্যম প্রহরে
দেখিলেন যোগী তাঁর নাহি জন্মভূমি,
নাহি নাম, নাহি গোত্র, নাহি বর্ণ, জাতি,
পূর্ব্ব জ্ঞানীদের বংশে জনম তাঁহার।
প্রাণীদের পূর্ব্বজন্ম অসংখ্য প্রকার
দেখিলেন দিব্যজ্ঞানে। শর্ব্বরীর শেষে
ভাবিলেন জগতের এত দুঃখ কেন?
কি মূল তাহার? পুনঃ বসিলেন ধ্যানে
জগতের সর্ব্ব দুঃখ বিনাশের তরে।
দেখিলেন বহিতেছে বেগে অবিরত

সংসারে দুঃখের স্রোতঃ, জীব অবিরত
জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে, মরিতেছে পুনঃ ;
পুনর্জন্ম ; পুনর্মৃত্যু ; জন্ম মরণের
আবর্ত্তনে করিতেছে জীব হাহাকার
না পাই উদ্ধারপথ। ভাবিলেন যোগী
কেন জরা-মরণের এই আবর্ত্তন ?
বহিল ধ্যানের স্রোতঃ। বুঝিলেন যোগী
দুঃখের কারণ (১) জন্ম ;। জন্মের কারণ
(২) কর্ম্মফল ; কর্ম্মফল উপজে চেষ্টায় (৩)
শারীরিক মানসিক ; চেষ্টার কারণ
(৪) সুখ-তৃষ্ণা ; বুঝিলেন সুখ-দুঃখ-বোধ (৫)
তৃষ্ণার কারণ ; সুখ-দুঃখ-অনুভব
জন্মায় ইন্দ্রিয়(৬)গণ ; তাহার কারণ
জগতের সহ মন ইন্দ্রিয় (৭) সংযোগ।
জগতের রূপ রস গন্ধ মনোহর (৮)
এই সংযোগের হেতু। গন্ধ রূপ রস ;—
সমস্ত জগত,—সূক্ষ্মপরমাণু-জাত,
করে প্রকটিত নানারূপে এক (৯) জ্ঞান

(১) জাতি। (২) ভব। (৩) উপাদান। (৪) তৃষ্ণা। (৫) বেদনা।
(৬) স্পর্শ। (৭) ষড়ায়তন। (৮) নামরূপ। (৯) বিজ্ঞান।

বুঝিলেন সংস্কার এ জ্ঞানের মূল ;
সংস্কার ভ্রমজ্ঞান অবিদ্যা-সম্ভূত।
নহে সত্য রূপ রস,—একে দেখে যাহা
সুরূপ সুন্দর, অন্যে দেখে তা বিরূপ।
এ অসত্য রূপ রস ভাবে সত্য নর
অবিদ্যার মোহে ঘোর, আমিও আমার—
এই অহঙ্কার-জ্ঞানে হ'য়ে প্রতারিত।
বুঝিলেন মহাযোগী, হইলে নিরোধ
অহঙ্কার, ভ্রমজ্ঞান হ'লে তিরোহিত,
জানিলে অসত্য রূপ রস জগতের,
হইবে না মুগ্ধ তাহে ইন্দ্রিয় ও মন,
করিবে না পাপকর্ম্মরত মুগ্ধ নর।
পাপকর্ম্ম-ফলে জন্ম হইবে না আর ;
জরা-ব্যাধি-মরণের হইবে নির্ব্বাণ।
ধীরে ধীরে মহানিশি হইল প্রভাত।
অরুণ-উদয় সহ উঠিল ভাসিয়া
অরুণের মত এই নির্ব্বাণের জ্ঞান
যোগীর হৃদয়াকাশে। এত কাল পরে,
ছয় দীর্ঘ বৎসরের তপস্যার পরে,
পূর্ণ আজি মনোরথ। যেই জ্ঞান তরে

হইলেন রাজপুত্র সন্ন্যাসী ভিখারী,
করিলেন ছয় বর্ষ তপস্যা কঠোর
অলৌকিক চিন্তাতীত, করিলেন ক্ষয়
মনোহর কলেবর—,তরু কুসুমিত ;
সহিলেন অনাহারে, অঙ্গে অনাবৃত,
ছয় শীত, ছয় গ্রীষ্ম, ছয় বরিষার
ঘোরতর বরিষণ ; সে দুর্লভ জ্ঞান
হইয়াছে প্রকটিত হৃদয়ে তাঁহার।
হৃদয়ে তাঁহার আর নাহি চঞ্চলতা,
নাহি আশা, নাহি তৃষ্ণা, নাহি অনুরাগ,
নাহি অবিদ্যার ছায়া ; হৃদয় তাঁহার
নির্বাত নিষ্কম্প মহাশান্তিপারাবার !
নাহি কর্ম্মফল-রেখা, পুনর্জন্ম-বীজ,
তাহার জীবন-পথে, দুঃখের দাহন।
জন্মের নির্ব্বাণ, আর নির্ব্বাণ মৃত্যুর,
হইয়াছে সর্ব্বরূপ দুঃখের নির্ব্বাণ।
নির্ব্বাণের জ্ঞানালোকে হৃদয় তাঁহার
সুশীতল সমুজ্জ্বল ! কত জন্মান্তরে,
কত জন্মমৃত্যুচক্রে করিয়া ভ্রমণ,
সহিয়া অশেষ দুঃখ অশেষ যোনিতে,

কত সাধনায় হায়! কত তপস্যায়
নির্ব্বাণের পূর্ণবুদ্ধি আয়ত্ত তাঁহার,
সিদ্ধার্থ সিদ্ধার্থ আজি, **বুদ্ধ অবতার ;**
সে অশ্বত্থ **বোধিদ্রুম !** মহাকাল-স্রোতঃ
ছুটিল পবিত্র নাম গাইয়া গাইয়া
মহাভবিষ্যত-গর্ভে অনন্ত অসীম,
অসংখ্য মানব-প্রাণে,—সুপ্ত, অনাগত,—
বরষি নির্ব্বাণ-সুধা অজস্রধারায়
বহিল পবিত্র নাম পুণ্য সমীরণ ;
ভাসিল সে নাম প্লাবি বিশ্বচরাচর।
শুনিলেন বুদ্ধদেব নক্ষত্রে নক্ষত্রে
হইতেছে নাম গীত, স্বর্গে দেবগণ
গাইতেছে নামগাথা, করিছে বর্ষণ
অজস্র কুসুমরাশি, সুধা নিরুপম।
পুলকে ভরিল প্রাণ, পুলকে পূরিত
হইল শরীর শীর্ণ, পলকে পলকে
হইতে লাগিল সেই দেহ সঞ্জীবিত।
বহুক্ষণ এ পুলকে থাকি নিমজ্জিত,
—অমৃত-শশাঙ্ক-গর্ভে,—স্থির অবিচল,
ধীরে ধীরে বুদ্ধদেব মেলিলা নয়ন,

মেলিলা অরুণ-আঁখি দিবস যেমন।
প্রভাত শর্ব্বরী ; ধীরে অরুণে রঞ্জিত
হইতেছে পূর্ব্বাকাশ,—নবধর্ম্মালোকে
মানব-অদৃষ্টাকাশ হতেছে উজ্জ্বল।
বৃক্ষে বৃক্ষে বসি সুখে প্রভাত-কাকলী
গাইছে বিহঙ্গচয়, আনন্দে মানব
বসি যেন নবধর্ম্মবৃক্ষের ছায়ায়
গাইছে নির্ব্বাণগাথা ; নবধর্ম্ম-মত
বহিতেছে প্রভাতের নব সমীরণ
ধীর, শান্ত, সুশীতল ; নির্ব্বাণের সুখে
পূর্ণ যেন জীবগণ, বিশ্বচরাচর।

---

(১৬)

প্রচার।

সপ্ত দিবা সপ্ত নিশি বোধিতরুমূলে
রহিলেন বুদ্ধদেব পূর্ণনিমজ্জিত
নির্ব্বাণের মহানন্দে অনন্ত অসীম,—
অনন্ত আলোক-সিন্ধু শান্ত সুশীতল।
নির্ব্বাণ-আনন্দালোক-গর্ভে চরাচর
দেখিলেন বুদ্ধদেব যেন ভাসমান,

জরা-মরণের দুঃখ হয়েছে বিলীন।
নির্ব্বাণ-আনন্দগীত জড় অচেতন
গাইতেছে গ্রহে গ্রহে ; আসি দেবগণ
ধরাতলে, নির্ব্বাণের আনন্দে অধীর,
করিতেছে অভিষিক্ত সে আনন্দ নীরে
তাঁহার চরণাম্বুজ, বোধিতরুবরে,
শত শত স্বর্ণকুম্ভে ; হতেছে প্রণত
বার বার পুণ্যক্রম করি প্রদক্ষিণ।
সপ্তাহ দ্বিতীয় দেব-নেত্রে নির্নিমেষ
চাহিয়া আতলশীর্ষ সেই পুণ্যক্রম
হইল অতীত সুখে। সপ্তাহ তৃতীয়
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই পুণ্যতরুতলে
নির্ব্বাণ-আনন্দে মগ্ন হইল অতীত,
চাহিয়া চাহিয়া স্নেহসজলনয়নে
তরুবরে। সুপবিত্র ছায়ায় যাহার
তাঁহার সকল আশা হইল সফল,
লভিলেন বুদ্ধ-জ্ঞান, সুখ নির্ব্বাণের,
নাহি চাহে প্রাণ যেতে ছাড়িয়া তাহারে।
চতুর্থ সপ্তাহ বনে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
সপ্তাহ পঞ্চম ষষ্ঠ নানা তরুমূলে,

সপ্তাহ সপ্তম নীল নৈরঞ্জনা-তীরে
তারায়ণ তরুতলে তারায়ণ বনে,
নির্ব্বাণের উপভোগে হইল অতীত।
নাহি ক্ষুধা, নাহি তৃষ্ণা, পূর্ণ সিন্ধুমত
নির্ব্বাণ-সুধায় পূর্ণ হৃদয় তাঁহার
শান্ত, স্থির, অবিচল। হইলে অতীত
এরূপে সপ্তাহ সপ্ত, উরুবিল্বপথে
যাইতে উৎকলবাসী বণিকযুগল,
এপুর ভল্লিক ভ্রাতা, চক্র শকটের
হইল প্রোথিত ভূমে; খুঁজিতে সহায়
নিরখিল সৌম্যমূর্ত্তি তারায়ণমূলে।
ভক্তিভরে উপহার দিল খাদ্য নানা
মধু ইক্ষুখণ্ড সহ; ইক্ষুখণ্ড মধু
করিলেন বুদ্ধদেব আনন্দে গ্রহণ;
লভিলেন তৃপ্তি করি ক্ষুধা নিবারণ।
দিন যায়, রাত্রি যায়। বসিয়া একাকী
তারায়ণ তরু-তলে ভাবিলেন মনে—
"এরূপ নির্জ্জনবাস যোগ্য কি আমার?
পাইয়াছি যেই ধর্ম্ম দুর্ব্বোধ গম্ভীর,
কে বুঝিবে এই ধর্ম্ম, করিবে গ্রহণ?

আমার নির্ব্বাণধর্ম্ম,—তৃষ্ণার নিরোধ,
শ্রুতি-স্মৃতি-বিপরীত,—এই আর্য্যভূমে
শ্রুতিতে প্লাবিত, কাম্যকর্ম্মে প্রণোদিত,
কে শুনিবে, কে বুঝিবে, করিবে গ্রহণ ?
না বুঝে, অবজ্ঞা ঘোর করিবে নিশ্চয়।
শ্রুতিজাত কামনার স্রোতে খরতর
ভাসিছে ভারতভূমি ; করিয়া কামনা
স্বর্গভোগ, সুখভোগ, রাজ্য, ধন, যশঃ,
করে যাগ যজ্ঞ নর ; তারা কি কখন
করিবে কঠোর—যজ্ঞ কামনা-নিরোধ ?
বুঝিবে কি কামনার নির্ব্বাণই সুখ ?
অসম্ভব, অসম্ভব। নিশ্চয় আমার
উচিত নির্জ্জনবাস। নির্ব্বাণের সুখে
করিব নির্জ্জনে এই দেহের নির্ব্বাণ।”
দেখিলেন বুদ্ধদেব বহিতেছে বেগে
করাল কালের স্রোতঃ অনন্ত অসীম।
অনন্ত অসংখ্য জীব ডুবিয়া ভাসিয়া,
ভাসিয়া ডুবিয়া পুনঃ, শত শত বার,
সহিয়া অশেষ দুঃখ জরা-ব্যাধি-করে,
জ্বলিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ কামনা-অনলে,

করিতেছে হাহাকার। সংসারের ভয়ে
ভীত এক দিকে, অন্য দিকে সংসারের
তৃষ্ণায় ব্যাকুল। ঘোর লবণসলিল
যত করিতেছে পান, তৃষ্ণায় আকুল
তত হইতেছে প্রাণ। এই আবর্ত্তনে
পড়িয়া মানবজাতি, না পাইয়া পথ,
করিতেছে হাহাকার। চাহিয়া চাহিয়া
কৃতাঞ্জলি তাঁর পানে করুণ-নয়নে
মাগিছে করুণা ভিক্ষা, কহিছে কাঁদিয়া,
আগত ও অনাগত জীব সংখ্যাতীত—
"হায় কিবা খেদ! অনন্ত মানব সদা
সহিতেছি এই দুঃখ জরা-মৃত্যু-করে!
ভগবান্ বোধিজ্ঞান লভিয়া সম্যক,
লভিয়া নির্ব্বাণতত্ত্ব, হায়! মনোনীত
করিলা নির্জ্জনবাস। হৃদয় তাঁহার
দ্রবিল না; হইল না দয়ার সঞ্চার
জীবদুঃখে ঘোরতর; জীবের উদ্ধার
হইল না,—জীবে দয়া কে করিবে আর?
ভগবন্! দয়াময়! কর দয়া জীবে!
মায়াসুত! কর দয়া মায়াসুতগণে!

দুঃখের-নির্ব্বাণ-বুদ্ধি লভিয়া জগতে
তুমি **বুদ্ধদেব**; জীব করিতে উদ্ধার
আসিয়াছ যথাকালে, তুমি **তথাগত**;
জীবের উদ্ধার-পথে গতি তব শুভ্র,
সুগত তোমার নাম। কর দয়া জীবে!
তোমার নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম করিয়া প্রচার
করিয়া উদ্ধার জীব, কর সিদ্ধ তুমি
জীবের সর্ব্বার্থ, দেব! হউক সফল
তোমার **সিদ্ধার্থ** নাম। যাউক ভাসিয়া
কালগর্ব্ভে তব নাম করি বিতরণ
নির্ব্বাণ-অমৃত জীবে যুগ-যুগান্তর।"
এই হাহাকার, এই ভিক্ষা করুণার
দ্রবিল হৃদয়; দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-বন্ধন
করিল শিথিল; বুদ্ধ করিলেন স্থির
করিবেন নবধর্ম্ম জগতে প্রচার।
কিন্তু হায়! উপদেশ কাহাকে প্রথম,
করিবেন? শ্রদ্ধাবান বিনয়ী তেমন,
হৃদয় অপক্ষপাতী, মোক্ষ-অভিলাষী,
কে আছে শুনিবে ধর্ম্ম, শুনিয়া বুঝিবে,
বুঝিয়া করিবে তাহা গ্রহণ, ধারণ?

কোথায় এমন পাত্র ? হইল স্মরণ
রামপুত্র রুদ্রকেরে। কোথায় এখন
রামপুত্র ? বুদ্ধদেব বসিলেন ধ্যানে ;
দেখিলেন সপ্তদিন হইল অতীত
রামপুত্র কালগত। আবাড়কালাম
তখন পড়িল মনে। কোথায় সে এবে ?
আবার বসিয়া ধ্যানে দেখিলা সুগত
তাহার জীবনলীলা হইয়াছে শেষ
তিন দিন। বুদ্ধদেব ছাড়িয়া নিশ্বাস
কহিলেন—"তবে ধর্ম্ম কহিব কাহারে ?"
তখন পড়িল মনে শিষ্য পঞ্চজনে।
কোথায় তাহারা ? ধ্যানে দেখিলেন দেব
আছে তারা মৃগদায়ে * বারাণসীধামে।
যাইবেন বারাণসী করিলেন স্থির
শিষ্য পঞ্চে নবধর্ম্মে করিতে দীক্ষিত।
চলিলেন বারাণসী, ছয় বর্ষ পরে
ত্যজি নৈরঞ্জনা-তীর, ত্যজি বোধিদ্রুম,
ত্যজি মহাতীর্থ সেই পবিত্র কানন

* বর্ত্তমান শরনাথ।

মানবের ; মানবের আশা সুখতারা
চলিল করিতে দুঃখ-রজনী প্রভাত।
পথশ্রান্ত রবিতাপে আছেন বসিয়া
শীতল ছায়ায় বুদ্ধ ; বৃদ্ধ আজীবক
দেখিল সে সৌম্যরূপ যাইতে চলিয়া।
অপূর্ব্ব মুখশ্রী, সেই কান্তি শরীরের,
দেব-আভা দুনয়নে, দেখি আজীবক
হইল বিস্মিত, মুগ্ধ ; বসিল তথায়।
সম্ভাষণ অন্তে বৃদ্ধ কহে—"আয়ুষ্মন্!
তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম, কান্তি বদনের,
গাত্রবর্ণ দেখিতেছি পবিত্র নির্ম্মল।
গৌতম ! কাহার শিষ্য কহ তুমি শুনি ?
এ আশ্চর্য্য ব্রহ্মচর্য্য শিখিলে কোথায় ?"
জলদপ্রতিমকণ্ঠে বুদ্ধ উত্তরিলা—
"হয়েছি সম্বুদ্ধ আমি একক, ব্রাহ্মণ !
করিয়াছি পাপক্ষয়, হয়েছি নির্ম্মল।"
জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মণ—"তবে আচার্য্য কি তুমি ?"
"অহমেব"—বুদ্ধদেব করিলা উত্তর।
"জিন তুমি ?"—ক্রোধে বিপ্র করিল জিজ্ঞাসা।
"জিন আমি, সর্ব্বপাপ করিয়াছি জয়।"—

হইল উত্তর তেজে। বৃদ্ধ আজীবক
ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, গর্ব্বী; গর্ব্বে, অভিমানে,
পড়িল আঘাত দৃঢ়; সমধিক ক্রোধে
জিজ্ঞাসে—"এখন তুমি যাইবে কোথায়?"
উত্তর—"যাইব কাশী। অন্ধে দিব চোক;
অমৃত-দুন্দুভি আর শুনাব বধিরে।
হয় নাই ইহলোকে যে ধর্ম্ম প্রচার,
করিব সেখানে সেই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত
দুঃখের নির্ব্বাণ-দ্বার করি উদ্ঘাটিত।"
কাশীবাসী অন্ধ! কাশী-নিবাসী বধির!
মহাতীর্থ কাশীধামে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন!—
জ্বলন্ত অনলে ঘৃত হইলে পতিত।
ব্রাহ্মণ উন্মত্ত ক্রোধে, শুভ্র ভ্রূযুগল
করিয়া কুঞ্চিত, মুখ করিয়া বিকৃত,
হাসিয়া বিকট হাসি চলিল কহিয়া—
"এ পথ তোমার, আর এ পথ আমার।"
যাইত উত্তরে বিপ্র, যাইবেন বুদ্ধ
সেই পথে, ক্রোধে বিপ্র চলিল দক্ষিণে।
চলিলেন বুদ্ধ। ক্রমে ভাগীরথী-তীরে
হইলেন উপনীত। কহিলা নাবিকে—

"দয়া করি কর পার।" কহিল নাবিক—
"দেও পণ্য, করি পার।" কাতরে সুগত
কহিলেন—"পণ্য আমি পাইব কোথায়?
দীন হীন ভিক্ষু আমি; দিতে মূল্য আমি
অক্ষম একটি ভগ্ন পাত্র মৃত্তিকার।"
কহিল নাবিক পুনঃ—"পণ্যজীবী আমি;
স্ত্রী পুত্র আমার আছে; করিব না পার
নাহি দেও পণ্য যদি।" আকাশে তখন
যাইছে বলাকাশ্রেণী, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ
করিয়া কহিলা বুদ্ধ—"বলাকার মালা
ওই দেখ যাইতেছে নদী অতিক্রমি!
দিয়াছে কি পণ্য তারা? যোগবলে বৎস!
আকাশের পথে আমি হই যদি পার
কোথা পাবে পণ্য তব?" হাসিলা ঈষদ।
সেই হাসি, সেই মূর্ত্তি,—চক্ষু নাবিকের
খুলিল, প্রণত পদে হইয়া নাবিক,
যিনি করিবেন পার সংখ্যাতীত জীব
এই ভব-ভাগীরথী, আনন্দে তখন
তাঁহাকে করিল পার ভক্তিতে অধীর।
বহুদেশ জনপদ করি অতিক্রম

হইলেন উপনীত বারাণসীধামে
ভারতের মহাতীর্থ। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে
শোভিতেছে কাশী নীলা ভাগীরথীতীরে
নীলাকাশে অর্দ্ধ শশী। হর্ম্ম্য শত শত
সোপান-চরণ জলে করি নিমজ্জিত
দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ মহাযোগী মত
ভস্ম আচ্ছাদিত দেহ। শাস্ত প্রতিবিম্ব
পড়ি শান্ত সলিলেতে, দুইটি ত্রিদিব
বিকাশিছে কিবা শান্তি পবিত্রতাময়।
দেবালয়, বিদ্যালয়, শতসংখ্যাতীত
শোভিতেছে স্থানে স্থানে। যোগী শত শত,
পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, বিপ্র, আছে নিমজ্জিত
অধ্যয়নে, কিম্বা নানা শাস্ত্র আলাপনে।
ঢাক, ঢোল, কাংস্য, ঘণ্টা, করতাল রবে
পরিপূর্ণ কাশীধাম, লোক-কোলাহলে।
সোপান, সৈকত, জল, স্থল, রাজপথ
আচ্ছন্ন মানবে, নানা বাসে বিচিত্রিত।
সোপানে, সৈকতে, জলে বক্ষ নিমজ্জিত
কত কণ্ঠে, কত স্তোত্র হইতেছে গীত
কত নরনারী-কণ্ঠে ; মন্থরে বহিয়া

যাইছেন ভাগীরথী বহি পুষ্পভার,
অগুরুচন্দন পুষ্পগন্ধে সুবাসিত।
ধর্ম্মকোলাহলে পূর্ণ বারাণসীধামে
বুদ্ধ করিলেন স্থির করিতে প্রচার
নবধর্ম্ম ভেরী-রবে, দুন্দুভি-নির্ঘোষে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেব আসি মৃগদাবে
দেখিলেন পলাতক শিষ্য পঞ্চজন।
দেখি দূরে কহে তারা—"ব্রত ভঙ্গ করি
আসে শাক্য, হইয়াছে তপস্যা নিষ্ফল।"
আসিলে নিকটে বুদ্ধ, মহিমা-মণ্ডিত
দেখি সেই শান্ত মূর্ত্তি, করুণ নয়ন
জ্ঞানদীপ্ত, নিরখিয়া কহি এক স্বরে—
"গুরুদেব! গুরুদেব!" হইল প্রণত।
ধীরে ধীরে সন্ধ্যাদেবী ধূসরা যোগিনী,
ধূসরা কুন্তলা বালা, ধীরে নিশীথিনী
উপাসিকা কুলনারী, নীলমণিময়
পুষ্পপাত্রে মনোহর, শ্বেতপুষ্পনিভ
লইয়া নক্ষত্ররাশি, অনন্তরূপিণী
আসিলেন মহাতীর্থে। ধীরে আরতির
কোলাহল নীরবিল, হইল নীরব

চরাচর, কাশীধাম স্বষুপ্ত নীরব।
দ্বিতীয় প্রহর নিশি; নক্ষত্র-খচিত
অনন্ত গগনতলে বসি যোগাসনে
চাহিয়া অনন্ত নৈশ গগনের পানে
কহিলেন বুদ্ধদেব—"আয়ুষ্মন্‌গণ!
করিও না তর্কজালে বিক্ষিপ্ত আমায়।
কি চাহ তোমরা? চাহ হিত? চাও সুখ?
দুঃখের নির্ব্বাণ? কাল করিও না ক্ষয়।
হইয়াছি বুদ্ধ আমি; পাইয়াছি আমি
নির্ব্বাণের মহাবুদ্ধি; পেয়েছি নির্ব্বাণ।
আইস, তোমরা বৎস! করিব প্রদান
সে অমৃত, সেই ধর্ম্মে করিব দীক্ষিত।
তোমরা হইবে বুদ্ধ; জরা জন্ম আর
হইবে না; ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ তোমাদের।"
করযোড়ে পঞ্চ শিষ্য বসি পদতলে
শুনিল সে ধর্ম্ম-চক্র; হইল দীক্ষিত
নবধর্ম্মচক্রে; নিশি হইল প্রভাত।
সে দিন হইতে শত শত নরনারী
পবিত্র নির্ব্বাণ-ধর্ম্মে হইল দীক্ষিত,—
পণ্ডিত, নির্ধন, ধনী, মূর্খ, গৃহী, যোগী,

শুনি মনোমুগ্ধকর উপদেশ-গাথা।
দিন দিন যশোরাশি হইল বিস্তৃত
চারিদিকে, বারাণসী করি বিপ্লাবিত।
বর্ষা অন্তে বহু শিষ্যে হইয়া বেষ্টিত
চলিলা মগধে পুনঃ। আছেন বসিয়া
এক দিন গন্ধহস্তি পর্ব্বতে গয়ায়
সহ শিষ্য, দার্শনিক পণ্ডিত কাশ্যপ
অগ্নিহোত্র সুবিখ্যাত বসিয়া নিকটে।
অদূরে উঠিল জ্বলি ঘোর দাবানল।
গৌতম চাহিয়া সেই ভীম অগ্নি পানে
কহিলা—"কাশ্যপ! দেখ বেগে দাবানল
জ্বলিতেছে কি ভীষণ! হায়! নরনারী
যত দিন থাকে মোহে অবিদ্যা-অধীন,
দহে চিত্ত তাহাদের কামনা-অনলে
এইরূপে, জগতের গন্ধ রূপ রস
যত করে অনুভব, সুখের কামনা
বাড়ে তত, তত দুঃখ হয় ঘনীভূত;
তত জন্ম-মৃত্যু-চক্রে হয় আবর্ত্তিত।
আমার নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম-মন্দিরের দ্বার
ইন্দ্রিয়সংযম; শান্তিপূর্ণ অভ্যন্তর।

এই দ্বারে প্রবেশিলে বহ্নি বাসনার
নাহি পারে উত্তেজিত করিতে হৃদয়।
ইন্ধনবিহনে অগ্নি হয় নির্ব্বাপিত।
ইন্দ্রিয়ে না যোগাইলে বিষয়-ইন্ধন
কামনার দাবানল হয় নির্ব্বাপিত,
কাশ্যপ! মানব শান্তি লভে অবিচল,
কামনা নির্ব্বাণে হয় দুঃখের নির্ব্বাণ।"
কাশ্যপ লইল দীক্ষা। চলিলেন বুদ্ধ
রাজগৃহে মগধের মহারাজধানী।
যষ্টিবনে শিষ্যসহ আছেন বসিয়া
লোকারণ্যে, বিম্বিসার মগধ সম্রাট
বসি সসম্ভ্রমে পার্শ্বে। কহিলা কাশ্যপে—
"কাশ্যপ! বৈদিক ধর্ম্ম তেয়াগিলে কেন,
কহ শুনি।" করযোড়ে কহিলা কাশ্যপ—
"স্বর্গ অপবর্গ আর ইন্দ্রিয় সুখের
কামনা যে ধর্ম্মে প্রভু করে উদ্দীপিত,
সে ধর্ম্মে কেমনে হবে কামনা-নির্ব্বাণ?
কামনার দাস শান্তি পাইবে কেমনে?
তুচ্ছ নর, গুরুদেব! আপনি জলধি
হয়েন অশান্ত, বক্ষে বহিলে ঝটিকা।"

নবধর্ম্মে বিম্বিসার হইলা দীক্ষিত,
হইলা দীক্ষিত দুই ব্রাহ্মণ-কুমার
খ্যাত সরিপুত্র মৌদগল্যায়ন আর!
এই দীক্ষা চতুষ্টয়, দীক্ষা সম্রাটের,
করিল মগধরাজ্য পূর্ণ বিপ্লাবিত।
মগধ সাম্রাজ্য গর্ব্বে হইল স্থাপিত
বৌদ্ধধর্ম্ম-মহাধ্বজা, উড়িল আকাশে
বৌদ্ধধর্ম্ম-বৈজয়ন্তী ঝলসি গগন!

---

(১৭)

সংসার শ্মশান।

মগধের বেণুবনে উপবিষ্ট বুদ্ধদেব
শিষ্যসহ, গুল্মমধ্যে যেন তরুবর।
শৈশবের সহচর আসি পিতৃ-দূত কহে
প্রণমি চরণে, করি কৃতাঞ্জলি কর,—
"হায় দেব! কত দূত পাঠাইলা পিতা তব,
কেহ না ফিরিল রাজ্যে, গেল প্রব্রজ্যায়।
আসিয়াছে এই দাস তোমার শৈশব সখা,
পাষাণে বাঁধিয়া বুক লইতে তোমায়।

"বাজিতেছে ধর্ম্মভেরী—দেশ দেশান্তরে তব,
বাজিবে না শুধুই কি কপিলনগরে ?
ধর্ম্মের আলোক তব ছুটিয়াছে রাজ্যে রাজ্যে,
শাক্যরাজ্য রহিবে কি নিবিড় তিমিরে ?
ধর্ম্মের অমৃত তব সংখ্যাতীত নর নারী
করিয়াছে, করিতেছে, পান অনিবার ;
কেবল কি শাক্য জাতি পাইবে না সেই সুধা,
জনক, জননী, পত্নী পাইবে না আর ?
আকুল সে শাক্যরাজ্য, আকুল কপিলবস্তু,
আকুল জননী তব, জনক আকুল ;
আকুল গোপার প্রাণ পাইতে সে ধর্ম্মসুধা,
সোণার পুতুল শিশু আকুল রাহুল।
রাজার জীবন-দীপ হায় ! নির্ব্বাপিতপ্রায় ;
নৃপতি নির্ব্বাণ পূর্ব্বে দেখিতে কাতর
তোমার পবিত্র মুখ ; কাতর ত্যজিতে দেহ
তব ধর্ম্মামৃত পান করি, যোগিবর !
তুমি করুণার সিন্ধু, মাগিছে করুণা তব
তোমার জনক বৃদ্ধ জীবন-সন্ধ্যায়।
মাগিতেছে শাক্যপুরী, মাগিতেছে শাক্যরাজ্য,
তোমার করুণা ভিক্ষা আকুল তৃষ্ণায়।"

অমিতাভ।

মধুর বসন্তকাল, মলয় অনিল ধীরে
বহিছে মধুরে মধু ঢালিয়া ধরায় ;
সে মধুর পরশনে ফুটিয়াছে ফুলরাশি,
ছুটিয়াছে সুধাস্রোত বিহঙ্গগলায়।
আকাশের নীলিমায় ভাসিতেছে কি মাধুরী,
ভাসিতেছে কি মাধুরী বসুধা শ্যামায় !
কি মাধুরী চন্দ্রকরে, কি মাধুরী সরোবরে,
বহিতেছে কি মাধুরী তটিনীধারায় !
বসন্ত-পরশে বিশ্বে ভাসিতেছে কি পুলক,
সাধকের দেহে যেন দেব-পরশনে !
বিশ্বের হৃদয়ে যেন হইয়াছে সঞ্চারিত
নির্ব্বাণের মহাসুখ বসন্তের সনে।
পথে নির্ব্বাণের স্রোতে ভাসাইয়া বহু রাজ্য
আসিলেন বুদ্ধদেব কপিলনগরে,
নগর-বাহিরে বনে রহিলেন শিষ্যসহ,
ছুটিল নগরবাসী আকুল অন্তরে।
নীরব আনত মুখে, ভিক্ষাপাত্র হেম করে,
গৈরিকে আবৃত হেম-বপু জ্যোতির্ম্ময়,
জটার কিরীট শিরে, কাঞ্চন শেখরে যেন
হইয়াছে শরতের মেঘের উদয়।

খচিত সুবর্ণ যানে, রতন মুকুট শিরে,
মণ্ডিত রতনজালে যে নগরে হায়!
বেড়াইত রাজপুত্র, আজি এই দীন বেশে
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে ভ্রমিছে তথায়।
নগরের নরনারী কাঁদিয়া আকুল শোকে
বেষ্টিয়া ভিক্ষুকে, ভিক্ষা কে দিবে তাঁহারে?
নরনারী-অশ্রুজলে ভিজিতেছে ভিক্ষা-পাত্র,
হইল কপিলবস্তু পূর্ণ হাহাকারে।
অতি বৃদ্ধ নরপতি দাঁড়াইয়া রাজদ্বারে
দেখিছেন এ পবিত্র শোক-অভিনয়,
অচল হৃদয়-যন্ত্র, অচল নিষ্প্রভ নেত্র,
বহিতেছে ধীরে ধীরে অশ্রুধারাদ্বয়।
সুগম্ভীর পাদক্ষেপে ধীরে ধীরে অতি ধীরে
প্রীতির পবিত্র মূর্ত্তি আসিলে দুয়ারে,
চাপিয়া রাখিতে আর না পারিয়া শোকোচ্ছ্বাস,
রোদন করিয়া বৃদ্ধ কহিলা কুমারে—
"সিদ্ধার্থ!—সন্ন্যাসি!—প্রভু! কেন ভিক্ষা পথে [illegible],
এই ক'টি সন্ন্যাসীর যোগাতে আহার
অক্ষম কি শুদ্ধোদন?" গৌতম বিনীতকণ্ঠে
কহিলেন—"মহারাজ! বংশের আমার

এই ভিক্ষাবৃত্তি ধর্ম্ম।" চাপি শোক শুদ্ধোদন
কহিলেন—"আমাদের গৌরব জনম
রাজবংশে,—সূর্য্যবংশে ; কেহ ত কখন আর
করে নাহি এই বংশে ভিক্ষা আচরণ।"
আবার বিনীতকণ্ঠে কহিলেন বুদ্ধদেব—
"মহারাজ! রাজবংশে জন্ম আপনার।
দীন ভিক্ষাব্যবসায়ী পূর্ব্ব বুদ্ধদের বংশে
যোগবলে জন্ম আমি লভেছি আবার।
দুর্ল্লভ পৈতৃক ধন পাইয়াছি আমি যাহা,
আনিয়াছি প্রীতিভরে দিতে উপহার।"
প্রসারিত ভিক্ষাপাত্র নৃপতি লইয়া করে,
চলিলেন অন্তঃপুরে লইয়া কুমার!
নবীন সন্ন্যাসী ধীরে আসিছেন অন্তঃপুরে,—
কহিলেন প্রজাবতী শোকে উচ্ছ্বসিত,—
"হায়! নৃপতির করে এইরূপে ভিক্ষাপাত্র
দিলেন বিধাতা!"—রাণী হইলা মূর্চ্ছিত।
বসি বুদ্ধ ধরাতলে, অঙ্কেতে মূর্চ্ছিতা মাতা,
ডাকিলেন "মা! মা!" বলি কণ্ঠে করুণার।
মায়ের ভাঙ্গিল মূর্চ্ছা, ধীরে মেলিলেন আঁখি,
কহিলেন স্বপ্নে যেন—"হৃদয়ে আমার

কে ঢালিল এই সুধা, কে ডাকিল মা মা বলি
আমার সিদ্ধার্থ মত, এ ছল কাহার ?
সাত বর্ষ, সাত যুগ, যেই ভীম দাবানল
জ্বলিছে আমার এই বুকে অনির্ব্বাণ,
তাহাতে অমৃত-বারি কে ঢালিল মা মা বলি,
আসিল কি পুত্র মোর যুড়াইতে প্রাণ ?
এ যে সিদ্ধার্থের কণ্ঠ, এ যে সিদ্ধার্থের মুখ,
সিদ্ধার্থের স্নেহভরা যুগল নয়ন,
যশোদা দুঃখিনী আমি, কে চিনিতে পারে আর
সেই চোক সেই মুখ আমার মতন ?
কে তুমি কহ না, দেব ! আমার পুত্রের রূপ
ধরিয়া আসিলে তুমি ছলিতে আমায় ?
আমার অনাথা বধূ, যৌবনে যোগিনী গোপা,
কে তুমি আসিলে বল ছলিতে তাহায় ?
পুত্র মোর বনে বনে কি কঠোর তপস্যায়
অনাহারে অনিদ্রায় কাটিছে জীবন,
পুত্রবধূ গৃহে বসি কি কঠোর তপস্যায়
কাটিছে জীবন পতি-ধ্যানে নিমগন।
মহারাজ ! মহারাজ ! ধ্বংস কর রাজপুরী,
ধ্বংস কর বিলাসের প্রাসাদ উদ্যান !

কুমারের বন গৃহ! বধূর প্রাসাদ বন!—
কত দিন সবে আর মায়ের পরাণ!
না—না—এ ছলনা নহে, এ যে সিদ্ধার্থের মুখ,
সিদ্ধার্থের এই চোক, সোণার বরণ।
মহারাজ! মহারাজ!" বসিয়া বিবশা রাণী—
"আমার সিদ্ধার্থ এ যে, এ ত দেব নয়।
ফেলে দাও ভিক্ষাপাত্র, আন রাজ-আভরণ,
তাহার এ বেশে মম বিদরে হৃদয়!"
সিদ্ধার্থ নীরব স্থির; শুদ্ধোদন কহে শোকে—
"হায়! রাণি! বৃথা শোক কর পরিহার!
তোমার সিদ্ধার্থ দেখ লভিয়াছে দেবজন্ম,
দেখ নর-নারায়ণ কুমার তোমার।
তুচ্ছ রাজ-আভরণ ওই গৈরিকের কাছে,
জটার কিরীট কাছে মুকুট রাজার;
ওই ভিক্ষাপাত্র কাছে, কোন রাজকোষ আছে
করিবেক বিনিময় স্থান আপনার।
পাইয়াছে যেই রাজ্য পুত্র তব অনশ্বর,
স্থানে কালে সীমা নাহি হইবে তাহার।
পাইয়াছে যেই ধন সর্ব্বদুঃখনিবারণ,—
চাহ সেই রাজ্যে স্থান, সেই ধন আর।

কিন্তু ওই শান্ত স্থির অমিতাভ দেবরূপ,
ওই নর-নারায়ণ, পতি কি গোপার !
জগতের পতি তিনি, ছুঁইতে তাঁহার পদ,
মানবী গোপার কিবা আছে অধিকার !
বুঝি তাঁর পরশনে হইতেছে কলুষিত
সে পবিত্র পদাম্বুজ,—উঠিলা শিহরি।
মনে করিলেন স্থির লইবেন অধিকার,
লভিবেন ভবার্ণবে সেই পদতরী।
সোণার পুতুল শিশু নীরব নিস্পন্দ স্থির,
বিস্ময়ের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি রয়েছে চাহিয়া,
চুম্বিয়া ললাট গোপা, চম্পককলির পত্র,
লইলেন ধীরে রাজবসন খুলিয়া।
চিরিয়া গৈরিকাঞ্চল পরাইলা উত্তরীয়,
কেশে চারু ক্ষুদ্র চূড়া বাঁধিলা সুন্দর,
সুন্দর সন্ন্যাসী শিশু সাজাইয়া রাহুলেরে
আনন্দে কহিলা গোপা অশ্রু দরদর—
"রাহুল ! পিতার কাছে মাগ গিয়া পিতৃধন !"
বিস্ময়ে জিজ্ঞাসে শিশু কাঁদ কাঁদ স্বর—
"কে আমার পিতা মা গো ! আছে কি পিতা আমার ?
কই ত পিতায় মা গো ! দেখিনি কখন ?"

অশ্রু দর দর গোপা কহিলা—"সন্ন্যাসীদেব
তোমার জনক, ওই কর দরশন!
অনন্ত অমৃত ধন আছে বৎস! তাঁর কাছে,
দিতেছেন অকাতরে নরে দয়াধার;
তোমাকে আমাকে তাহা অবশ্য দিবেন তিনি,
মাগ গিয়া পিতৃধন চরণে পিতার।"
রাহুলে লইয়া বুকে বসিলেন জানু পাতি
পতি-পদতলে গোপা, মূর্ত্তি করুণার।
রাহুল কাঁদিয়া কহে—"দেও পিতঃ! পিতৃধন!"
নীরব নিস্পন্দ বুদ্ধ শিষ্যদ্বয় আর।
ছুটিয়া আসিল কক্ষে রাজপরিবারগণ,
বৃদ্ধ রাজা রাণী সহ, করি হাহাকার,
আবার আবার শিশু—"দেও পিতঃ! পিতৃধন!"
কহিছে কাঁদিয়া, অশ্রু বহিছে গোপার।
"দিব পিতৃধন বৎস! পালিব পিতার ধর্ম্ম,
দিব সপ্ত রত্ন"—বুদ্ধ কহিলা গম্ভীরে,
"সারিপুত্র! ভিক্ষাপাত্র,"—আজ্ঞা মাত্র দিল শিষ্য
পত্নী পুত্র করে পাত্র ভাসি অশ্রুনীরে।
প্রজাবতী-পুত্র নন্দ বর-বেশে সুসজ্জিত
ছিল দাঁড়াইয়া, কালি বিবাহ তাহার।

ছিঁড়িয়া সুচারু বেশ, লইয়া উন্মত্তমত
শিষ্যের গৈরিক এক, ভিক্ষাপাত্র আর,
বসিয়া গোপার পার্শ্বে, কহে—"নন্দ ভ্রাতা তব,
তাহাকে ভ্রাতার ধনে দেও অধিকার।"
নীরব নিস্পন্দ বুদ্ধ, কহিলেন ধীরে ধীরে—
"পূর্ণ অধিকার নন্দ দিলাম তোমায়।
কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা কর, বৃদ্ধ পিতা বৃদ্ধা মাতা
যত দিন নরলোকে রবেন জীবিত,
রহিবে নিকটে তুমি, পালিবে পুত্রের ধর্ম্ম,
পবিত্র নির্ব্বাণ-ধর্ম্মে হইয়া দীক্ষিত।"
কাঁদিয়া কহিল নন্দ—"এমন নিষ্ঠুর কথা,
আনিও না মুখে, তুমি দয়া-পারাবার।
জীবে দয়া ধর্ম্ম তব, নন্দ বড় ক্ষুদ্র জীব,
নারায়ণ! তারে দয়া হবে না তোমার?
আজি হ'তে নন্দের যে তুমি পিতা, তুমি মাতা,
তুমি রাজ্য, তুমি ধন, সর্ব্বস্ব তাহার।
আছে বহু পরিজন সেবিবারে পিতা মাতা,
রবে নন্দ সঙ্গে, পদ সেবিতে তোমার।"
চাহিয়া গোপার প্রতি কহিলেন তথাগত—
"বৃদ্ধ পিতা মাতা নাহি লভেন নির্ব্বাণ

যত দিন, রবে তুমি সেবিতে চরণ গোপা!
রবে গৃহ তব পুণ্য তপস্যার স্থান।"
গোপা অবনতমুখে শুনিলেন এ আদেশ,
একটিও রেখা নাহি হ'লো রূপান্তর
তাঁহার প্রশান্ত মুখে; কেবল লইয়া বুকে
কহিলা রাহুলে, চুম্বি ললাট সুন্দর—
"যাও বৎস প্রাণাধিক! যাও জনকের সনে,
পুণ্যের পশ্চাতে যেন সুখ নিরমল,
পতি যার নারায়ণ, পুত্র মা গো! দেবশিশু,
সিদ্ধ তার নারীজন্ম, তপস্যার ফল।"
চলিলেন বুদ্ধদেব পশ্চাতে রাহুল, নন্দ,
দাঁড়াইয়া কক্ষে সব নীরব স্তম্ভিত;
উদ্বেল উচ্ছ্বাসে শাক্য যুবা বৃদ্ধ শত শত
বুদ্ধের চরণ প্রান্তে হইল পতিত।
যুবা বৃদ্ধ শত শত লইল নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম,
চলিল পশ্চাতে বন্যা-তরঙ্গের মত।
গোপার বিলাস-কক্ষ হইল কি মহাতীর্থ!
হইল কি বৈরাগ্যের ক্ষেত্রে পরিণত!
বন্যার কল্লোলমত ব্যাপিয়া বিশাল পুরী
ব্যাপিয়া কপিলবস্তু উঠিল রোদন;

শত শত নরনারী করিতেছে হাহাকার,
কেবল গোপার স্থির প্রশান্ত বদন।
কিছুদিন মহাযোগী থাকিয়া কপিলবনে
করিলেন প্রতিদিন পিতৃ দরশন;
কহিলেন নব ধর্ম্ম; পাইলা নির্ব্বাণামৃত
সংখ্যাতীত নর নারী, পিতা শুদ্ধোদন।

* * * *

কিছু দিন পরে বুদ্ধ শুনিলেন কৌশাম্বীতে
অন্তিম শয্যায় বৃদ্ধ নৃপতি শায়িত।
আসিয়া কপিলপুরে শাক্যকুল-শেষরবি
দেখিলেন হইতেছে ধীরে অস্তমিত।
পুত্ররূপী নারায়ণ নিরখিয়া নরপতি
অন্তিমে হইল চিত্ত শান্তিতে পূরিত,
আনন্দাশ্রু দুনয়নে, হইলেন নরপতি
অনন্ত নির্ব্বাণ-সুখে ধীরে নিমজ্জিত।
পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিলেন লোকনাথ,
ধীরে সেই চিতাবহ্নি হইলে নির্ব্বাণ,
আসি শাক্য-নারীগণ কহে কাঁদি শোকাকুল
"দাসীদেরে পদপ্রান্তে দেও প্রভু! স্থান।"
একে একে শাক্যগণ লইয়া সন্ন্যাসব্রত

লইয়াছে সবে নব ধর্ম্মের আশ্রয়,
অনাথারমণী-পূর্ণ হইয়াছে শাক্যপুরী,
হয়েছে কপিলবস্তু অনাথা-আলয়।
নাহি রাজা, কে করিবে ইহাদের ধর্ম্ম রক্ষা?
বুদ্ধদেব শুনিলেন ভিক্ষা করুণার।
সৃজিলেন সুপবিত্র শুদ্ধ সন্ন্যাসিনীসঙ্ঘ,
হইলেন গোপাদেবী অধিষ্ঠাত্রী তার।
মহাবন বিহারেতে রাখি শিষ্যশিষ্যাগণ,
নির্জ্জন কৌশাম্বী-শৃঙ্গে, শান্তিময় স্থান,
হইলা সমাধিমগ্ন; হইল কপিলবস্তু,
ত্রিদিবপ্রতিম শাক্য-সংসার শ্মশান।

---

(১৮)

লোক-শিক্ষা।

কৌশাম্বীর মনোহর মুকুল পর্ব্বতে,
নিরখিয়া প্রকৃতির শোভা সদ্যস্নাতা,
সমেঘ-বিদ্যুৎ-বারি মণ্ডিতা ভূষিতা,
কাটাইয়া বর্ষা ধ্যানে নির্ব্বাণের সুখে
নিরজনে, চলিলেন করিতে প্রচার
নব ধর্ম্ম নব বলে পুনঃ তথাগত

নব শরতের সহ। "একনালা" গ্রামে
যাইতেছে ভরদ্বাজ ভূস্বামী ব্রাহ্মণ
বহু হল সহ ক্ষেত্রে, ভিক্ষাপাত্র করে
দাঁড়াইলা বুদ্ধদেব দুয়ারে তাহার
নতমুখে। ক্রোধে বিপ্র হইয়া অধীর
কহিল—"শ্রমণ! দেখ করিয়া কর্ষণ
বহু শ্রমে ভূমি, বীজ করিয়া বপন,
উৎপন্ন করিয়া শস্য, করি আহরণ,
করি আমি আপনার জীবনধারণ।
বিনা শ্রমে এ সংসারে আহার কাহারো
নাহি মিলে। তব সুস্থ বলিষ্ঠ শরীর
বলী বলীবর্দ্দ মত, কেন অকারণে
তবে তুমি অপরের হও গলগ্রহ?
কর্ষণ করিয়া ভূমি করগে বপন
বীজ তাহে, মিলিবেক যথেষ্ট আহার।"
বুদ্ধ অবনতমুখে উত্তরিলা ধীরে—
"ব্রাহ্মণ! আমিও ভূমি করিয়া কর্ষণ
বহুশ্রমে, তাহে বীজ করিয়া বপন,
উৎপন্ন করিয়া শস্য করি তা আহার।"
বিস্মিত ব্রাহ্মণ কহে,—"কৃষিজীবী তুমি!

দেখিতে পাই না কই চিহ্নও তাহার।
কোথায় বলদ তব, কোথা বীজ হল ?"
("বিশ্বাস আমার বীজ,"—বুদ্ধ উত্তরিলা—
"আমার শস্তের ক্ষেত্র মানব-হৃদয়।
ধর্ম্ম মম হল, জ্ঞান বলদ আমার,
নির্ব্বাণ আমার শস্য অমর অক্ষয়।")
খুলিল নয়ন, পদপ্রান্তে ভরদ্বাজ
পড়িয়া মাগিলা দীক্ষা, লইলা সন্ন্যাস।
একদা 'অলাবী' বনে দস্যুর কুটীরে
আছেন সমাধিমগ্ন। আসি দুরাচার
কহিল—"কে তুমি এই কুটীরে আমার ?
দূর হও, নহে প্রাণ বধিব এখন।"
মেলিয়া নয়ন বুদ্ধ চাহি দস্যুপানে
চলিলেন—"ও কি জ্যোতি নয়নে ইঁহার !"—
ভাবিতে লাগিল দস্যু—"নহে মানবের
এই মূর্ত্তি ! দস্যু আমি হৃদয় আমার
কঠিন প্রস্তর সম, হইয়া দ্রবিত
সে পাষাণে যেন মূর্ত্তি হতেছে অঙ্কিত।"
কহিলা প্রকাশ্যে দস্যু—"সাধু তুমি যদি,
কহ মানুষের কিবা ধন শ্রেষ্ঠতম ?

তাহার কি কার্য্যে সুখ? কি জীবন শ্রেষ্ঠ?
স্বাদু কিবা শ্রেষ্ঠতম? প্রশ্নের আমার
না দেও উত্তর যদি ধরি পা দু'খানি
গঙ্গার অপর পারে দিব ফেলাইয়া
ওই মাংসপিণ্ড তব।" করুণার হাসি
হাসিয়া কহিলা বুদ্ধ—"করিয়াছ তুমি
বহু জীবহত্যা ভাই! পেয়েছ কি সুখ?
পাইবে কি তাহা তবে বধিয়া আমায়?
কুটীর হইতে হায়! দুর্ব্বল নশ্বর
তব বলবান দেহ। ধ্বংস হবে দেহ
যখন আসিবে মৃত্যু, কে রবে কুটীরে?
পাপকর্ম্ম-ফল মাত্র লইয়া তোমার
যাবে তুমি একা চলি, রহিবে কুটীর।
তোমার প্রশ্নের ভাই! দিতেছি উত্তর—
ধর্ম্ম মানবের ভাই! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন।
ধর্ম্মপালনেই সুখ, সত্য শ্রেষ্ঠ স্বাদু,
জ্ঞানীর জীবন শ্রেষ্ঠ।" জিজ্ঞাসিল ব্যাধ—
"কিরূপে করিব জন্ম-ক্লেশ অতিক্রম?
কিরূপে হইব পার জীবন-সাগর?
কিরূপে হইব শুদ্ধ, দুঃখের অতীত?"

উত্তরিলা বুদ্ধদেব—"কর্ম্মফলে জন্ম ;
কর্ম্মফলনাশে জন্ম-ক্লেশ হবে দূর।
জীবন-সমুদ্র পার হবে ধর্ম্মবলে।
চেষ্টায় হইবে তব দুঃখ তিরোহিত।
জ্ঞানলাভে হবে প্রাণ পবিত্র শীতল।"
আবার জিজ্ঞাসে ব্যাধ—"লভিব কিরূপে
জ্ঞান, ধন, যশঃ, বন্ধু? কি করিলে আর
পরকালে দুঃখদাহ হইবে নির্ব্বাণ?"
উত্তরিলা পুনঃ বুদ্ধ—"করিলে বিশ্বাস
ধর্ম্মে ভক্তিসহকারে পাবে জ্ঞানালোক,
কর্ত্তব্যসাধনে পাবে ধন, সত্যে যশঃ
সুপবিত্র নিরমল, পাবে বন্ধু প্রেমে।
ক্ষমা, সত্য, বদান্যতা, দৃঢ়তা, সংযম,
যে লভিবে, পরকালে দুঃখের দাহন
হবে তার নির্ব্বাপিত ; করিবে সে জন
জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-চক্র অতিক্রম।"
ব্যাধের হৃদয়ে ধীরে উঠিল জ্বলিয়া
জ্ঞানালোক,—দীপালোক নিবিড় আঁধারে
গৃহান্তরে ; ভিক্ষুবেশ করিয়া গ্রহণ
ছুটিল সে নব ধর্ম্ম করিতে প্রচার।

একদিন বুদ্ধদেব শ্রাবস্তিনগরে
আছেন সশিষ্য বসি পবিত্র বিহারে।
মৃত শিশু বুকে কৃষ্ণাগৌতমী জননী
আসি শোকাতুরা কহে—"নর-নারা[illegible] !
অতুল ঐশ্বর্য্য মম হউক অঙ্গার !
বৈজয়ন্ত সম পুরী হউক চূর্ণিত
দেও বাঁচাইয়া মম বুকের সন্তান,
একমাত্র শিশু মম ! এক মাত্র ধন
চাহি তব পদে ভিক্ষা ! দয়াময় [illegible]
কর দয়া এ দাসীরে ! আছে মা [illegible]।
পুত্রহীনা মার দুঃখ কে ঘুচাবে আর
দেহ এই ক্ষুদ্র প্রাণ ! দেও দুই প্রাণ !
নহে তব পদতলে লও প্রাণ আর।"
দেখিলেন বুদ্ধদেব করুণ নয়নে
কি গভীর পুত্রশোক ! ভাবিলেন মনে—
"হায় ! মায়াবদ্ধ জীব কি দুঃখ দারুণ
সহে এইরূপে ! সহে জন্ম-জন্মান্তরে !"
কহিলেন—"মাতঃ ! জানি ঔষধ ইহার।
অচিরে করিব তব শোক নিবারণ।"
আনন্দে মায়ের প্রাণ উঠিল নাচিয়া,

শুষ্কহৃদে প্রবাহের হইল সঞ্চার।
আনন্দ-অশ্রুতে ভাসি ধূলি-ধূসরিতা
পড়িল চরণে পুনঃ আনন্দে বিবশা।
কহিলেন বুদ্ধদেব—"উঠ মাতঃ! যাও,
আন গিয়া মুষ্টিমেয় সরিষা কেবল!"
সামান্য সরিষা! হায়! দ্বিগুণ অধীর
হইল আনন্দে প্রাণ কৃষ্ণাগৌতমীর।
চলিল সে রুদ্ধ শ্বাসে; আছে স্তূপাকার
সরিষা তাহার গৃহে। কহিলেন দেব—
"সর্ষপ সে গৃহ হ'তে আনিও কেবল,
যেই গৃহে কেহ মাতঃ! মরেনি কখন।"
মৃত পুত্র বক্ষে কৃষ্ণা মাগিল সরিষা
গৃহে গৃহে, কিন্তু হায়! মিলিল না গৃহ
যেইখানে মৃত্যু নাহি করেছে প্রবেশ,
জ্বালায়েছে শোকানল। হইল অতীত
নিষ্ফল ভিক্ষায় দিবা। ধীরে সন্ধ্যাদেবী
আসিলেন; আসিলেন ধীরে নিশীথিনী।
অবসন্না শোকাতুরা নির্জ্জন প্রান্তরে
বসিল উদাস প্রাণে। খুলিল তাহার
জ্ঞানের নয়ন ধীরে। দেখিল জগত

নিশীথিনী-ছায়া মত কৃষ্ণা ভয়ঙ্করী
মৃত্যুছায়া-সমাচ্ছন্ন। কত শত পুত্র
মরিয়াছে, মরিতেছে! কত পুত্র-চিতা
জ্বলিছে মানব-বক্ষে, শত সংখ্যাতীত,
ওই মহানগরের দীপালোক মত।
ধীরে ধীরে নিশীথিনী হইল গভীর;
নিবিল সে দীপালোক। মৃত পুত্র ক্রোড়ে
উদাসিনী আছে বসি পূর্ণ আত্মহারা।
দৈববাণী মত কণ্ঠ কহিল গম্ভীরে—
"দেখ মাতঃ! হায়! ওই দীপালোক মত
মানব-জীবনালোক জ্বলি কিছুক্ষণ,
যায় মিশাইয়া পুনঃ গভীর আঁধারে
আপনার কর্ম্মফলে। কর্ম্মফলে তব
গিয়াছে চলিয়া পুত্র। যাইবে আপনি,
আপনার কর্ম্ম-চক্র কর অনুসার।"
সৌম্য দেবমূর্ত্তি কৃষ্ণা দেখিল নয়নে
আলোকিয়া অন্ধকার। দিয়া বিসর্জ্জন
মৃত পুত্র, সন্ন্যাসিনী হইল তখন।
স্থূলবুদ্ধি নব শিষ্য স্বর্ণকারে এক
কহিলেন সারিপুত্র—"চিত্ত অপবিত্র

জগতের যাবতীয় বিষয় সকল
ঘৃণিত হৃদয়ে তুমি, হইবে উজ্জ্বল
সে ঘৃণা হইতে ধর্ম্ম-অনুরাগ তব
ধূমান্তে অনল যথা।” গেল চারি মাস
শিষ্যের সে স্থূল জ্ঞান রহিল তেমন।
বুদ্ধদেব দিয়া তারে সুচারু বসন,
সুরুচি আহার আর, রাখিলেন কাছে।
এক দিন অপরাহ্লে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
আসিলেন রম্য এক সরোবর-তীরে।
শত শত শতদল সুনীল সলিলে
ফুটিয়াছে, ফুটিয়াছে পবিত্র হৃদয়ে
যেন শত পুণ্য-আশা। একটি তাহার
করিয়াছে সরোবর সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল।
বুদ্ধ কহিলেন—“বৎস! থাক নিরখিয়া
ওই ফুল্ল ফুলপানে”। নেত্রে অবিচল
রহিল চাহিয়া শিষ্য, দেখিতে দেখিতে
শুকাইল শতদল সন্ধ্যা-সমাগমে,
ঝরিতে লাগিল দল, ঝরিল সকল।
কহিলেন বুদ্ধদেব—“দেখ! ভিক্ষু দেখ!
সৌন্দর্য্যের পরিণাম! পরিণাম আর

এ সুন্দর শরীরের, এই জগতের,—
অনন্ত সৌন্দর্য্যাধার! সকলি অসার!
তেয়াগিয়া অনুরাগ এই অসারের
কর শান্তি অনুষ্ঠান, পাইবে নির্ব্বাণ।"
নয়ন লভিল ভিক্ষু। এতদিন পরে
স্থূল জ্ঞানে ধর্ম্মভাব উঠিল জাগিয়া।
দুই শিষ্য ছোট বড় পথিক দু'ভাই।
ছোটটি নির্ব্বোধ বড়। শিক্ষা ছয় মাসে
হলো না একটি শ্লোক! দুঃখে বড় ভাই
কহিল—"তোমার কিছু হইবে না আর।
কর ত্যাগ মঠ তুমি!" কিন্তু ছোট ভাই
বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাণ তার, ছাড়িল না মঠ।
নিমন্ত্রণে বড় ভাই আর এক দিন
নিমন্ত্রিল শিষ্যগণ ছাড়িয়া তাহারে
মনোদুঃখে ছোট ভাই কহিতে লাগিল—
"হায়! আমি ভ্রাতৃস্নেহ হ'তেও বঞ্চিত
হইনু, কি কায তবে থাকিয়া এ মঠে!
হ'ব রত দান ধ্যানে হয়ে গৃহবাসী।"
একদা প্রত্যুষে মঠ যাইতে ছাড়িয়া
দেখিল সে বুদ্ধদেব দাঁড়াইয়া পথে।

কহিল চরণে পড়ি—ভ্রাতার আদেশে
ছাড়ি মঠ যাইতেছি হইতে সংসারী।
কহিলেন দেব—"ছোট্ট পথিক! গ্রহণ
করিয়াছ ধর্ম্ম তুমি নিকটে আমার।
ভ্রাতার কথায় কেন ছাড়িবে এ মঠ?
এস তুমি, কর বাস নিকটে আমার।"
নিয়া বাসগৃহে তাকে করুণানিদান,
শুভ্র বস্ত্রখণ্ড এক করিয়া প্রদান,
কহিলেন—"বস্ত্রখণ্ড কর সঙ্ঘর্ষণ
দুই করে, কহ আর—মলিনতা মম
চিত্তের হউক দূর!" বস্ত্রখণ্ড যত
করিল ঘর্ষণ তত হইল মলিন।
ভাবিতে লাগিল ভিক্ষু—"শুভ্র বসনের
ঘটিল হায় রে পরিবর্ত্তন কেমন!
বস্ত্র-শুভ্রতার মত হায়! পৃথিবীর
সকলি অনিত্য, হায়! সকলি অসার!"
বৈরাগ্য উঠিল ভাসি হৃদয়ে তাহার।
বুদ্ধদেব এই শুভ মুহূর্ত্তে আসিয়া
কহিলেন—"হইয়াছে কলঙ্কিত, বৎস!
শুভ্র বাস, নহে তব বিষয় চিন্তার।

কাম-চিন্তা মহাপাপ কলঙ্ক বিষম
রহিয়াছে চিত্তে তব, কর বিদুরিত!
ধূলি ত কলঙ্ক নহে, কলঙ্ক এ কাম।
সাধু যারা এ কলঙ্ক করিয়াছে দুর।
ধুলি ত কলঙ্ক নহে, কলঙ্ক এ ক্রোধ!
সাধু যারা, এ কলঙ্ক করেছে মোচন।
ধূলি ত কলঙ্ক নহে, কলঙ্ক এ মোহ।
সাধু যারা এ কলঙ্ক হইয়াছে পার।"
এত দিন জড়-জ্ঞানে ছোট পথিকের
পশিল জ্ঞানের জ্যোতি, হইল উজ্জ্বল।
রাজগৃহ শৈল মূলে "কুণ্ড সপ্তধারা"।
মগধের রাজলক্ষ্মী বিম্বিসার রাণী
আসিলেন ক্ষেমাদেবী স্নান অভিলাষে।
"সপ্ত ধারা" ঢালিতেছে সুধা সপ্তধারা
নিরমল সুশীতল পুণ্যধারা মত।
উপরে বিহারে বসি ধর্ম্ম-সুধারাশি
ঢালিছেন বুদ্ধদেব অনন্ত-ধারায়
নিরমল সুশীতল নরনারীপ্রাণে
সংখ্যাতীত; নরনারী শত সংখ্যাতীত
লইতেছে অভিনব ধর্ম্মের আশ্রয়।

ভক্তির সে স্রোতে ভাসি রাণী আত্মহারা,
পরিহরি বহুমূল্য বসন ভূষণ
পরিয়া গৈরিক বাস হইলা দীক্ষিতা।
রাজরাণী হইলেন দীনা ভিখারিণী!
সমুদ্র-কল্লোল মত ঘোর কোলাহল
উঠিল মগধরাজ্যে, ছাইল ভারত,
হইল প্রচার-স্রোতে প্লাবন সঞ্চার।
মগধ, অযোধ্যা প্লাবি, প্লাবি পঞ্চনদ,
ভাসাইয়া দাক্ষিণাত্য, মিশিল সাগরে
প্লাবন-প্রবাহ বেগে, নিল ভাসাইয়া
শ্রুতিজাত-জীবঘাতী যজ্ঞ নিরমম।
ভ্রমিয়া প্লাবন-মুখে দেশদেশান্তরে,
উড়াইয়া তর্ক-স্রোতে তৃণরাশি মত
প্রতিযোগী-প্রচলিত নানাধর্ম্ম যত,
চতুশ্চত্বাবিংশৎ বর্ষ করিয়া প্রচার
নবধর্ম্ম; নবধর্ম্ম করিলা স্থাপিত
আসমুদ্র-হিমাচল বক্ষে ভারতের।
আসিলেন মনোহর মুকুল পর্ব্বতে
কৌশাম্বীর, ভগ্নদেহ শ্রমে অবসাদে,
বরিষার চতুর্ম্মাস করিতে যাপন।

একদিন তথাগত ডাকি শিষ্যগণে
কহিলেন—"ভিক্ষুগণ! ধর্ম্ম চক্র মম
যতনে করিয়া শিক্ষা, করিয়া সাধন,
লভ নিরবাণ সবে; করিয়া প্রচার
কর এই জগতের দুঃখের নির্ব্বাণ।
ইহলোক পরলোক নির্ব্বাণ-সুধায়
শান্তিময় সুখময় কর মানবের!
ভিক্ষুগণ! তথাগত থাকিবে না আর
দীর্ঘকাল এ জগতে; মাসত্রয়ে আর
হবে নির্ব্বাপিত জন্ম, লভিবে নির্ব্বাণ।
দেহ জীর্ণ, আয়ু পূর্ণ, পূর্ণ মনস্কাম,
জীবনের ব্রত,—দেও বিদায় এখন।
বিস্মিত ব্যথিত শিষ্যমণ্ডলী অধীর,
অকস্মাৎ বজ্রাহত রহিল চাহিয়া
মৃতবৎ মুখপানে। শিষ্য প্রিয়তম
আনন্দবিষাদে কহে—"একি কথা প্রভু!
কেমনে এ সঙ্ঘ তব যাইবে ছাড়িয়া
অকালে, অনাথ করি এই ভিক্ষুগণ,
করিয়া অনাথ এই তাপিত মানব?
এখনো মানবজাতি হয়নি উদ্ধার।

সংখ্যাতীত নরনারী তৃষিত অন্তরে
চেয়ে আছে দয়াময় তব মুখপানে।
সঙ্ঘের কি সাধ্য সুধা করিয়া বর্ষণ
যুড়াবে তাদের প্রাণ ? কি সাধ্য তৃণের
সাধিবে হিমাদ্রি-ব্রত ? ক্ষুদ্র জলবিন্দু
মহাপারাবার-ব্রত করিবে সাধন ?
সঙ্ঘের কুটীর, অবলম্বন বিহীন,
আপনি পড়িবে ভাঙ্গি ভারে আপনার।
কহ দেব ! এ সঙ্ঘের কি হবে উপায় ?”
“আনন্দ !”—কহিলা বুদ্ধ কণ্ঠে করুণার—
“এই জীর্ণ ভগ্ন দেহ কি করিবে আর
সঙ্ঘের ? আমার যাহা ছিল করিবার
করিয়াছি, আমার যাহা ছিল কহিবার
কহিয়াছি, দিয়াছি যা আছিল দিবার।
বড় ভ্রান্ত যে আমায় ভাবে সঙ্ঘ-নেতা,
আমার অধীন সঙ্ঘ, রক্ষিতে তাহায়
পারি আমি। আমি তাহা ভাবিনি কখন।
আমার অশীতি বর্ষ বয়সের ভারে
ভাঙ্গিয়া পড়িছে দেহ। বৎস ! রাখ যদি
সাবধানে ভগ্ন যান থাকে কিছু কাল ;

থাকিবে এ দেহ যদি রাখি সাবধানে।
কিন্তু আমি সমাধিস্থ থাকি যতক্ষণ
থাকি সুস্থ, অসমাধি বড় ক্লেশকর।
আপনি আপন-পথ, বৎস! অতএব
আপনি দেখিয়া লও, করিও না আর
নির্ভর এ ভগ্ন তৃণে। সত্যের আলোকে
তোমরা জীবন-পথে হও অগ্রসর।
সত্যকে আশ্রয় কর। আশ্রয় দ্বিতীয়
করিও না এ সঙ্ঘের। মরিবে শরীর;
মরিবে না শিক্ষা মম। সেই শিক্ষাশ্রয়
কর যদি এ সঙ্ঘের, হইবে অমর
এই সঙ্ঘ; হবে সঙ্ঘ নির্ব্বাণ-নির্ঝর।"
"চলিলেন সত্য সত্য প্রভু কি ছাড়িয়া
ভিক্ষুগণে—এই দাসে"—উঠিল কাঁদিয়া
আনন্দ আকুল শোকে। কণ্ঠে সকরুণ
কহিলেন বুদ্ধদেব—"কহিয়াছি আমি
জন্মিলেই মৃত্যু বৎস! ফুটে যদি ফুল
শুকাইবে, জলবিম্ব উঠিলে মিশিবে।
কাহারো মৃত্যুর করে নাহি পরিত্রাণ
এই বিশ্বে, বৃথা শোক কর পরিহার।

শোকীর নির্ব্বাণে বৎস! নাহি অধিকার।"
নিভৃতে কাশ্যপে ডাকি কহিলা—"কাশ্যপ!
করিব তোমার সঙ্গে বস্ত্র বিনিময়।
তোমাতে রহিব আমি, রহিবে আমাতে
তুমি বৎস! প্রতিনিধি হইয়া আমার
চালাইবে সঙ্ঘ তুমি।" পড়িয়া কাশ্যপ
দীনভাবে পদতলে করিল স্বীকার।
আনন্দে চলিলা কুশীনগরে তখন
বর্ষা অন্তে তথাগত লভিতে নির্ব্বাণ।
পথে চণ্ড চণ্ডালের হইলে অতিথি
দিল সে মাংসান্ন ভিক্ষা,—ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান
নহে ধর্ম্ম শ্রমণের,—করিয়া গ্রহণ
হইয়া পীড়িত, কুশীনগরে আসিয়া
শুইলেন শালবনে অন্তিম শয়নে।
মদ্গালী ও সারীপুত্র লভেছে নির্ব্বাণ।
লভেছে নির্ব্বাণ গোপা, গৌতমী, রাহুল।
দেখিলেন বুদ্ধদেব জীবলীলা শেষ—
শেষ জন্ম; ইচ্ছিলেন নিরবাণ, ধীরে
আসিল পবিত্র নিশি মহানির্ব্বাণের।

---

(১৯)

মহানির্ব্বাণ।

বসন্তের পৌর্ণমাসী। নির্ম্মল আকাশে
বসন্তের পূর্ণচন্দ্র। ভাসিতেছে ধরা
নিরমল সুশীতল চন্দ্রিকা-সাগরে।
অবলম্বি সুবিশাল শাল তরুবর
বসি যোগাসনে স্থির, বনদেব মত,
জটার কিরীট শিরে, মুদিত নয়ন।
বন-অবসরে খণ্ড জ্যোৎস্না নির্ম্মল
পড়িয়াছে দেব-অঙ্গে, প্রশান্ত নয়নে,
—সুবর্ণ দর্পণে যেন,—বর্ণে সুবর্ণের
উজ্জ্বল কান্তিতে বন করি সমুজ্জ্বল।
নীরবে আনন্দ বসি তৃষিত নয়নে
দেখিছে সে দেবরূপ ভক্তিতে বিহ্বল!
উন্মেষি আকর্ণ-শ্রান্ত প্রশান্ত নয়ন
চাহি ফুল্ল চন্দ্রপানে কণ্ঠে গদগদ
কহিলা—"আনন্দ! দেখ, যদি কহে কেহ
চণ্ডের মাংসান্নে মৃত্যু ঘটিল আমার,
পাইবে সে বড় ব্যথা। কহিও চণ্ডেরে—
সুজাতার অন্নে বুদ্ধ হইলাম আমি,

লভিলাম নিরবাণ অন্নেতে তাহার ;
বড় পুণ্যবান চণ্ড। এই দুই জন
সিদ্ধার্থের হিতকারী সুহৃদ পরম।
যাও বৎস! শিষ্যগণে কর সমবেত,
জীবনের শেষ কথা কহিব আমার।”
ধীরে ধীরে শিষ্যগণ হইল মিলিত,
ভক্তি বিষাদের যেই ছায়া সুগভীর
পড়িয়াছে হৃদয়েতে, ভাসিছে বদনে,
হইল গভীরতর ফুল্ল চন্দ্রালোকে।
প্রণমি চরণে সবে বসিল নীরবে
চারিদিকে শান্ত স্থির, চাহিয়া নীরবে
সেই দেব মুখপানে নেত্রে অবিচল।
এখনো চাহিয়া দেব ফুল্ল চন্দ্রপানে।
সচেতন দুই চন্দ্র পূর্ণ জ্ঞানালোকে
চাহি স্থির অচেতন এক চন্দ্র পানে।
অচেতন চন্দ্রালোকে দীপ্ত ধরাতল,
সচেতন চন্দ্রালোকে, অনন্ত অতল।
কহিলেন শান্ত স্থির কণ্ঠে—“ভিক্ষুগণ!
পূর্ণ মম জীব-চক্র, কর্ম্ম-চক্র আর
এত জন্মে এত যুগে। আবর্ত্তিত আর

জন্ম-জরা-মৃত্যু-চক্রে হইব না ঘোর
দুঃখপূর্ণ, উপস্থিত নির্ব্বাণ আমার।
শিখাইনু যেই ধর্ম্ম, করিনু প্রচার,
অনুষ্ঠিয়া ভক্তিভরে, শিখাইয়া নরে,
লভিও নির্ব্বাণ-সুধা ; নির্ব্বাণ-সলিলে
ভাসাইও পরিতপ্ত এই ধরাতল।
সে মহানির্ব্বাণ-ধর্ম্ম সংক্ষেপে এখন
কহিব—জীবন শেষ, শক্তি মম শেষ,—
জীবনের শেষ শিক্ষা, শেষ কথা মম
নির্ম্মল হৃদয়-পটে কর মুদ্রাঙ্কিত,
মর্ম্মর-ফলকে শ্বেত, অমর অক্ষরে।
শ্রুত এই মহাগ্রন্থ, হৃদয়ে অঙ্কিত,
হবে তোমাদের শ্রুতি ; তোমাদের স্মৃতি,
স্মৃতিশাস্ত্র এ ধর্ম্মের ; এ ক্ষুদ্র নির্ঝর
হবে কালে পরিণত মহাপারাবারে
প্লাবি এই ধরাতল নির্ব্বাণ-সুধায়।"
নীরব নিস্পন্দ বন, নিস্পন্দ নীরব
ধরাতল,—চরাচর ; নিস্পন্দ নীরব
বহিতেছে বসন্তের শান্ত সমীরণ।
নীরব গগনে শশী, নক্ষত্র নীরব,

নীরব প্রকৃতি নৈশ, হৃদয় নিশ্চল,
শুনিতে নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম নির্ব্বাণসময়ে
নির্ব্বাণ-দাতার মুখে,—নির্ব্বাণ-নির্ঝর।
কভু চন্দ্রপানে চাহি, কভু শিষ্যপানে,
মহিমা-মণ্ডিত মুখে, শান্ত দুনয়নে,—
জ্ঞান-দীপ্ত সুধাকর, লাগিলা কহিতে
নারায়ণ দেব-কণ্ঠে, করিয়া প্লাবিত
নৈশ নীরবতা শান্ত পবিত্র সঙ্গীতে,
জ্ঞানালোকে চন্দ্রালোক করি সমুজ্জ্বল।

১

"কে সৃজিলা এই বিশ্ব? সৃজিলা কেমনে?—
ভিক্ষুগণ! জ্ঞানাতীত জগতকারণ।
তর্জ্জনী ক্ষেপণ করি, মহাপারাবার
চাহিও না পরিমাণ করিতে কখন?

২

"কেন এই বিশ্ব? বিশ্ব আদি কি অনাদি?—
ভিক্ষুগণ! চাহিও না জানিতে কখন।
কেন আমি নর? আমি আদি কি অনাদি?—
নাহি জানি, কি জানিব বিশ্বের কারণ!

৩

"যে করে এ প্রশ্ন, আর যে দেয় উত্তর,—
জানিও উভয় ভ্রান্ত। যুগ যুগান্তর
পারে নাহি নর-জ্ঞান করিতে উত্তর।
পারিবে না নর-জ্ঞান যুগযুগান্তর।

৪

"প্রচ্ছন্ন সে মহাতত্ত্ব মানব-নয়ন
দেখিবে না। আবরণ পর আবরণ
মানবের জ্ঞানবলে হবে উত্তোলিত ;
রবে তবু আবরণ পর আবরণ।

৫

"এই দেখি—আছি আমি, আছে চরাচর,
সংখ্যাতীত চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ সংখ্যাতীত।
সংখ্যাতীত সম্মিলিত জড় ও চেতন
হইতেছে নিত্য কর্ম্ম-চক্রে আবর্ত্তিত।

৬

"এই দেখি—চক্রাকারে ভ্রমে ঋতুগণ ;
ভ্রমে দিবা নিশি পক্ষ ; গ্রহ সংখ্যাতীত
চক্রে চক্রে মহাশূন্যে করিছে ভ্রমণ,
করিয়া অনন্ত মন্দ্রে অনন্ত প্লাবিত।

৭

"এই দেখি—জন্মে চক্রে বীজেতে অঙ্কুর,
অঙ্কুরেতে বৃক্ষ, বৃক্ষে ফুল, ফুলে ফল,
ফলে পুনঃ বীজ ; জলে জন্মে বাষ্পরাশি,
বাষ্পে জন্মে মেঘ, পুনঃ মেঘ হয় জল।

৮

"হইতেছে মহাচক্রে নিত্য আবর্ত্তিত
জড়-চেতনের সিন্ধু অনন্ত অতল ;
এই মহাসিন্ধু-গর্ভে বিশ্ব চরাচর
জলবিম্ব মত উঠি' হইতেছে জল।

৯

"এই দেখি—চক্রে জীব জন্মি নিরন্তর
সেই মহাসিন্ধু-গর্ভে আবর্ত্তনময়,
করি জরা-ব্যাধি-ভোগ, দুঃখ নির্যাতন,
সেই মহাসিন্ধু-গর্ভে হইতেছে লয়।

১০

"এই চক্র ধর্ম্ম-চক্র। এই আবর্ত্তন
জগতের মহাধর্ম্ম। সৃষ্টি স্থিতি লয়
হইতেছে সংঘটিত এই আবর্ত্তনে
নিরন্তর, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিময়।

১১

"এই ঘোর আবর্ত্তনে পড়ি জীবগণ
সহিছে অশেষ দুঃখ, জন্ম-ব্যাধি-জরা-
মরণের লৌহ-করে জন্মজন্মান্তর,
করিতেছে হাহাকার ব্যাপি এই ধরা।

১২

"অতএব ভিক্ষুগণ। হৃদয়ে অঙ্কিত
কর চারি আর্য্য-সত্য অমর রেখায়—
আছে দুঃখ,—আছে এই দুঃখের কারণ,—
দুঃখের নিরোধ আছে,—নিরোধ উপায়।

১৩

"আছে দুঃখ—হায়! এই মানব-জীবন
দুঃখের প্রবাহ ক্ষুদ্র! দুঃখ জনমের,
দুঃখ শৈশবের, ঘোর দুঃখ যৌবনের,
দুঃখ জরা-বার্দ্ধক্যের, দুঃখ মরণের।

১৪

"মানব-জীবন নহে, ঝটিকা আশার,
নিরাশার মেঘমালা, মন্দ্র বেদনার,
বিয়োগের অশ্রু, বজ্রক্রীড়া বিপদের,
অশান্তির অতৃপ্তির ঘোর হাহাকার।

১৫

"সৌন্দর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, বীর্য্যে, গৌরবে ও প্রেমে
কোথা তৃপ্তি ? হায় মৃগতৃষ্ণিকা কেবল !
যত পাই তত চাই ; প্রাণে অনিবার
আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তির ঘোর দাবানল।

১৬

"কেন এই দুঃখ ? কিবা কারণ তাহার ?
কেন জীব সহে এত দুঃখ ঘোরতর ?
দুঃখের কারণ জন্ম। না হলে জনম
সহিত না জীব এত দুঃখ নিরন্তর।

১৭

"কেন জন্ম ? কি কারণে জন্মে জীবগণ
সংখ্যাতীত রূপে, সংখ্যাতীত অবস্থায় ?
ভিক্ষুগণ ! কর্ম্মফল জন্মের কারণ,
কর্ম্মফলে অবস্থার রূপান্তর হায় !

১৮

"সুরাসুর, নর, এই বিশ্বচরাচর
সকলেই কর্ম্মরত, জড় ও চেতন।
কর্ম্মফলে কেহ সুর, কেহ বা অসুর,
কেহ নর, কেহ কীট ঘৃণিত অধম।

১৯

"কর্ম্মফলে কেহ এই ধরার ঈশ্বর,
কেহ দীন হীন পথে পড়ি অনশন ;
কেহ জ্ঞানী, কেহ মূর্খ ; কেহ কদাকার,
কেহ মনোমুগ্ধকর রূপে অনুপম।

২০

"পাবে পশুজন্ম, কর কর্ম্ম পশুমত ;
পাবে দেবজন্ম কর কর্ম্ম দেবোপম ;
সুরলোকে কর কর্ম্ম অসুরের মত,
অসুর, তির্য্যক, জন্ম করিবে গ্রহণ !

২১

"ভিক্ষুগণ ! সতে সত্, অসতে অসত
এই বিশ্বে, জলে করে আকর্ষণ জল।
পুণ্যকর্ম্ম পুণ্য-জন্ম, পাপ-জন্ম পাপ,
সমযোনি আকর্ষণ করে কর্ম্মফল।

২২

"জগতের এই নীতি,—করিবে রোপণ
যেইরূপ বীজ, ফল ফলিবে তেমন ;
শস্যে শস্য ; আম্রে আম্র ; মাকালে মাকাল ;
কুবীজে সুফল নাহি ফলিবে কখন।

২৩

"অতীতের কর্ম্মফলে লভিয়া জনম,
বর্ত্তমান কর্ম্মফলে করে রূপান্তর
অতীতের কর্ম্মফল; রূপান্তর ফলে
লভে ভাবি-জন্ম, উচ্চ কিম্বা নীচ, নর।

২৪

"এইরূপে কর্ম্মফলে জন্মজন্মান্তরে
অনন্ত অসংখ্য যোনি করিয়া ভ্রমণ
সহে জীব দুঃখ ঘোর; নাহি সাধ্য কারো
এই কর্ম্মফল-ভোগ করিবে বারণ।

২৫

"গ্রহ-উপগ্রহ-গতি অলঙ্ঘ্য যেমন,
অলঙ্ঘ্য জলের যথা ভাঁটা ও জোয়ার,
অলঙ্ঘ্য যেমন দিবা-নিশি-বিবর্ত্তন,
এই কর্ম্মফল-গতি অলঙ্ঘ্য অপার।

২৬

"বুঝিলে কি ভিক্ষুগণ! জন্ম কর্ম্মফলে,
কিন্তু কেন কর্ম্ম? কর্ম্ম করি কি কারণ?
কর্ম্মের কারণ,—সুখতৃষ্ণা দুর্নিবার।
সুখ-আকাঙ্ক্ষায় করে কর্ম্মে নিমগন।

২৭

"নির্ম্মম নিদাঘ-তাপে প্রতপ্ত কৃষক,
শীতল মর্ম্মর-হর্ম্ম্যে ধরার ঈশ্বর,
বণিক সমুদ্র-গর্ভে, রণ-গর্ভে বীর,
সুখের তৃষ্ণায় কর্ম্মে রত নিরন্তর।

২৮

"পশু, পক্ষী, কীট, স্থলচর, জলচর,
আহারের আশ্রয়ের করি নিরন্তর
অন্বেষণ ভ্রমিতেছে সুখ আকাঙ্ক্ষায়;
সুখ-আকাঙ্ক্ষায় হিংসা করে পরস্পর।

২৯

"কেন এই সুখ-তৃষ্ণা? জীবের হৃদয়ে
এই সুখ-তৃষ্ণা কিসে হয় সঞ্চারিত?
সুখ-দুঃখ-অনুভব তৃষ্ণারকারণ।
সুখে তৃপ্ত হয় মন, দুঃখেতে ব্যথিত।

৩০

"জগতের সহ মন-ইন্দ্রিয়-সংযোগ
এই অনুভব-হেতু। না জানে উন্মাদ
সুখ দুঃখ; নাহি শুনে বধির সঙ্গীত
সুমধুর; জিহ্বা-হীন নাহি জানে স্বাদ।

৩১

"কেন জগতের সহ হয় এ সংযোগ
মন ইন্দ্রিয়ের নিত্য ?—আছে, ভিক্ষুগণ!
জগতের রূপ, রস, গন্ধ মনোহর;
মন ও ইন্দ্রিয় তাহে করে আকর্ষণ।

৩২

"কেন চাহি ওই নারী ?—বড় রূপবতী,
করিতেছে রূপে মন ইন্দ্রিয় মোহিত।
কেন চাহি ওই ফল ?—রসে সুধাময়!
কেন চাহি ওই ফুল ?—সুগন্ধ-পূরিত!

৩৩

"সত্যই কি রূপ তবে আছে রমণীর ?
ফলে রস, ফুলে গন্ধ ?—নাহি জানি আমি।
উন্মাদের নাহি রূপ-রস-গন্ধ-জ্ঞান,
আমার হ'তেছে জ্ঞান, এই মাত্র জানি।

৩৪

"কেন হয় হেন জ্ঞান ?—আছে সংস্কার
জন্মগত, জাতিগত। যে মাংস আমার
ঘটাইল এই মৃত্যু; পরম দুর্লভ
চণ্ডাল চণ্ডের তাহা, সুস্বাদু আহার।

৩৫

"জাতিভেদে, জীবভেদে, কত রূপান্তর
রূপ-রস-সুগন্ধের এই সংস্কার!
অতএব নহে সত্য রূপ, গন্ধ, রস ;
ভ্রান্তিবশে ভাবি সত্য, মোহে অবিদ্যার।

৩৬

"বুঝিলে কি ভিক্ষুগণ! দুঃখের কারণ
এই ভ্রান্তি ; এই ভ্রান্ত রূপ-রস-জ্ঞান
উপজি সুখের তৃষ্ণা, করে কর্ম্মে রত ;
কর্ম্মফলে জন্ম ; জন্ম দুঃখের নিদান।

৩৭

"এই ভ্রান্তি হ'লে দূর, হবে তোমাদের
দুঃখের নিরোধ, জন্ম হইবে না আর।
কিসে দূর হবে ভ্রান্তি ?—আছে কোন পথ
এ ভ্রান্তি হইতে নর লভিতে উদ্ধার ?

৩৮

"আছে অষ্ট পথ—শুদ্ধ দৃষ্টি নিরমল,
সত্য বাক্য, সুসঙ্কল্প, সাধু ব্যবহার,
পুণ্য কর্ম্ম, সাধু উপজীবিকা সুন্দর,
শুদ্ধ স্মৃতি, অবিচল সত্য ধ্যান আর।

৩৯

"হিংসা, চৌর্য্য, পিশুনতা, যথেচ্ছা আচার,
মিথ্যাচার, পরুষতা, বিরুদ্ধভাষিতা,
মিথ্যা মনোযোগ, মিথ্যা দৃষ্টি, প্রাণি-বধ,—
এই দশ শীলা জন্মদুঃখপ্রসবিতা।

৪০

"ভিক্ষুগণ! এক দিকে ইন্দ্রিয়ের সুখ,
অন্যদিকে ব্রহ্মচর্য্য দেহ-নিষ্পীড়ন,
পরিহরি, মধ্যপথ করি অনুসার,
করি অষ্টপথে চিত্ত-নৈর্ম্মল্য সাধন,

৪১

"হও ধ্যানে অগ্রসর। ভাতিবে "বিবেক,"
উঠিবে ধ্যানের যবে প্রথম সোপানে,
হইবে অবিদ্যা দূর, দেখিবে তখন
কি অনিত্য, কিবা নিত্য, অলৌকিক জ্ঞানে।

৪২

"উঠিবে ধ্যানের যবে দ্বিতীয় সোপানে,
হইবে একোতিভাব। অনন্ত সত্বার
দেখিবে প্রবাহ-লীলা! প্রবাহে প্রবাহে
হইতেছে উর্ম্মিমত জন্ম বারংবার।

৪৩

"বহুজন্ম হবে জ্ঞান বহু পুষ্প মত,
একই সত্ত্বার সূত্রে গাথা পুষ্পহার,
জন্মান্তর কর্ম্মফলে ; ফল রূপান্তরে
বিভিন্ন যোনিতে জন্ম বিভিন্ন প্রকার।

৪৪

"আরোহিলে সমাধির সোপানে তৃতীয়
জন্মিবে উপেক্ষা জড়ে ; হবে বিদূরিত
সুখ-দুঃখ-জ্ঞান ; আত্মা অস্পন্দ, অক্রিয়,
উপেক্ষক, হবে পূর্ণ আসক্তি-অতীত।

৪৫

"আরোহিলে সমাধির সোপানে চরম,
হইবে নির্ব্বাণ তব অহঙ্কার-জ্ঞান ;
হইবে নির্ব্বাণ জন্ম-মৃত্যু-আবর্ত্তন ;
হবে **বুদ্ধ** ভিক্ষুগণ ! লভিবে **নির্ব্বাণ**।

৪৬

"কর্ম্ম নাই, জন্ম নাই, নাহি মৃত্যু আ[illegible]
সুখের তৃষ্ণায়, দুঃখ-তাড়নায় আর,
নহে বিচলিত, আত্মা শান্তাকাশ মত
অনন্ত, অসীম, শান্ত, শান্তি-পারাবার !

৪৭

"নির্ব্বাণের পথে সঙ্ঘ দিকপ্রদর্শক।
ভিত্তি ধর্ম্ম-চক্র, চারি অক্ষয় প্রাচীর
চারি আর্য্য সত্য, অষ্ট স্তম্ভ অষ্ট পথ,
সাধনার দুই,—কক্ষ ভিক্ষু ভিক্ষুণীর।

৪৮

"ঊর্দ্ধে উচ্চ চারি তল,—চারি সমাধির।
শিরে পূর্ণচন্দ্রনিভ চূড়া সুদর্শন,—
নির্ব্বাণ সুধার সিন্ধু, দেবলোকাতীত
শান্তির তুষিতস্বর্গ বুদ্ধ-নিকেতন।

৪৯

"**বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ**—এই ত্রিরত্নে শরণ
লও ভিক্ষুগণ! লভ নিরবাণ আর!
পশিয়া গহন বনে, ভূধরে, সাগরে
বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, কর **নির্ব্বাণ** প্রচার।"

নীরব পূর্ণিমা-নিশি; নিস্পন্দ নীরব
ঊর্দ্ধে পূর্ণচন্দ্র, নিম্নে সুপ্ত ধরাতল।
ফুরাইল শেষ কথা; ধীরে বুদ্ধদেব

হইলা নীরব, ধীরে মুদিলা নয়ন।
ভিক্ষুগণ এককণ্ঠে ভক্তি-উচ্ছ্বসিত
গাইল, সে মহাবন করিয়া ধ্বনিত—
"বুদ্ধং মে শরণম্।
ধর্ম্মং মে শরণম্।
সঙ্ঘং মে শরণম্।"
মহাকথা, মহাকণ্ঠ, শান্ত সুগভীর
নৈশ নীরবতাসহ মিশাইল ধীরে।
মিশাইল ধীরে পুণ্য-জ্যোৎস্নার সহ
নির্ম্মল উজ্জ্বলতর পূর্ণ জ্ঞানালোক ;—
সমাধিস্থ বুদ্ধদেব লভিলা **নির্ব্বাণ**।

মহাতরু-তলে মহামূর্ত্তি নির্ব্বাণের
সমাধিস্থ, উদ্ভাসিত মহামহিমায়
পূর্ণিমার নিশীথের ফুল্ল চন্দ্রকরে,
হইল স্থাপিত যেন মহা যোগাসনে।
বসন্তের সমুজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র-কর
হইল উজ্জ্বলতর, শান্তির অমৃত
ভাসিল সে চন্দ্রকরে, চলিল বহিয়া
বসন্তের নৈশানিলে, উঠিল ভাসিয়া
চন্দ্রদীপ্ত গগনের নৈশ নীলিমায়,

বসন্তের চন্দ্রদীপ্ত শ্যামল ধরায়।
শিষ্যগণ এককণ্ঠে ধ্বনিল—"নির্ব্বাণ!"
ধ্বনিল "নির্ব্বাণ" স্থির স্তব্ধ শালবন।
"নির্ব্বাণ" ধ্বনিলা শশী, নৈশ নীরবতা।
ধ্বনিল অনন্ত বিশ্ব—"নির্ব্বাণ! নির্ব্বাণ!"
মহাশোকে পরিপূর্ণ হইল হৃদয়
শিষ্যদের,—সেই শোক শান্ত, সুগভীর,—
অবাত বিক্ষুব্ধ সিন্ধু! একে, একে, একে
শিষ্যগণ ধীরে ধীরে আসিয়া নিকটে
করিল প্রণাম শেষ, করিল গ্রহণ
শেষ পদধূলি, আর সে দেব-মূরতি
নিরখিল শেষ এই জনমের মত।
ধূনিত কার্পাসে নব করিয়া আবৃত,
সুসিক্ত সুরভি তৈলে, করিল স্থাপিত
দেব-দেহ সুচন্দন কাষ্ঠের চিতায়।
অস্ত গেল পূর্ণচন্দ্র মিতাভ নশ্বর;
অস্ত গেলা আলোকিয়া অশীতি বৎসর
পূর্ণচন্দ্র **অমিতাভ** ধর্ম্ম জগতের।

শিষ্যগণ, ভারতের নৃপতিমণ্ডল
পুষ্পাবৃত ভস্মরাশি করিলা স্থাপিত

দেশদেশান্তরে, দন্ত করিলা স্থাপিত
সিন্ধুর অপর পারে সিংহলের পতি,
মন্দির গগনস্পর্শী করিয়া নির্ম্মাণ।
অনন্ত মর্ম্মর-কাব্যে সেই দেবলীলা
ভারতের অঙ্কে অঙ্কে হ'ল প্রতিষ্ঠিত,
মানবের মহাতীর্থ, জগত-বিস্ময়!

যাও দেব! লীলা শেষ। এসেছিলে তুমি
একবার যমুনার তীরে পুণ্যবতী,—
দেখিয়াছি সেই লীলা কোমল কঠোর!
আসিলে আবার তুমি কপিলনগরে
শৈলপতি হিমাদ্রির পুণ্য পাদমূলে,—
দেখিলাম এই লীলা আত্মবিসর্জ্জন,—
রাজপুত্র মহাযোগী! আসিলে আবার
সরল মানব-শিশু জর্দ্দানের তীরে,—
দেখিয়াছি সেই লীলা আত্ম-বলিদান।
আরবের মরুভূমে, অমৃত-নির্ঝর
আবার আসিলে তুমি,—নাহি ভাগ্য মম
দেখিব সে লীলা তব। আসিয়া আবার
পতিতপাবনী-তীরে পতিতপাবন
পাষাণ করিলে দ্রব প্রেম-অশ্রুজলে,—
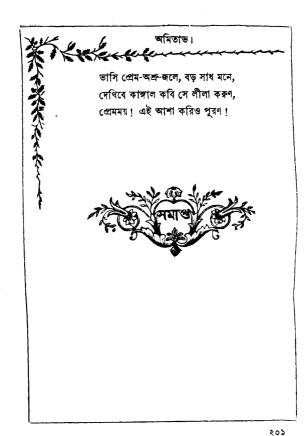
ভাসি প্রেম-অশ্রু-জলে, বড় সাধ মনে,
দেখিবে কাঙ্গাল কবি সে লীলা করুণ,
প্রেমময়! এই আশা করিও পূরণ!

সমাপ্ত

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেনের

কাব্যাবলী।

কলিকাতা—কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মেডিকেল লাইব্রেরি, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২৬নং স্কটস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রালয়ে, এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

১। অবকাশ-রঞ্জিনী প্রথম ভাগ, মূল্য ১৲ টাকা।

২। অবকাশ-রঞ্জিনী দ্বিতীয় ভাগ, মূল্য ১৲ টাকা।

"ইহার প্রণেতা কে তাহা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। তিনি যেই হউন, তিনি সুকবি এবং বিশুদ্ধ-রুচি, তিনি যশস্বী হইবার যোগ্য। * * * * "এই কবির বিশেষ গুণ এই যে চিত্তের যে সকল ভাব কোমল এবং স্নেহময়, তৎসমুদয় অপূর্ব্ব শক্তি-সহকারে উদ্ধৃত করিতে পারেন। তাঁহার একটি ক্ষমতা যে তিনি শব্দ-চতুর। * * কতকগুলি শব্দ প্রয়োগের দ্বারা যিনি বাগাড়ম্বর করিতে পারেন, তাঁহাকে শব্দ-চতুর বলি না; অথবা যিনি শ্রুতি-মধুর শব্দ প্রয়োগ করিতে দক্ষ, তাঁহাকেও বলি না। কাব্যোপযোগী শব্দের মাহাত্ম্য এই যে, একটী বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করিলে তদভিপ্রেত পদার্থ ভিন্ন অন্যান্য আনন্দদায়ক পদার্থ

স্মরণপথে আইসে, এই কবির সেই শব্দপ্রয়োগ-পটুতা আছে। কাব্যোপযোগী সামগ্রীগুলি আহরণ করিয়া সাজাইতে ইনি বিশেষ ক্ষমতাশালী। অবকাশ-রঞ্জিনীর যে কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত করিলে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। * * ইনি মানস-প্রসূত কবিত্বরত্ন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিকীর্ণ করিয়াছেন। বঙ্গদর্শনে ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩। পলাশির যুদ্ধ, মুল্য ১৲ টাকা।

"এইরূপ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে যিনি এ দুর্লভ রত্ন সকল ছড়াইতে পারেন, তিনি যথার্থ ধনী বটেন। * * নবীন বাবু বর্ণনা এবং গীতিতে এক প্রকার মন্ত্রসিদ্ধ। * * এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপি-প্রণালীর সঙ্গে বাইরণের লিপি-প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। * * ইংরেজিতে বাইরণের কবিতা তীব্র তেজস্বিনী জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। নবীন বাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্য-স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিঃস্রবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়-শূন্য, তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্ব্বাসাপ্রার্থিত ক্রোধ, দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীন বাবুর, এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই কাব্য মধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে। * * তাঁহাকে বাঙ্গালার বাইরণ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। * * বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালী-জন্ম বৃথা।"

বঙ্গদর্শনে ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"যেমন বীরবর যেকন্দরসা আপন উপাধ্যায়ের অধঃস্থলে একখানি

করিয়া হোমরের "ইলিয়ড" রাখিতেন, সেইরূপ যেন প্রত্যেক বঙ্গবাসী আপন আপন উপাধানের নিম্নে একখানি করিয়া নবীনের "পলাশির যুদ্ধ" রাখেন।"

আর্য্যদর্শন।

"পলাশির যুদ্ধ কাব্যে সর্ব্বত্রই তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই বাঙ্গালা ভাষার কণ্ঠহারে একটি রমণীয় আভরণ স্বরূপ গ্রথিত হইবে, এবং যত দিন এই ভাষা জীবিত থাকিবে তত দিনই ইহার প্রফুল্ল কান্তি বঙ্গবাসীর হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হইবে। * * ইহা হৃদয়রূপ জীবন্ত প্রস্রবণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। * * যিনি আদিরসের উদ্দীপক বর্ণনাতেও এইরূপ কারুণ্যের উদ্বোধন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাঁহাকে মহাকবি বলিব কি না, এই প্রশ্ন দুইবার উত্থাপন করা অনাবশ্যক।" বান্ধবে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

৪। রঙ্গমতী, মূল্য ১৲ টাকা।

"তাঁহার বীরেন্দ্র আশার যেন অবতার! 'পলাশির যুদ্ধে' নবীন বাবু যখনই মাতৃভূমির দুঃখ ভাবিয়া রোদন করিয়াছেন, তাঁহার কবিতা গৈরিক নিঃস্রববৎ তীব্র উদ্দীপনা উদ্গীর্ণ করিয়াছে। সেই মর্ম্মভেদী রোদন 'রঙ্গমতীর' অস্থি-পঞ্জর! প্রভেদ এই "পলাশির যুদ্ধ" কেবল মাত্র সুপদ্যের সমষ্টি। তাহার বড় একটা লক্ষ্য নাই। 'রঙ্গমতী' কাব্যের কেন্দ্র আছে, বীজ আছে। সুতরাং কবি, কাব্য-সোপানে আর এক পদ উত্তীর্ণ হইয়াছেন।"

বঙ্গদর্শন।

"নবীনচন্দ্রের লেখায় সেই নূতনত্বের পূর্ণ প্রচার। নবীনচন্দ্র, নবীন চন্দ্রেরই সঙ্গে তুলনীয়, তদ্ভিন্ন আর কোনও তুলনা হইতে পারে

না। এই কাব্যে প্রায় সমস্তই কবির নূতন সৃষ্টি; তন্মধ্যে বিচিত্র সৃষ্টি বীরেন্দ্র বিনোদ। কি অদ্ভুত চিত্র, কি অদ্ভুত চরিত্র! বীরেন্দ্র বিজাতীয় নহে, বীরেন্দ্র আমাদের। আমাদের যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা নহে, তাহাতে ফল কি? অতএব যাহা হইবে, যাহা হইব, যাহা আমাদের হইবার দিন আসিতেছে * * অনাগত বীর ও মনুষ্য। * * যে যে গুণ থাকিলে, পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি, আত্মহিত, লোকহিত; স্বয়ং ও সমাজ; অন্তঃ এবং বাহ্য; ইহাদের সামঞ্জস্য হইতে পারে, এবং সদসদের মর্ম্মভেদ করিতে পারা যায়, বীরেন্দ্রে তাহা সমস্তই ছিল। এ কাব্যে কুসুমিকার সমাবেশ, বিরাট-দৃশ্য বিশাল অদ্রিস্তর-প্রবিষ্ট সুবর্ণ শিরা সদৃশ। ভৃত্য শঙ্কর! অতি অপূর্ব্ব ভৃত্য! বীরেন্দ্রই কবির অদ্ভুত, অপূর্ব্ব ও অনাগত সৃষ্টি, এবং অতুলনীয়। উপাখ্যান ভাগ ও কাব্য-নায়কের জীবন সহ সমধর্ম্মী; উভয়েই বন-বিহঙ্গের ন্যায় স্বভাবসুখে, স্বচ্ছন্দচিত্তে, লোকালয় বনে, পর্ব্বতে যদৃচ্ছা পরিভ্রমণে ক্রীড়াশীল। অথচ উভয়ই গম্ভীর, উভয়ই অগ্নিশিখা সদৃশ তেজোময়, জন্মান্তরীণ স্মৃতি উৎপাদক; উভয়ই বন্ধন শূন্য,—কল্পনা দেবী যেন ইচ্ছা করিয়াই ক্ষণেক জন্য অযত্ন শিথিলতায় আপনার ক্রীড়া-ভাণ্ডার বিকীর্ণ করিতে বসিয়াছেন। ইহা আদ্যন্ত গম্ভীরতাপূর্ণ; ভাব গম্ভীর, কথা গম্ভীর, রচনা গম্ভীর। * * রঙ্গমতীকে সাত্ত্বিক কাব্য বলিয়াছি। ** রঙ্গমতীর কর্ম্মস্থান সমুদ্রবৎ বিস্তার যুক্ত।"

বান্ধবে শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

"রঙ্গমতী কবিতায় উপন্যাস, রচনা যথেষ্ট বাগ্মিত্বগুণ বিশিষ্ট, এবং উচ্চ অঙ্গের বর্ণনা শক্তির পরিচায়ক।"

অনুবাদ বঙ্গেশ্বরের বার্ষিক শাসনেতিহাস। ইং ১৮৮০।৮১

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল্য ৸৹ আনা।

৬। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী মূল্য ॥৹ আনা। মূল সংস্কৃত ও অক্ষরে অক্ষরে বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ।

"তোমার গীতা তোমার বউঠাকুরাণীর কাছে তোমার অপেক্ষাও আদরের বস্তু হইয়াছে। প্রথম দ্বাদশাধ্যায়ের বাঙ্গালা ভাগ অনেক স্থলেই মুখস্থ। শিবপূজার পর ১ বা ২ অধ্যায় প্রত্যহ ঠাকুর-ঘরে পাঠ করেন। * * তুমি অর্দ্ধমূল্য করিয়া দিলে তোমার গীতারই ভূয়ো প্রচার হয়।" ভূতপূর্ব্ব 'নবজীবন' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

"তুমি অনুবাদে অতিশয় শক্তি দেখাইয়াছ। এমন কঠিন বিষয় এরূপ সহজ ভাষায় ও সহজরূপে প্রকাশ যে সম্ভব তাহা আমার পূর্ব্বে বোধ ছিল না।"

অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ।

"গীতা যে বাঙ্গালা পদ্যে এত সংক্ষেপে অথচ এত সুন্দর ও বিশদ রূপে অনুবাদিত হইতে পারে ইহা আপনার অনুবাদ না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না। এই সানুবাদ গীতাখানি বাঙ্গালী মাত্রেরই গৃহে থাকা বাঞ্ছনীয়।"

হাইকোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

"আমি আগ্রহ, প্রীতি, ও আর কিছু সহকারে ভগবদ্গীতার অনুবাদ পাঠ করিয়া আপনার কবিত্ব ও অসীম শক্তিকে সহস্র বার সাধুবাদ করিতেছি। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।

"এই পুস্তক গীতার অবিকল অনুবাদ, এবং একটি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

ইহাতে তিনি গভীর বিদ্যাবত্তা এবং উক্ত দুরূহ গীতার অর্থ ও ভাব বিকৃত না করিয়া অনুবাদ-কুশলতা দেখাইয়াছেন। কবি ভূমিকাতে গীতার সারাংশের একটি বিশদ সমালোচনা দিয়া পাঠকের গীতা বুঝিবার সাহায্য করিয়াছেন। নবীন বাবুর গীতার অনুবাদ অতীব প্রশংসনীয় এবং আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।" ইণ্ডিয়ান মিরার।

"এ পর্য্যন্ত যত প্রকার সংস্করণের গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনটাতেই প্রতি শ্লোকে শব্দে শব্দে অর্থ-সমন্বিত অবিকল শ্লোকার্থ দেওয়া হয় নাই। * * কবিতার অনুবাদ কেবল কবিতায় হইলেই শব্দে শব্দে অর্থ রক্ষা অথচ সরল করা যাইতে পারে। * * প্রতিভা-শালী কবি, ভাবুক ও ভক্তিমান্ না হইলে গীতার অনুবাদ করা যায় না। যাঁহারা যথার্থ ভক্তিমান্ ও গীতা-পাঠক অথচ সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ এই অনুবাদ সাহায্যে শব্দে শব্দে অনুরূপ অর্থ আকর্ষণের পক্ষে তাঁহাদের কোনই ব্যাঘাত ঘটিবে না।" জন্মভূমি।

৭। খৃষ্ট মূল্য ॥০ আনা। কবিতায় মেথু-রচিত খৃষ্ট-চরিত্রের অনুবাদ।

"বাঙ্গালায় এরূপ গ্রন্থের মধ্যে বোধ হয় নবীন বাবুর এই গ্রন্থই প্রথম, অর্থাৎ খৃষ্ট-চরিত্র বাঙ্গালা কবিতায় রচনা করা সম্বন্ধে তিনিই প্রথম হিন্দু-লেখক। এই গ্রন্থের বহু পাঠক হইবে, কারণ যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় খৃষ্ট-চরিত্র পড়িতে পারেন নাই তাঁহাদেরই জন্য ইহা লিখিত এবং ইহার ভাষা অতিশয় সরল ও প্রাঞ্জল। ধর্ম্মের সার্ব্ব-

ভৌমিক ভাব তুলনার দ্বারা ভারতীয় পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করা একটি অতীব মহৎ কার্য্য।" "লিবারেল" পত্রিকায় ৺বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন।

"প্রথম মনে করিয়াছিলাম ইহা কলিকাতার কোনও বাঙ্গালী পাদ্রির নূতন গ্রন্থ। কিন্তু তারপরই দেখি উহা আপনার এক নূতন বস্তু। কিন্তু দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য বশতঃ পুস্তকখানি সেই দিনই মহত্তর ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইল। অতএব আমার নিকট ২৫ কাপি খৃষ্ট এবং ২৫ কাপি গীতানুবাদ ডাকে পাঠাইয়া দেওয়ার জন্যে আপনার কোন পুস্তক-বিক্রেতাকে পত্র দ্বারা উপদেশ করিবেন। আমি তাহার নিকট মূল্য পাঠাইয়া দিব। উক্ত পুস্তকগুলি আমরা উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে—বিশেষতঃ বড় বড় টোলে উপহার দিব।" শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

৮। রৈবতক মূল্য ১।০ আনা।

৯। কুরুক্ষেত্র মূল্য ১।০ আনা।

কাপড়ে বাঁধা ১॥০ টাকা।

কৃষ্ণ-চরিত্রের মূলতত্ত্ব কি, কবি এই দুই কাব্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

রৈবতক। শ্রীভগবানের আদ্যলীলা। **কুরুক্ষেত্র।** মধ্যলীলা।

"নবীনের ললিত কণ্ঠ,—কোমল আওয়াজ; বাঁধা বীণায় জমাট সুর। এ আওয়াজ—এ সুর, আর এ সুরের ওস্তাদী আলাপ,—বড় মধুর, বড় মর্ম্মস্পর্শী, বড়ই মদিরাময়। কাণের ভিতর দিয়া নবীনের আওয়াজ প্রাণে পঁহুছে। * * প্রশান্তে প্রখরে, উজ্জ্বলে মধুরে, গম্ভীরে

সুন্দরে, বেমালুম মাখামাখি,—সুখে শোকে সৌন্দর্য্যভরা নবীনের আবেগময়ী আনন্দময়ী কবিতা। নবীনের কবিতা বাসনার সমুদ্র বুকে করিয়া, সে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষেপে বেলা-ভূমি ভাসাইয়া বিদ্যুৎবেগে ছুটে; আবার ব্রীড়ার আধ-উন্মুক্ত বাতায়ন-পার্শ্বে ঘোমটার ঘনঘটার মধ্য হইতে সৌদামিনী বিন্দুর ন্যায় ঈষদ্ হাসি ফুটাইয়া মৃদু মন্দ ক্রীড়া করে। আবার বিলাসের মধুর মদালসে ঢলিয়া গলিয়া উছলিয়া পড়ে,—আবার বৈরাগ্যের বিমল শীতল ছায়ায় শুইয়া সংশোধিত শুদ্ধীকৃত ও কৃতার্থ হয়। * * * আমরা যে রসের বা ভাবের কথা বলিতেছি তাহা মনুষ্য-হৃদয়েতে সকল রস, সকল ভাবের চরমোৎকর্ষ। সকল রস, সকল ভাব হইতে তাহা শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ও উন্নত। তাহা মনুষ্য মনোবৃত্তির চরমোৎকর্ষ, মনুষ্য সাহিত্যের শেষ পরিণাম। তাহা পবিত্রতার অবলম্বন, ধর্ম্মের মূল বন্ধন, বৈরাগ্যের বিশিষ্ট কারণ, এবং বিবেকের চিরবাঞ্ছিত ধন। তাহা অনন্তের আভাস, এ অনন্তানুভূতি। উচ্চাদপি উচ্চ, অত্যুচ্চ, অত্যুন্নত, গভীর, গভীরতর, গভীরতম, তাহা অপেক্ষাও গভীরতর, অসীম অনন্ত বিস্তৃত। * * আর্য্য ঋষি এই ভাবে ভোর হইয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে সাম সঙ্গীত উত্থিত করিয়াছিলেন, সে সঙ্গীতে নভঃস্থল নিনাদিত করিয়াছিলেন। * * আর্য্য অলঙ্কার গ্রন্থে এ রসের নাম শান্তরস। পাশ্চাত্যেরা ইহাকে বলেন Sublimity. 'রৈবতকে' এ রসের আলম্বন ও উদ্দীপন-কারণ প্রচুর পরিমাণে আছে। রৈবতকের আরম্ভ—সর্ব্বপ্রথম দৃশ্য হইতেই শান্তরস অবতারণার সম্যক্ উপযোগিতা গ্রন্থ মধ্যে দৃষ্ট হয়।" সাধারণী।

"নিবিড় নৈশ অন্ধকার সরাইয়া উষান্তে যখন প্রাচীমূলে অরুণ

রবি সমুদিত হয়, সহৃদয় প্রকৃতির উপাসক, আত্মবিস্মৃতের মত সেই দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার মনে হয়, বুঝি জ্যোতিঃ পদার্থের এই চরমোৎকর্ষ; সন্ধ্যার আলোক-আঁধার ছায়ায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল সুখতারার বিকাশ দেখিয়া কে অচিরভাবী পূর্ণ শশধরের প্রশান্ত কবিতাপূর্ণ আবেশময় সুধারাশির কথা ভাবিবার অবসর পায়। নবীন বাবু পর পর তিনখানি উৎকৃষ্ট কাব্য-রচনা করিয়াছেন। প্রথম পলাশির যুদ্ধ, তার পর রঙ্গমতী, শেষ এই রৈবতক। 'পলাশীর যুদ্ধ' পড়িয়া কাহারও আর সন্দেহ ছিল না যে একখণ্ড অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে সমুদিত হইয়াছে। কিন্তু কয় জনে ভাবিয়াছিল যে, এই আলোক-মণ্ডল কালে গগন ছাইয়া সঞ্জীবনী সুধারাশি বর্ষণ করিয়া বাঙ্গালীর শুষ্ক-হৃদয়ে আশা, উৎসাহ ও সজীবতার সঞ্চার করিবে? * * নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণদেবের এই মহাকীর্ত্তি লইয়া রৈবতক রচিত। খণ্ডভারতে কি উদারতা, পরার্থপরতার অলৌকিক কৌশল, প্রজ্ঞা ও আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি করিয়া এক মহাভারত স্থাপন করেন, তাহাই এ মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। * * বাঙ্গালী পাঠক এই মহাগীতির উত্তর তান শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে।" সাহিত্য।

The grandure of the situation fails description. A dim pre-historic vista—a hundred surging peoples and mighty kingdoms, in that dim light clashing and warring with one another like emblematic dragons and crocodiles and griffins on some Afric shore,—a dark polytheistic creed and inhuman polytheistic rites,—the astute Brahmin priest, fomenting eternal disunion by planting distinctions of caste, of creed

and of political Government on the basis of vedic revelation—the lawless brutality of the tall blonde Aryan towards the primitive dark-skinned, scrub-nosed children of the soil,—the Kshatrya's star, like a huge comet brandished in the political sky, casting a pale glimmer over the land—the wily Brahmin priests jealous of Kshatrya ascendancy, entering into an unholy compact with the Non-Aryan Naga and Dashuya hordes, and adopting into the Hindu Pantheon the Asuric Gods of the latter, the trident-bearing Mohadeva with troops of demons fleeting at his back or that frenzied Goddess of war Kali with her necklace of skulls,—the Non-Aryan Nagas and Dashyus crouching in the jungles and dens like the fell beasts of prey,—and in the foreground the figure of the half divine legislator Krishna, whom Bishnu, the Lord of the universe guides through mysterious visions and phantasms, unfurling in the fulness of his destiny, the flag of the universal religion of Baishnavism, which was to hurl down the Brahmin priesthood and their cruel Vedic ritualism, and to establish in their place the kingdom of God in Mahavarat.—One vast Indian empire, a realised universal Human Brotherhood embracing Aryan and Non-Aryan in bonds of religions, social and political unity ;—a grand design, a scenic pomp, an antique as well as modern significance like this what national epic can show ? * * * * * * *

Calcutta Review.

"অধুনা এ বিড়ম্বিত বঙ্গে জাতীয় বাঙ্গালা কাব্য বিরল। কুরুক্ষেত্র বাঙ্গালা জাতীয় কাব্য। কৃষ্ণপ্রেম-প্রচার কুরুক্ষেত্রের চরম উদ্দেশ্য।

ভগবদ্‌বাণী গীতার সুধাময় মর্ম্মসূত্র সঞ্চার করা কুরুক্ষেত্রের ঐকান্তিক লক্ষ্য। যদি ভাষালীলা দেখিতে চাও, কুরুক্ষেত্র পড়। যদি ভাবপ্রবাহে ডুবিতে চাও, কুরুক্ষেত্র পড়। যদি চরিত্র সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতে চাও, কুরুক্ষেত্র পড়। যদি লাবণ্যময়ী কবিতায় দার্শনিকতা অনুভব করিতে চাও, কুরুক্ষেত্র পড়। * * কুরুক্ষেত্র মলিন মাতৃভাষার কমনীয় কণ্ঠভূষা। 'পলাশীর যুদ্ধে' কবির কীর্ত্তি উন্মেষিত; 'কুরুক্ষেত্রে' উজ্জ্বলীকৃত। কুরুক্ষেত্রে কবি বুঝাইয়াছেন, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্রে কবি অমর হইলেন।" বঙ্গবাসী।

Babu Nobin Chandra Sen is undoubtedly the poet of the Hindu revival. * * He is now writing on Jesus Christ, now translating Gita, now making Bengali Version of Markandya Chandi, and one absorbing purpose runs through all the works, namely that of reviving in the minds of his educated countrymen a respect for Hinduism. He interprets the story of Mahabharat and that of the great war at Kurukhetra as signifying a successful attempt at fusing the contending nations in India into one great nationality on the basis of a Catholic religion and a liberal social organisation * * They (the characters in the poem) are all ideals. The ideality of Krishna, Vyasa, and Arjuna has already been explained. But the most charming figures are Shubhodra and her son Abhimanya. * * The battle of Plassey is well-written. His Abakash Runjinee is also a good poem. It shows to full advantage the patriotism and courage with which our youngmen should be infused His Rangamati is filled with vivid descriptions of nature, and for his power of delineating natural

scenes he deserves to take prominent place among the poets of Bengal." *Calcutta Review.*

"The authorities of the British Museum have learnt from the Lieutenant Governor's address at the Asiatic Society that your book entitled *Kurukshetra* is very valuable and are anxious to preserve a copy in the Museum." Extract from a letter of the Librarian. *Bengal Library.*

১০। **অমিতাভ মূল্য ১।০ আনা।** এইমাত্র প্রকাশিত হইল। যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, "পলাশির যুদ্ধের" পর এমন লেখা নবীন বাবুর লেখনী হইতে আর বাহির হয় নাই।